প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ : দেবাশিস রায়

স্বত্ব : অনুবাদক

প্যাপিরাস -পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও টেকনোপ্রিন্ট,
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

আমার হারানো জন্মভূমিকে

নিবেদন

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'দসে কুয়েন্তস পেরেগ্রিনস্' গল্পগ্রন্থটি বারোটি গল্পের এক সংকলন। বারোটি পৃথক গল্প হলেও তারা এক অভিন্ন মূল সুরের সূত্রে গ্রথিত। সেই মূল সুরকে পাওয়া যায় বিদেশে আগত ক'টি মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথায়। বিদেশ তাদের প্রবাস হ'য়ে থেকেছে, কারণ, স্বদেশের জল-মাটি-রঙ-রূপ-ইতিহাস কিছুই তারা পরিহার ক'রে আসেনি। তাদের ধমনীতে তা প্রবাহিত থেকেছে। যাদের দীর্ঘ প্রবাসবাস, তাদেরও। তাই তাদের অভিজ্ঞতা অমন বিচিত্র।

বারোটি গল্পের মধ্য থেকে চারটি গল্প আমি বেছে নিয়েছি। মূল সুর তাতে বাধা পায়নি। কেননা, এদের প্রত্যেকেরই গল্প হিসেবে পূর্ণ মূল্য আছে। গল্প চারটির নাম ১) Buen viaje Senòr Presidente ২) Maria dos prazeres, ৩) Tramontana, ৪) El rastro de tu Sangre en la nieve. 'পেঙ্গুইন বুকস্'-কৃত ইংরিজি অনুবাদগ্রন্থ Strange Pilgrims-এ এরা ১) Bon Voyage, Mr. President, ২) Maria dos Prazeres, ৩) Tramontana এবং ৪) The Trail of your Blood in the Snow.

বাংলা অনুবাদে নামনির্বাচনে আমি স্প্যানিশ অথবা ইংরাজি নামের বাচ্যার্থকে নয়—লেখকের একটি উক্তিকে আশ্রয় করেছি। লেখক বলেছেন, একটি স্বপ্নে-দেখা ঘটনা নিয়ে এই পর্যায়ের গল্প লেখা মনস্থ করেছিলেন তিনি। যদিও সেই গল্পটি পরে বর্জন করেছিলেন সেটি রসোত্তীর্ণ হয়নি ব'লে। তবু সেই স্বপ্ন উপলক্ষেই লেখক একটি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ভাবলাম য়ুরোপে এসে লাতিন আমেরিকানদের যে-সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তা নিয়ে গল্প লিখব। তাঁর সেই কথার সূত্রেই এই গ্রন্থের নাম 'এ পরবাসে'।

লেখক গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর গ্রন্থ থেকে আমার নির্বাচিত গল্পচারটির অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর কাছে ও তাঁর প্রতিনিধি 'এজেন্সিয়া লিতারেরিয়া কারমেন বালসেলস্, এস. এ'র পক্ষে মিঃ কারমেন বালসেলস্-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ স্নেহভাজনীয়া শ্রীমতী শিবানী মেনেজেসের কাছে। তাঁর তৎপরতায় লেখকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল।

গ্রন্থখানি প্রকাশে প্রথমাবধিই সাগ্রহ সম্মতি দিয়েছেন প্রকাশক শ্রী অরিজিৎ কুমার, তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সকলের কাছে। এই বইখানি প'ড়ে যদি কারোর ভালো লাগে তো কৃতিত্ব সেই অসামান্য লেখকের, মূল গল্পগ্রন্থের রচয়িতা যিনি। তা না হ'লে সমস্ত দায় অবশ্যই অনুবাদকের। সেজন্য পূর্বাহ্ণেই ক্ষমা চেয়ে নিই।

যাত্রা শুভ হোক, মিঃ প্রেসিডেণ্ট

জনশূন্য পার্কটিতে হলদে হয়ে যাওয়া পাতার নীচে কাঠের বেঞ্চিতে তিনি ব'সে ছিলেন। হাতদুটি ভর দিয়ে ছিল ছড়ির মাথায় রুপোর হাতলটিতে। ধূলিমলিন রাজহাঁসগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। মৃত্যুর কথা ভাবছিলেন।

প্রথমবার যখন জিনিভায় এসেছিলেন, লেকের জল ছিল শান্ত, স্বচ্ছ। পোষমানা পাখিদের মতো গাঙচিলেরা হাত থেকে নিয়ে খেত। আর ছিল সেই মেয়েরা যাদের ভাড়া করা যায়। অরগ্যাণ্ডির খসখস শব্দে আর সিল্কের ছাতায় তাদের মনে হ'ত সন্ধে ছ'টার ছায়ামূর্তি।

এখন একটিমাত্র স্ত্রীলোককেই তিনি দেখতে পেলেন। জনমানবহীন হ্রদের বাঁধানো ঘাটে সে ফল বেচে। তাঁর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল সময় এমনভাবে শেষ ক'রে দিতে পারে সব। যেমন তাঁর জীবনকে, তেমনি সব কিছুকে।

এই শহরে আরও অনেক বিশিষ্ট লোকের মতো তিনিও আত্মগোপন ক'রে আছেন। তাঁর পরনে গাঢ় নীল রঙের উপরে অতি সরু স্ট্রাইপের স্যুট আর ব্রোকেডের ভেস্ট। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটেরা যেমন পরেন কড়া ইস্ত্রিকরা টুপি, তেমনি একটি টুপি তাঁর মাথায়। বন্দুকধারী সৈনিকের মতো উদ্ধত গোঁফ, আর রোমাণ্টিক, ঢেউখেলানো, প্রচুর নীলচে-কালো চুল। হাত দুটি যেন বীণাযন্ত্র-বাদকের হাত। বাঁহাতের অনামিকায় বিপত্নীকের বিবাহবন্ধনী। আনন্দময় দুটি চোখ। কেবল তাঁর গাত্রত্বকে ক্লান্তির ছাপ জানিয়ে দিচ্ছিল তাঁর স্বাস্থ্যের হাল। তা সত্ত্বেও তিয়াত্তর বছর বয়সেও তাঁর দেহের চারুতা ছিল চেয়ে দেখার মতো। যদিও, সেদিন সকালেই তিনি অনুভব করছিলেন গর্ব করার মতো কিছু নেই তাঁর। চিরদিনের মতো তিনি হারিয়েছেন তাঁর গৌরবের আর প্রতিপত্তির দিন। এখন শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা।

এবার যখন জিনিভায় এলেন, দুটি বিশ্বযুদ্ধ গত হয়েছে। এসেছিলেন, কী একটা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন সেটা এখানকার ডাক্তারেরা যদি বলতে পারেন, এই ভেবে। মার্তিনিকের ডাক্তারেরা পারেন নি। ঠিক করেছিলেন, দু'সপ্তাহের বেশি থাকবেন না, কিন্তু প্রায় ছ'সপ্তাহ গত হ'ল, যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হ'ল, কিন্তু

কোনো সিদ্ধান্তে কেউ পৌঁছতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত কী হবে বলতে পারল না কেউ। তাঁর ব্যথার কারণ খুঁজতে লিভার, কিডনি, অগ্ন্যাশয়, প্রোস্টেট সব পরীক্ষা করা হ'ল, কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে এল সেই কঠিন দিনটি, বৃহস্পতিবার। সেদিন সকাল ন'টায় স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ এক ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এর আগে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তিনি তাঁদের তুলনায় কম নামকরা। ডাক্তারেরা চেম্বারটি সাধুর গুহা যেমন। ডাক্তারও ছোটখাট গম্ভীর প্রকৃতির। ডান হাতের ভাঙা বুড়ো আঙুলে একটি প্লাস্টার। আলো নেভানো হ'ল। মেরুদণ্ডের এক্স-রে ছবি আলোকিত হ'য়ে দেখা দিল একটি পর্দার উপরে। এটা যে তাঁরই তা তিনি বুঝতে পারেন নি যতক্ষণ না ডাক্তার একটি নির্দেশক দণ্ড দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কোমরের নীচে মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি। বললেন, 'আপনার ব্যথাটা এইখানে।' তাঁর কাছে কথাটা খুব সহজ মনে হ'ল না। একটা অনির্দিষ্ট ব্যথা সেটা, চোরা ব্যথা। কখনও মনে হয় ডান দিকের পাঁজরে, কখনও তলপেটে। কখনও জানান না দিয়ে কোনো অসাবধান মুহূর্তে যেন কঁচকিতে ছোরা বসিয়ে দিল কেউ। ডাক্তার স্থির হয়ে তাঁর কথা শুনলেন, পর্দার উপরে নির্দেশক দণ্ডটি স্থির রেখে। 'সেই জন্যেই এতদিন ধরা যায় নি', বললেন তিনি। 'কিন্তু এখন আমরা জেনেছি ব্যথাটা কোথায়।' তারপরে তিনি তাঁর নিজের কপালের একপাশটিতে তর্জনী রেখে বললেন, 'যদিও মিঃ প্রেসিডেন্ট, সব ব্যথা আসলে এখানটায়।' ডাক্তারের নিদান দেবার ভঙ্গীটি এমন নাটকীয়, শেষ রায়টি দিলেন এমনভাবে, যেন গুরুতর কোনো ব্যাপার নয়, একটা অপারেশন শুধু। অপারেশনে বিপদের আশঙ্কা একেবারে যে নেই, তা নয়, তবে করাতেই হবে।

প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন কতটা বিপদ। বৃদ্ধ চিকিৎসক কিছু স্পষ্ট করলেন না। বললেন, 'নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না।' তারপরে একটু থেমে, বিশদ ক'রে বোঝালেন যে অপারেশন না করালে মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যেতে পারেন তিনি। তার চেয়েও বড় যে বিপদের আশঙ্কা থাকবে তা হ'ল পক্ষাঘাতের আশঙ্কা। কমবেশি পরিমাণে পক্ষাঘাতের আশঙ্কা। তবে একথাও ঠিক যে, গত দুটি মহাযুদ্ধে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। সুতরাং অপারেশনে এখন ভয় নেই তেমন। সবশেষে তিনি বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, আপনার কাজকর্ম সেরে নিন। তারপরে যোগাযোগ করবেন। তবে ভুলে যাবেন না, যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ভালো'।

এই দুঃসংবাদটি সেই সকালে হজম করা সহজ ছিল না, ঘরের বাইরে বেরিয়ে

তো নয়ই। খুব ভোরে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়েছেন, ওভারকোট নেননি, জানালা দিয়ে দেখেছিলেন ঝকঝক্ করছে রোদ। এখন তিনি 'চেমিন দু বিউ-সোলেইল'-এর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মাপা পদক্ষেপে চ'লে এলেন প্রেমিক-প্রেমিকাদের গোপন আস্তানা 'জার্দিন এ্যাঙ্‌লেইসে'। এক ঘন্টার বেশি থাকবেন সেখানে। মৃত্যুর চিন্তা ছাড়া এখন আর কিছুতেই মন নেই তাঁর। এমন সময়ে শরতের আবির্ভাব জানান দিল। হ্রদটাকে ক'রে দিল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো উত্তাল। বেয়াড়া বাতাস সী-গালদের ভয় পাইয়ে দিতে থাকল। উড়িয়ে দিল গাছের শেষ পাতাটিকে। প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন। ফুলবিক্রেত্রীর কাছ থেকে ডেইজিফুল কিন্তু কিনলেন না তিনি, একটিও নয়। সাধারণের জন্ম তৈরি বাগান থেকে তুলে নিলেন একটি। বোতামের পাশে সেটি লাগিয়ে রাখলেন। মেয়েটি দেখে ফেলেছিল, 'এ ফুল ভগবান কাউকে দান করেন নি, এটা শহরের সম্পত্তি', ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলল।

প্রেসিডেন্ট সেকথায় কান দিলেন না। দ্রুত পায়ে একটু বেপরোয়া ভঙ্গীতে বেরিয়ে এলেন ছড়ির মাঝখানটি ধরে সেটি ঘোরাতে ঘোরাতে। দেখলেন, পন্ট্ দু মন্ট্‌-ব্লাং-এ মিত্রসঙ্ঘের সদস্য দেশগুলির পতাকা খুব তাড়াতাড়ি ক'রে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে, একঝাং ঝোড়ো হাওয়ায় তারা পাগলামি শুরু করেছিল। ফোয়ারার সুন্দর চূড়ায় ফেনার রাশি অন্যদিন যতক্ষণ খোলা থাকে, আজ নেই। আগেই বন্ধ হয়েছে। হ্রদের বাঁধানো পাড়ের একটি কাফেতে কতবার তো এসেছেন তিনি, কিন্তু আজ সেটি চিনতে পারছিলেন না। দরজার সামনেকার সবুজ ছাউনিটি খুলে নিয়েছে ওরা।

গ্রীষ্মের ফুলেভরা ছাদবারান্দাগুলিও সম্প্রতি বন্ধ। এই মধ্যদিনেও আলো জ্বলছে ভিতরে। মনের মধ্যে কেমন দুর্ভাবনা জাগিয়ে দেওয়া সুরে তারযন্ত্র-চতুষ্টয়ে মোৎসার্ত বাজছিল। কাউন্টারে খদ্দেরদের জন্য পরপর সাজানো থাকে সংবাদপত্র, তা থেকে একটি তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট। টুপিটা ও ছড়ি রাখলেন নির্দিষ্ট আংটায়। একলা একটি টেবিলে ব'সে সোনালি ফ্রেমের চশমাটি প'রে নিলেন পড়বেন ব'লে। এবং তখনই তাঁর মনে পড়ল শরৎ এসে গেছে। কাগজের যে পাতাটিতে আন্তর্জাতিক খবর থাকে, সেই পাতাটি প্রথমে পড়তে শুরু করলেন। এই পাতাতেই বিভিন্ন সময়ে আমেরিকাসের প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করেছেন তিনি। পিছনের পাতা থেকে পড়তে শুরু ক'রে সামনের দিকে এগুলেন। ততক্ষণে পরিবেষণকারিণী তাঁর প্রাত্যহিক পানীয় 'এভিয়ান ওয়াটার'

নিয়ে এসেছে। ডাক্তারের নির্দেশে ত্রিশ বছরেরও বেশি হবে কফির অভ্যেস তিনি ছেড়েছেন। কিন্তু এখন তাঁর মনে হ'ল 'আমি যে মরতে চলেছি সেকথা যদি আগে জানতাম তো কবেই শুরু করতাম খেতে। এতদিনে জানা গেল!' বিশুদ্ধ ফরাসীতে তিনি বললেন, "আমাকে কফি দিন, ইতালীয় কফি, এমন কড়া ক'রে দেবেন যেন মরা মানুষও জেগে ওঠে।' এর যে একটা অন্য অর্থও হতে পারে, খেয়াল করলেন না।

অল্প অল্প চুমুকে তিনি চিনি ছাড়া কফি খেলেন। তারপর কাপটা উপুড় ক'রে রাখলেন পিরিচের উপরে। কফির দানাগুলি যেন এতদিনে তাঁর ভাগ্যলিপি লিখে দেওয়ার সময় পেয়েছে।

মুহূর্তে বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি দিল তাঁকে ফিরে পাওয়া কফির স্বাদ। কিছুক্ষণ পরে যেন সেই অভিন্ন জাদুই তাঁকে মনে করিয়ে দিল, কেউ তাঁকে দেখছে। অন্যমনস্কতার ভান ক'রে কাগজের একটি পাতা উল্টোলেন তিনি, তারপর চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন লোকটিকে। শুকনো চেহারার একটি মানুষ। দাড়ি-গোঁফ কামানো নেই। মাথায় খেলোয়াড়ের টুপি এবং পরনে ভেড়ার চামড়ার লাইনিং দেওয়া একটা জ্যাকেট।

লোকটি তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যাতে চোখে চোখ না প'ড়ে যায়।

মুখটা চেনা। হাসপাতালের লবিতে তিনি তাকে কয়েকবারই তাঁর পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখেছেন। একবার তিনি তাকে দেখেছিলেন প্রমেনাদত্ লাকে একটা মোটরস্কুটারে ক'রে চলে যেতে। তিনি তখন রাজহাঁসগুলির দিকে তাকিয়েছিলেন, কী ভাবছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁর মনে হয়নি যে লোকটি চেনে তাঁকে। বরং দৃঢ়ভাবে একথাই বিশ্বাস করেছেন যে স্বদেশ থেকে যারা নির্বাসিত হয়ে আসে তাদের কিছু অলীক ভয় তো থাকেই। কাগজ পড়া শেষ করলেন অনেকটা সময় নিয়ে, ব্রাহ্‌মসের মহার্ঘ সেলো বাজনার সুরে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে। এমন সময়ে ভারি তীব্র বোধ করলেন ব্যথাটা। এমন যে সঙ্গীতের ব্যথানিরাময়কারী ওষুধেও কাজ দিল না। চেনশুদ্ধ যে সোনার ঘড়িটি তাঁর ভেস্টের পকেটে থাকত সেটি বের করে দেখে নিলেন সময়। তারপর দুপুরের জন্য নির্দিষ্ট ট্র্যাঙ্কুইলাইজার দুটি গিল 'এভিয়ান ওয়াটারের' শেষ চুমুকে গিলে নিলেন। চশমা খুলে নেবার আগে প'ড়ে দেখলেন কফির গুড়োগুলোতে তাঁর ভাগ্যের সংকেতলিপি কী লেখা আছে। কেমন শীত ক'রে কাঁপুনি এল। তিনি সেখানে দেখেছেন অনিশ্চয়তা। তারপর বিল শোধ ক'রে বকশিস্ রাখলেন কৃপণহাতে।

ছড়ি আর টুপিটি আংটা থেকে সংগ্রহ করলেন। এবং যে লোকটি তাঁকে দেখছিল তার দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন বেশ খুশির মেজাজ নিয়ে। বেরিয়ে এসে জোড়ো হাওয়ায় বিধ্বস্ত ফুলের সারির পাশ দিয়ে ঘুরে গেলেন। ভাবলেন, মিথ্যে ভয়ের ঘোর কেটে গেছে তাঁর। কিন্তু তার পরেই পিছনে শুনলেন পায়ের শব্দ। বাগানের কোণটিতে ঘুরে আসবার সময়ে থেমে দাঁড়ালেন, একটুখানি পিছন দিকে ফিরে। যে লোকটি তাঁর পিছু পিছু আসছিল, থমকে দাঁড়াল সে, নাহলে সংঘর্ষ হ'ত। লোকটির চকিত চোখ দুটি তখন তাঁর থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। সে বিড় বিড় ক'রে বলছে, 'সেনঁর প্রেসিডেন্ট!'

মুখের হাসিটি মেলাল না, গলার স্বরেও রমণীয়তা অক্ষুণ্ণ। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'যারা তোমাকে মাইনে করে রেখেছে, তাদের আশা করতে বারণ কোরো। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'আমার থেকে একথা বেশি কে জানে?' লোকটি বলল। প্রেসিডেন্টের মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের চাপে সে অভিভূত। বলল, 'আমি হাসপাতালের কর্মী।' লোকটির ভাব, কথার টান, এমনকী নিরীহ ভাবটিও একেবারে নির্ভেজাল ক্যারিবিয়ানের।

'নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দেবে নাকি?'

'যদি তা পারতাম। কিন্তু আমি অ্যাম্বুলেন্স চালাই।'

'দুঃখিত', প্রেসিডেন্ট বললেন। তিনি বুঝেছেন যে, ভুল করেছেন।

'তোমার কাজটা কঠিন', তিনি বললেন।

'আপনার কাজের কাছে কিছুই কঠিন নয়, সেনঁর।'

দু'হাতে ছড়িতে ভর দিয়ে তিনি সোজা তাকালেন লোকটির দিকে। তারপর যথার্থ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দেশ?'

'আমি ক্যারিবিয়ান।'

'তা আমি বুঝেছিলাম!' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'কিন্তু কী নাম জায়গাটার?'

'আমাদের একই জায়গা, সেনঁর', উত্তর দিল সে। তারপর হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম হোমেরো রে।'

প্রেসিডেন্ট সবিস্ময়ে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তাকে। তার হাতটা ধ'রে ফেলে বললেন, 'বাঃ, খুব ভালো নাম।'

হোমেরো আশ্বস্ত হ'ল।

'আরও ভালো শোনায় যদি বলা যায়', তিনি বললেন, 'হোমেরো রে দি লা

কাসা', 'আমি তোমার, এই প্রাসাদের রাজা।'

তখন তাঁরা রাস্তার মাঝখানে। একটা ঠাণ্ডা কনকনে শীতের বাতাস ছুরির মতো বিঁধছিল গায়ে। তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। প্রেসিডেন্টের হাড়ের মধ্যে বিঁধে গেল যেন। তিনি কেঁপে উঠলেন। বুঝলেন, ওভারকোট গায়ে নেই, এভাবে সামনের দুটো ব্লক হেঁটে পার হ'য়ে তারপরে তাঁর নিজের সস্তা রেস্তঁরায়, যেখানে তিনি সচরাচর আহার করেন, সেখানে পৌছনো তার পক্ষে অসম্ভব। তিনি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার খাওয়া হয়েছে?'

হোমেরো উত্তর দিল, 'দুপুরে আমি খাই না। একবার খাই রাত্রে বাড়ি ফিরে।'

'আজ না হয় অন্যরকম হোক', ব্যক্তিত্বের সমস্ত মনোহারিত্ব নিয়ে তিনি বললেন। 'আজ আমি তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াব।'

রাস্তায় তিনি সেই নতুন পরিচিত মানুষটির বাহু ধরে হেঁটে তাকে রেস্তঁরায় নিয়ে গেলেন। দোকানের ছাউনিতে সোনালি হরফে লেখা 'লে বইউফ্ কৌরোনে।' ভিতরটা সরু, লম্বাটে এবং গরম। কোনো টেবিলই খালি নেই। হোমেরো রে অবাক হ'য়ে দেখল প্রেসিডেন্টকে চিনল না কেউ। সে পিছন দিকে হেঁটে গেল একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বলতে। 'ইনি কি বর্তমান প্রেসিডেন্ট?' রেস্তঁরার মালিক জানতে চাইল।

'না,' হোমেরো উত্তরে বলল, 'ইনি এখন পদচ্যুত।'

মালিকটি সমঝদারের মতো হাসল। বলল, 'ওঁদের জন্য আমি সর্বদা আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা রাখি।' ঘরের শেষ প্রান্তে একটি স্বতন্ত্র টেবিলে নিয়ে সে বসাল তাঁদের। সেখানে ইচ্ছেমতো তারা কথা বলতে পারবে। প্রেসিডেন্ট তাকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, 'নির্বাসিতেরা যে সম্মানীয় আপনার মতো সেকথা মনে রাখে না সকলে।'

এই রেস্তঁরার বিশেষত্ব এরা গোরুর পাঁজর রাঁধে কাঠকয়লার আগুনে। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর অতিথি চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। অন্য টেবিলগুলিতে দেখলেন ধারে ধারে নরম চর্বি-অলা বড় বড় ঝলসানো মাংস পরিবেশন করা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বিড়বিড় করে বললেন, 'অসাধারণ মাংস! কিন্তু আমার এসব খাওয়া বারণ', বলে চোখের ভঙ্গীতে দুষ্টুমি ফুটিয়ে হোমেরোর দিকে তাকালেন। তারপর গলার স্বর বদলে ফেলে বললেন, 'আসলে কিছুই খাওয়ার অনুমতি নেই আমার।'

'আপনার তো কফিও বারণ', হোমেরো বলল, 'কিন্তু আপনি কফি খেলেন?'

'দেখে ফেলেছ তুমি?' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'না, আজ একটা অন্যরকম দিন, তাই অন্যথা করলাম।'

তিনি যে কেবল কফি খেয়েই সেদিন অন্যথা করলেন, তা নয়। কাঠকয়লার আগুনে রান্না সেই গোরুর পাঁজর এবং টাটকা সবজির স্যালাড, তাতে অলিভ তেল ছিটিয়ে স্বাদু করা, তাও নিলেন। তাঁর অতিথিও তাই নিল। সেই সঙ্গে আধ ক্যারাফে লাল মদও।

তাঁরা যখন মাংসের জন্য অপেক্ষা করছেন, জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করল হোমেরো। তা থেকে পয়সা নয়, কতগুলি কাগজ বেরলো। তার মধ্য থেকে সে প্রেসিডেন্টকে বিবর্ণ হ'য়ে যাওয়া একটা ছবি দেখাল। নিজেকে চিনতে পারলেন প্রেসিডেন্ট। পরনে পুরোহাতা শার্ট, কালো চুল ও গোঁফ। তাঁকে ঘিরে রয়েছে একদল যুবক। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তারা, যাতে ছবিতে দেখা যায় তাদের। এক নজরেই তিনি চিনতে পারলেন সেই জঘন্য নির্বাচন-ক্যাম্পেনের প্রতীক চিহ্নগুলি। সেই হতভাগা দিনটি কত তারিখ ছিল, তাও মনে পড়ল তাঁর। তিনি অনুচ্চস্বরে বললেন, 'কষ্ট হয় দেখলে। আমি সবদাই বলেছি, যা হয়, ছবিতে মানুষের চোখে পড়ে সে কতখানি বুড়িয়ে গেছে,' ব'লে তিনি ছবিটা ফিরিয়ে দিলেন এমনভাবে যেন এ বিষয়ে, অর্থাৎ এই ছবির বিষয়ে শেষ কথা বলা হ'য়ে গেল তাঁর। তারপরে আবার বললেন, আমার খুব ভালো মনে আছে, কত হাজার বছর আগেকার কথা। 'স্যান ক্রিস্তোবেল দি লা কাসাসের মোরগ লড়াই।'

'আমি ঐ শহরেরই মানুষ', হোমেরো বলল। 'এই যে আমি', ব'লে ছবিতে অন্যদের মধ্যে নিজেকে দেখিয়ে দিল সে। প্রেসিডেন্ট তাকে চিনতে পারলেন, 'তুমি তো তখন ছেলেমানুষ ছিলে।'

'প্রায়', হোমেরো বলল। 'ইউনিভার্সিটি ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিয়ে দক্ষিণের সমস্ত প্রচার অভিযানে আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম।'

প্রেসিডেন্ট বুঝলেন তার মনে অভিযোগ রয়েছে। বললেন, 'আমি আসলে খেয়াল করিনি তোমাকে।'

'না না, তা নয়, আপনি আমার সঙ্গে খারাপ কী করেছেন? আমরা অ্যাতজন ছিলাম, তার মধ্য থেকে আমাকে আপনি কী ক'রে মনে রাখবেন?'

'তারপর কী হ'ল?'

'আপনিই সেকথা সবচেয়ে ভালো জানেন। কী আশ্চর্য দেখুন,' হোমেরো বলল, 'মিলিটারি অভ্যুত্থানের পরে আমরা দুজনেই এখন এখানে। আমরা এখন দুজনে মিলে একটা অর্ধেক গোরু খেয়ে ফেলতে পারি। এমন সৌভাগ্য কজনের হয়েছে?'

ঠিক তখনি খাবার দেওয়া হ'ল তাদের টেবিলে। বাচ্চাদের বিব যেমন ক'রে বাঁধে, তেমনি ক'রে ন্যাপকিনটি বুকের কাছে গুঁজে নিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর অতিথি সেটা বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে দেখল, তাও তিনি লক্ষ করলেন।

'এ ভাবে বেঁধে না নিলে প্রতিবার একটি ক'রে টাই আমার যাবে,' তিনি বললেন।

খাওয়া শুরু করার আগে মাংসটা একবার চেখে দেখলেন। বেশ তৃপ্তির ভঙ্গী ফুটল মুখে এবং আবার ফিরে এলেন আলোচনায়। 'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন আগেই আমার কাছে আসনি, ব্ল্যাকহাউণ্ডের মতো আমার পিছু না নিয়ে', তিনি বললেন।

হোমেরো বলল, হাসপাতালের বিশিষ্ট রুগীদের জন্য সংরক্ষিত দরজা দিয়ে তাঁকে ঢুকতে দেখেই সে তাঁকে চিনতে পেরেছিল। তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। তিনি আন্তিলিসের লিনেন স্যুট প'রে ছিলেন। পায়ে শাদা কালো জুতো। কলারের কাছে একটি ডেইজি ফুল গোঁজা। হাওয়ায় তাঁর সুন্দর চুলগুলি উড়ছিল। হোমেরো জানতে পেরেছিল জিনিভায় তিনি একলা আছেন, কোনো সাহায্যকারী নেননি। হয়তো এ কারণে যে এ তাঁর চেনা শহর। দুর্গম। এখানেই তিনি তাঁর আইনের পাঠ শেষ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ভিতরে ভিতরে সবরকমের সাবধানতা নিয়েছিল যাতে তাঁর পরিচয় প্রকাশ না হয়। সেই রাত্রেই হোমেরো আর তার স্ত্রী স্থির করেছিল যে তাঁর সঙ্গে তারা যোগাযোগ করবে। কিন্তু তার পরেও একটা অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে সে তাঁকে অনুসরণ করেছে। হয়তো কথা বলা তার আদৌ হয়ে উঠত না, যদি না প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তার মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতেন। 'দাঁড়িয়েছিলাম ব'লে আমি খুশি তবে সত্যি সত্যিই একলা থাকতে আমার কষ্ট হয় না'।

'একথা ঠিক নয়।'

'কেন?' যথার্থই জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'সকলে যে আমাকে ভুলে গেছে জীবনে এটাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ।

'আপনি জানেন না কীভাবে আপনাকে আমরা মনে রেখেছি।' হোমেরোর

গলায় আবেগ গোপন থাকল না। 'আপনাকে এভাবে দেখতে পাওয়া, এখনও এমন যুবকের মতো এবং স্বাস্থ্যবান, আমাদের কাছে কী যে আনন্দের, আপনি জানেন না।'

'তবু', তাঁর কথায় নাটকীয়তা ছিল না, তিনি বললেন, 'তবু, সমস্ত লক্ষণই বলে দিচ্ছে মৃত্যু আমার শিয়রে।'

'আপনি সেরে উঠবেন, সেই সম্ভাবনাই বেশি।' হোমেরো বলল।

সবিস্ময়ে চমকে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু রসিকতা করতে ছাড়লেন না। 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এমন সুন্দর জায়গা সুইৎজারল্যাণ্ড, চিকিৎসার ব্যাপারে এখন আর গোপনতা থাকে না বুঝি এখানে?'

'পৃথিবীর কোনো অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাছেই হাসপাতালের খবর গোপন থাকে না', হোমেরো বলল।

কিন্তু আমিই তো জেনেছি মাত্র দুঘণ্টা আগে, একমাত্র সেই মানুষটির কাছ থেকে, যিনি জানতে পারেন আমার অবস্থা।

'তা যাই হোক, আপনার উদ্দেশ্য সফল না ক'রে কী ক'রে মারা যাবেন আপনি? সে হতেই পারে না', হোমেরো বলল। 'আপনার আসনে আপনি আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন, সে দায়িত্ব আমাদের।'

সকৌতুক বিস্ময়ের ভান করলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্য ধন্যবাদ,' তিনি বললেন। সমস্ত খাবারটা তিনি খেলেন ধীরেসুস্থে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে হোমেরোর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালেন। কমবয়সী মানুষটির মনে হ'ল বয়স্ক মানুষটি কী ভাবছেন সে বুঝতে পেরেছে। অনেকক্ষণ কথা বললেন তাঁরা, পুরনো কথাও স্মরণ করলেন। শেষে কেমন দুষ্টুমির ভঙ্গী ক'রে হাসলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আমার মৃতদেহের কী ব্যবস্থা হবে তা নিয়ে ভাবব না। কিন্তু এখন দেখছি সেটিকে গোপন রাখবার জন্য রহস্য-উপন্যাসের মতো সাবধান হ'তে হবে।'

'তাতে লাভ হবে না', উত্তরে ঠাট্টা করল হোমেরো। 'হাসপাতালে কোনো রহস্যই এক ঘণ্টার বেশি রহস্য থাকে না।'

কফিপান শেষ হ'ল। প্রেসিডেন্ট আবার তাঁর কাপের তলানিটা দেখে নিলেন, এবং আবার কেঁপে উঠলেন। একই উত্তর পেয়েছেন। তবু তাঁর মুখভাব বদলাল না। বিল শোধ করলেন ক্যাশ টাকায়। প্রথমে বেশ কয়েকবার হিসেবটা দেখে নিলেন। পয়সা দিলেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে গুনে নিয়ে। তারপর যে

বকশিস রাখলেন, তাতে পরিবেশকারী গলায় একটু শব্দ করল কেবল।

'আনন্দ পেলাম', হোমেরোর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি বললেন। 'এখনও অপারেশনের দিন আমার স্থির হয়নি। তবে সবকিছু ভালো ভাবে উতরে গেলে আবার দেখা হবে আমাদের।'

'তার আগে হবে না? কেন?' হোমেরো জানতে চাইল। 'আমার স্ত্রী ধনী ক'টি বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। ভাত আর বাগদা চিংড়ি ভারি ভালো রাঁধেন। আমাদের ইচ্ছে শিগগিরই কোনো রাত্রে আপনাকে খাওয়াব।'

'আমার যে শেলফিশ খাওয়া বারণ। কিন্তু খাব, খুশি হ'য়ে খাব। কবে যাব বল?'

'বৃহস্পতিবার আমার ছুটি থাকে।'

'বেশ তো,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'বৃহস্পতিবারই তোমার বাড়ি আমি যাচ্ছি, সন্ধে সাতটায়। এ তো আনন্দের কথা।'

হোমেরো বলল, 'আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব। হোতেলেরিয়ে দেম্‌স্‌, চৌদ্দ, রুয়ে দি ই'ইন্ডাস্ত্রিয়ে। স্টেশনের পিছন দিকে, তাই তো?'

'তাই', ব'লে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে আরও মনোরম সুন্দর দেখাচ্ছিল। বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি আমার জুতোর মাপটাও জান।'

'জানি সেনঁর, নিশ্চয় জানি।' মজা পেয়েছে হোমেরো। 'একচল্লিশ সাইজ।'

তবে হোমেরোর আসল উদ্দেশ্য অমন নির্দোষ ছিল না। সে-কথা সে অবশ্য প্রেসিডেন্টকে বলেনি। পরে, বহু বছর ধ'রে যাকে পেয়েছে, যে চেয়েছে শুনতে তাকেই বলেছে। তার একটা অন্য উদ্দেশ্য ছিল। অন্যান্য অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের মতো সেও সংকারসমিতি ও জীবনবীমা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিল যাতে সেই সব আনুষঙ্গিক কাজ হাসপাতালের মধ্যেই হয়। এমন হ'তে পারে বিশেষ ক'রে বিদেশী রুগীর ক্ষেত্রে, যাদের সামর্থ্য অল্প। এতে হোমেরোর যে খুব বেশি লাভ থাকবে তা নয়। অন্যান্য কর্মচারীদেরও ভাগ দিতে হবে, তারাই দুরারোগ্য রুগীদের গোপন ফাইল বের ক'রে এনেছিল। তার এই মতলবের জন্য নিজেকে সে এই ব'লে কৈফিয়ত দিত যে স্বদেশ থেকে সে নির্বাসিত, তার কোনো ভবিষ্যত নেই এবং তাকে একটা হাস্যকর কম বেতনে স্ত্রী ও দুটি সন্তানের ভরণ-পোষণ চালাতে হয়।

তার স্ত্রী লাজারা ডেভিস অনেক বেশি বাস্তববুদ্ধি রাখে। সান হুয়ান পুয়ের্তো রিকোর এক কাঁপাজী মুলাট্টা মেয়ে সে। ছোটখাট কিন্তু শক্তপোক্ত। ক্যারাবেলের

রঙ তার গায়ের। স্বভাবের সঙ্গে হুবহু মিল রেখে চোখদুটি শেয়ালনীর চোখের মতো। হাসপাতালের দাতব্য বিভাগে তাদের দেখা হয়েছিল। স্বদেশের এক ধনী ব্যবসায়ী তাকে তার নার্স পরিচয়ে জিনিভায় নিয়ে আসে। তারপরে সেখানে তাকে ফেলে রেখে চ'লে যায়। সে ভেসে বেড়ায় অবলম্বনহীন। এই অবস্থায় হাসপাতালের পরিচারিকার কাজ পায় সে। তখনই হোমেরোকে সে বিয়ে করে। লাজারা ও হোমেরোর বিয়ে হয়েছিল ক্যাথলিক প্রথায়, যদিও লাজারা ছিল এক ইউরুবান রাজকন্যা। একটি বাড়ির ন'তলায় দু'ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে তারা থাকত। বাড়িটিতে এলিভেটর ছিল না। আফ্রিকি উদ্বাস্তুতে ভর্তি সেই বাড়ি। তাদের মেয়ে বারবারার বয়স তখন নয়, ছেলে লাজারোর সাত। ছেলেটি যে প্রতিবন্ধী তখনই তার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে।

লাজারা ডেভিস বুদ্ধিমতী, কিন্তু বদমেজাজী। তবে হৃদয়টি তার নরম। তার ধারণা ছিল সে জন্মেছে খাঁটি বৃষরাশিতে। এবং তার অন্ধ বিশ্বাস ছিল, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবগণনার অলৌকিক ক্ষমতা রাখে সে। তবু, কোটিপতিদের ভাগ্য-গণনা ক'রে, জীবিকা অর্জনের যে স্বপ্ন ছিল তার, তা সফল হয়নি। অবশ্য পারিবারিক প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই মোটা টাকা খরচ করত সে। এ টাকা সে উপার্জন করত সেই ধনী মেট্রনদের ডিনার রান্না ক'রে দিয়ে, যারা অতিথিদের বোঝাতে চাইত যে নিজেরাই তা রেঁধেছে এবং এভাবে অতিথি আপ্যায়ন ক'রে প্রশংসা পেতে ভালবাসত।

হোমেরো ছিল নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, এমন, যে মাঝে মাঝে তাকে সহ্য করা কঠিন হ'ত। মানুষটি উপার্জন করত সামান্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল না। তবু যে লাজারা তাকে বাদ দিয়ে নিজেকে ভাবতে পারত না, তার কারণ ছিল। হোমেরোর মনটি ছিল সরল এবং কিছু ক্ষমতাশালী সঙ্গীসাথীও ছিল তার।

মোটামুটি চলে যাচ্ছিল তাদের। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল অবস্থা খারাপ হ'ল। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট যখন এদেশে এসেছেন, সেই সময়েই সঞ্চয়ে হাত পড়তে শুরু করেছে তাদের, পাঁচ বছর ধ'রে সেই সঞ্চয় তারা করেছিল। তাই হোমেরো যখন হাসপাতালে আত্মগোপনকারী রুগীদের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে দেখল, আশার আলো দেখতে পেল তারা।

তবে, ঠিক কী তারা চাইবে, কোন অধিকারে চাইবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ক'রে কিছু ভাবেনি। প্রথমে ভেবেছিল, তাঁর অন্ত্যেষ্টির কাজটা তারা নিজেরাই নেবে। এমন কি মৃতদেহে সুগন্ধি ওষুধ লেপন, স্বদেশে তাঁর দেহ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া

ইত্যাদি সব তার। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারল প্রেসিডেন্টের মৃত্যু তারা যত কাছে ব'লে মনে করেছিল, আসলে তা নয়।

লাকের-দিনে সন্দেহ তাদের গভীর হ'ল।

আসল সত্য হ'ল হোমেরো আদৌ য়ুনিভার্সিটি ব্রিগেডের বা অন্য কোনো দলের নেতা ছিল না। নির্বাচনী প্রচারের সময় যে কাজটা সে করেছিল তা হ'ল, সে চেষ্টায় ছিল ফটো তোলার সময়ে তাকেও যাতে ছবিতে দেখা যায়। ছবিটা তারা এখন অলৌকিকভাবে পেয়ে গিয়েছে তাদের ছোট কুঠুরিতে রাখা কাগজের স্তূপে। কিন্তু তার আগ্রহ ছিল অকপট। এও সত্য যে সে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ মিলিটারি অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় যখন প্রতিবাদ সোচ্চার, তখন সেও তাতে অংশ নিয়েছিল। তবে তার পরেও বহুবছর হ'ল সে জিনিভাতেই র'য়ে গেছে। রয়ে গেছে কারণ তার মনোবল কম। সুতরাং দু-একটা মিথ্যে ব'লে যদি প্রেসিডেন্টের নৈকট্য পাওয়া যায় তো ক্ষতি কী? তারা দুজনে প্রথমে বিস্মিত হ'ল যখন দেখল অমন একজন দেশান্তরিত বিশিষ্ট মানুষ ল গ্রোত্তেসের মতো একটা নিরানন্দ অঞ্চলে থাকছেন, যেখানে এশিয়া থেকে আগত উদ্বাস্তরা আর রাতে লক্ষ্য মেয়েরা থাকে। থাকছেন একটা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেলে, খাচ্ছেন সস্তা রেস্তোরাঁয় এবং একলা। অথচ জিনিভায় ব্যর্থ রাজনীতিকদের জন্য যোগ্য বাসস্থানের অভাব নেই। হোমেরো দেখেছে দিনের পর দিন একই রুটিন তাঁর। তাঁকে সে চোখে চোখে রেখেছে, অনুসরণ করেছে বিপজ্জনক নৈকট্য থেকে, অনুসরণ করেছে তিনি যখন নৈশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন সেই পুরনো শহরের নিরানন্দ দেয়াল ও জীর্ণ ভগ্ন, হলদে হ'য়ে যাওয়া ঘণ্টিফুলগুলোর পাশ দিয়ে। ক্যালভিনের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবনায় যখন তিনি ডুবে গিয়েছেন, দেখেছে তাঁকে। জুঁইফুলের তীব্র গন্ধে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এসেছে, তবু সে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে তাঁকে অনুসরণ ক'রে গিয়েছে, যখন তিনি বুর্গ-দি-ফোরের উপরে উঠেছেন, গ্রীষ্মের ধীরে মিলিয়ে আসা গোধূলি সেখান থেকে নিবিড়ভাবে দেখবেন বলে। একরাত্রে সে দেখল 'রুবিনস্টেইন কনসার্তো'র ছাত্রদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে সেই ঋতুর প্রথম বৃষ্টিতে ভিজছেন তিনি। গায়ে ওভারকোট নেই, ছাতাও নয়। 'আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, নিউমোনিয়া হ'ল না ওঁর!' একথা একসময়ে সে তার স্ত্রীকে বলেছিল। আগের শনিবার, তখন ঋতুপরিবর্তনের সময়, সে দেখল তিনি নকল মিঙ্ককলার-অলা একটি কোট কিনছেন শরৎকালের জন্য। পলাতক আমিরেরা যেসব দোকান থেকে

কেনে, রু দ্যু রোনের তেমন ঝকঝকে দোকান থেকে নয়, সস্তা পুরোনো বাজার থেকে।

'তাহলে, কী উপায় হবে আমাদের?' হোমেরোর মুখে সব শুনে আর্তনাদ ক'রে উঠল লাজারা। 'উনি আসলে মহাকৃপণ। উনি বরং চাইবেন দাতব্য অন্ত্যেষ্টি হোক ওঁর আর কপর্দকশূন্যদের কবরে জায়গা একটা। ওঁর কাছ থেকে কখনও কিছু পাবার আশা কোরো না।'

'হতে পারে, উনি সত্যিই গরিব' হোমেরো বলল। 'অনেক দিন তো হ'ল উনি বেকার।'

'ওহো বাছাধন, উঠতি *মীন রাশির দোসর আর একজন মীন রাশি*। নাকি আকাট মূর্খ তুমি', লাজারা বলল। 'সকলেই জানে দেশের সব সোনা নিয়ে পালিয়েছিলেন তিনি এবং মার্তিনিকে যারা নির্বাসিত হ'য়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক ইনি।

হোমেরো ছিল তার স্ত্রীর চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড়। সংবাদপত্রের যে সব প্রশস্তি ছোটবেলা থেকে তার উপরে প্রভাব ফেলেছিল, তা থেকে সে জেনেছিল, জিনেভায় পড়াশুনো করার সময়ে প্রেসিডেন্ট রাজমিস্ত্রির কাজ ক'রে খরচ চালাতেন। অপরদিকে লাজারা বড় হয়েছে বিরুদ্ধমতের পত্রপত্রিকার নিন্দাবাদ শুনে। তাকে সে আরও পল্লবিত হ'তে শুনেছে, কেননা বিরুদ্ধমতের বিভিন্ন পরিবারেই সে বালিকা বয়স থেকে কাজ করেছে। সুতরাং যে রাত্রে হোমেরো খুশিতে রুদ্ধশ্বাস জানালো যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সে লাঞ্চ পেয়েছে, তিনি তাকে দামী রেস্তোরাঁয় খাইয়েছেন, লাজারা বিশ্বাস করেনি। প্রেসিডেন্টের কাছে অনেক কিছু চেয়ে নেবে ব'লে তারা স্বপ্ন দেখেছিল। ভেবেছিল বাচ্চাদের জন্যে কোনো স্কলারশিপ চাইবে, চাকরিতে হোমেরোর উন্নতির জন্য বলবে, ইত্যাদি। কিন্তু লাজারা যখন জানল হোমেরো এইসবের কিছু চায়নি, কিছু না, উদ্বেগ বোধ করল সে। প্রেসিডেন্ট স্থির করেছেন বরং তাঁর মৃতদেহ শকুনী দিয়ে খাওয়াবেন, একটি ফ্রাংও খরচ করবেন না কোনো যোগ্য সমাধির কথা ভেবে, অথবা স্বদেশে সগৌরব প্রতিষ্ঠাও চান না তিনি। শুনে লাজারার সন্দেহ দৃঢ়তর হ'ল। শেষমেষ যে সংবাদটি হোমেরো পরিবেশন করল তা তার কাছে শেষতম চরম আঘাত। প্রেসিডেন্টকে বৃহস্পতিবার রাত্রে সে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছে বাগদা চিংড়ি আর ভাত খাওয়াবে ব'লে। 'হ্যাঁ, তাই দরকার ছিল আমাদের।' চিৎকার ক'রে বলতে থাকল লাজারা, 'এখানেই মরবে টিনে জমানো চিংড়ি খেয়ে। আর

বাচ্চাদের জমানো টাকা খরচ ক'রে আমরা ওঁর কবর দেব।'

অবশেষে দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রতি লাজারার আনুগত্যই জয়ী হ'ল। ফলে, তার আচরণ বদলাল। এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে তিনটে রুপোর তৈরি পরিবেশনের জায়গা এবং একটি স্ফটিকের স্যালাড-পাত্র, অন্য একজনের কাছ থেকে ইলেকট্রিক কফিপাত্র এবং তৃতীয়জনের কাছ থেকে এমব্রয়ডারি করা টেবলক্লথ এবং কফি পরিবেশনের চিনাপাত্র সংগ্রহ করল সে। পুরনো পর্দাগুলো খুলে নতুন পর্দা টানিয়ে দিল। সেগুলো ছুটির দিনের জন্য তোলা থাকে। আসবাবের ঢাকনাও বদলাল। একটা পুরো দিন সে ঘষে মেজে পরিষ্কার করল মেঝে। ধুলো ঝাড়ল, জিনিসপত্র টানাটানি ক'রে তাদের জায়গা বদল করল, যতক্ষণ না জিনিসগুলো যে ভাবে থাকলে তাদের সম্মানিত অতিথিটি মুগ্ধ হবেন, তাঁর মনে এই ধারণাটি বদ্ধ-মূল হ'ত যে তারা দরিদ্র কিন্তু সম্ভ্রান্ত, অর্থাৎ যা সে করতে চেয়েছিল, ঠিক তার বিপরীত হ'ল।

বৃহস্পতিবার রাত্রে ন'তলা বেয়ে উঠতে প্রেসিডেন্টের নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এল। তিনি প'রে এসেছিলেন পুরনো বাজারে কেনা একটি নতুন কোট, তরমুজের আকারে একটি পুরনোকালের টুপি এবং হাতে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন লাজারার জন্য একটি গোলাপ। এইভাবে তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। প্রেসিডেন্টের পুরুষোচিত সুন্দর চেহারা এবং যুবরাজের মতো ভঙ্গী লাজারাকে অভিভূত করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দেখে ফেলেছে, যা দেখতে পাবে ব'লে ভেবেছিল, মানুষটি কপট ও লোভী। তার মনে হ'ল অশিষ্টও। সে তো জানালা খুলে রেখে রান্নাটা করেছিল যাতে চিংড়ির গন্ধে ঘর ভ'রে না থাকে। কিন্তু ঘরে ঢুকে তিনি প্রথমেই যা করলেন তা হ'ল তিনি একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে নিলেন যেন হঠাৎ উচ্ছ্বাস হয়েছে তাঁর এবং চোখ বন্ধ ক'রে দু'হাত প্রসারিত ক'রে বললেন, 'আঃ। আমাদের সমুদ্রের গন্ধ।' যা সে ভেবেছিল তার চেয়েও কৃপণ মনে হ'ল মানুষটিকে, না হ'লে একটিমাত্র গোলাপ নিয়ে আসে? সাধারণের বাগান থেকে চুরি ক'রে এনেছে নিশ্চয়। মনে হ'ল মানুষটি উদ্ধতও, নতুবা ঐ কাগজগুলোর দিকে অমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকাতে পারে, যেগুলো তাদের বসবার ঘরের দেয়ালে ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখতে রাখতে আনন্দে হোমোরো ডগমগ হয়ে উঠছিল? তিনি যখন প্রেসিডেন্ট তখনকার কীর্তিকাহিনীর কথা ছিল সেই খবরের কাগজের টুকরোগুলোতে। তখনকার নির্বাচনপ্রচারের প্রতীকচিহ্ন ও পতাকাও। লোকটিকে তার মনে হ'ল নিষ্ঠুর, বারবারা লাজারোকে সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না! ওরা

তো তাঁর জন্য উপহারও রেখেছিল। শুধু তাই নয়, খেতে ব'সে আবার একথাও বললেন যে, দুটি জিনিস তাঁর অসহ্য লাগে। এক কুকুর, আর ছেলেপিলে। শুনে মানুষটির প্রতি ঘৃণা বোধ করল লাজারা। তবু তার ক্যারিবিয়ান আতিথেয়তার গুণে সব দুর্বলতাকে সে জয় করল। বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য রাখা আফ্রিকি গাউনটি সে পরেছে। পরেছে সান্তেরিয়া দানার মালা আর ব্রেসলেট। খাবার সময় কোনো অপ্রয়োজনীয় ভঙ্গী করেনি, একটি অবান্তর কথা বলেনি। ত্রুটি ধরা যায় এমন কিছু সে করে নি। একথা বললে কম বলা হবে যে একেবারে নিখুঁত ছিল সে।

আসল কথা, চিংড়ি আর ভাত তার সবচেয়ে উপাদেয় রান্নার মধ্যে পড়ে না। তবু যতদূর সম্ভব যত্ন নিয়ে সে রেঁধেছিল। রান্নাও ভালো হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট দুবার ক'রে নিলেন। প্রশংসাও করলেন যথেষ্ট। পাকা কলাভাজার টুকরোগুলো খেলেন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে। আয়োকাদো সালাদও। যদিও তাঁদের মতো নস্ট্যালজিয়া হয়নি তাঁর। লাজারা চুপ ক'রে শুনছিল কেবল। অবশেষে যখন মিষ্টি এল, যখন আপাততঃ কোনো কারণ ঘটেনি, হোমেরো ধরা দিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনার কানাগলিতে।

'আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আছেন', প্রেসিডেন্ট বললেন, 'তবে মানুষের জীবনে তাঁর হাত নেই। ঈশ্বর ব্যস্ত থাকেন আরও বড় ব্যাপারে।'

'আমি শুধু গ্রহনক্ষত্রে বিশ্বাস করি', লাজারা বলল। ব'লে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল প্রেসিডেন্টের প্রতিক্রিয়া কী হয়। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার জন্মতারিখ জানতে পারি কি?'

—'এগারই মার্চ।'

যেন মস্ত বড় জয় হয়েছে লাজারার এমন চঞ্চল হয়ে বলে উঠল সে, 'জানতাম।' তারপর গলায় খুশির ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এক টেবিলে দুই মীনরাশি একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে না আপনার?'

মানুষ দুটি তখনও ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা ক'রে চলছিল, লাজারা উঠে গেল কফি বানাতে। টেবিল পরিষ্কার করল। সে মনে মনে চাইছিল সন্ধেটা ভালোয় ভালোয় উতরে যাক। কফি নিয়ে সে লিভিংরুমে ঢুকছে, প্রেসিডেন্টের একটা মন্তব্য তার কানে এল। শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল সে। প্রেসিডেন্ট বলছেন, 'বন্ধু, আমার সন্দেহ নেই, আমার গরীব দেশের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ হবে, আমাকে যদি তার প্রেসিডেন্ট করা হয়।'

হোমেরো দেখতে পেল লাজারা তখন তার ধার করা চীনা কাপ আর কফিপট

নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল তখনি মূর্ছা যাবে। প্রেসিডেন্টও লক্ষ করেছেন। বললেন, 'আমার দিকে অমন ক'রে তাকাবেন না সের্নরা' ; সৌহার্দ্যের সুর তাঁর গলায়। 'আমি যথার্থই বলছি, নিজের বোকামির জন্যেই এতবড় মূল্য দিতে হচ্ছে আমাকে।' লাজারা কফি পরিবেশন করল। তারপর টেবিলের আলোটা নিবিয়ে দিল, অত উজ্জ্বল আলো কথা বলার উপযোগী নয় ব'লে। এবার ঘরের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ ছায়াপরিবেশ সৃষ্টি হ'ল। এই প্রথম সে অতিথি সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করছে। অতিথিটি বুদ্ধিমান। কিন্তু তাতেও তাঁর বিষণ্ণতা ঢাকা পড়েনি। লাজারার কৌতূহল আরও বাড়ল, যখন তিনি কফি শেষ ক'রে কাপটা পিরিচে উপুড় ক'রে রেখে দিলেন, গুঁড়োগুলো যাতে সেখানে জমতে পারে। প্রেসিডেন্ট বললেন, তিনি নির্বাসনের জন্য মার্তিনিক দ্বীপটি বেছে নিয়েছিলেন, কেননা সেখানকার কবি আইমে সিজারে তাঁর বন্ধু। তাঁর 'কাহিয়ে দু'য়ান রেতুর্ অ পাইস্ নাতাল' তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই বন্ধুই তাঁকে নতুন ক'রে জীবন শুরু করতে সাহায্য ক'রেছিল। স্ত্রীর সম্পত্তির কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে তিনি ফোর্ট-দি ফ্রান্সের পাহাড়ে দামী কাঠের তৈরি একটি বাড়ি কিনেছিলেন। বাড়িটিতে জানালায় পর্দা ছিল, আর ছিল প্রাচীন জাতের ফুলের গাছে ভরা একটি ছাদ-বারান্দা, সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে। ঝিঁঝির ডাক শুনতে শুনতে চিনির কল থেকে ভেসে আসা গুড় আর রামের গন্ধে ভরা বাতাসে ঘুমুতে পারা ছিল ভারি আরামের। তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর থেকে চৌদ্দ বছরের বড়, আর তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর থেকে পঙ্গু। ভাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি যে দাঁড়াতে পেরেছেন, সেই শক্তি পেয়েছিলেন লাতিন ভাষায় আর একবার লাতিন ক্লাসিক্স্ পড়া শুরু করেছিলেন ব'লেই। এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে সেই তাঁর জীবনের শেষ কাজ। তাঁর দল হেরে গিয়েছিল, কিন্তু স্বদেশে তাঁর দলের সদস্যরা নানাভাবে নতুন আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব পাঠাতেন তাকে। বহুবছর ধরে। কিন্তু সেই প্রলোভন তিনি জয় করেছেন। বললেন, 'যখন আমি আবিষ্কার করলাম তাদের প্রস্তাব কত অসার, যখন দেখলাম, একদিন যেটা ভীষণ জরুরি ব'লে মনে করছে, সপ্তাহ পরেই তাকে বাতিল ক'রে অন্যভাবে ভাবছে এবং দুমাসের মধ্যেই দেখা গেছে সেই সব পরিকল্পনার কিছুই আর মনে নেই তাদের, যে আমাকে সেই সব লিখে পাঠিয়েছে সেও ভুলেছে, আমি ঠিক করলাম, আর খুলব না কোনো চিঠি। খুলিওনি।'

অস্পষ্ট আলোয় লাজারার দিকে তিনি তাকালেন, সে তখন একটি সিগারেট

ধরিয়েছে। লুক আঙুল এগিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে সেটি নিয়ে নিলেন। একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াটা রেখে দিলেন গলার মধ্যে। চমকে উঠে লাজারা সিগারেটের প্যাকেট আর দিয়াশলাইয়ের বাক্স হাতে নিল, আর একটা ধরাবে ব'লে। কিন্তু তিনি জলন্ত সিগারেটটা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

'অমন আয়েসি ভঙ্গীতে কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে লোভ দমন করা কঠিন', তিনি বললেন। তারপর ধোঁয়াটাকে তিনি ছেড়ে দিলেন। তাঁর কাশি আসছিল। 'সিগারেটের অভ্যেস আমি অনেক আগেই ছেড়েছি, কিন্তু অভ্যেস যে আমাকে একেবারে ছেড়েছে তা নয়', তিনি বললেন। 'কোনো কোনো সময় অভ্যেসের কাছে আমি একেবারে হেরে গেছি। যেমন এখন।'

কাশি তাঁকে হঠাৎ ক'রে ঝাঁকিয়ে দিল আরও দুবার। ব্যথাটা শুরু হ'ল। ছোট পকেটঘড়িটি দেখলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর সন্ধের নির্দিষ্ট পিলদুটি খেয়ে নিলেন। তারপর উঁকি দিয়ে দেখলেন তাঁর কাপের তলানিটা। বদলায়নি কিছু। কিন্তু এবারে আর তিনি কেঁপে উঠলেন না।

'আমার সমর্থকদের কেউ কেউ আমার পরে প্রেসিডেন্ট হয়েছিল' বললেন তিনি।

—'সায়াগো', হোমেরো বলল।

'সায়াগো এবং অন্যেরাও', তিনি বললেন। 'আমাদের সকলেই জোর ক'রে আদায় করেছে সমর্থন। আমাদের তা প্রাপ্য ছিল না। সেই দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা ছিল না আমাদের। অনেকের ছিল কেবল ক্ষমতার লোভ। বেশির ভাগেরই তার থেকে কম ছিল প্রত্যাশা। একটি চাকরি কেবল।'

রাগ হ'ল লাজারার। 'আপনার সম্বন্ধে ওরা কী বলে আপনি জানেন কি?' সে জিজ্ঞাসা করল।

আতঙ্কিত বোধ ক'রে হোমেরো মধ্যস্থতা করতে চাইল। 'না, না, মিথ্যে বলে ওরা।'

'মিথ্যে, আবার মিথ্যে নয়ও।' স্বর্গীয় প্রশান্তি প্রেসিডেন্টের গলায়। তিনি বললেন. 'প্রেসিডেন্ট যখন বিষয়, তখন সবচেয়ে কলঙ্কিত কাহিনীও সত্যি-মিথ্যে দুইই হ'তে পারে।'

নির্বাসনের সবটা সময় তিনি মার্তিনিকে ছিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর একমাত্র যোগ ছিল, সরকারি কাগজপত্রে যে অল্পকিছু খবর পৌঁছত, তাতেই। তাঁর ভরণপোষণ চলত সরকারি 'লাইসি'তে স্প্যানিশ এবং লাতিন পড়িয়ে। আর

আইবে সিস্তারে তাঁকে বিভিন্ন সময়ে যে সব তর্জমা করতে দিতেন তা ক'রে দিয়ে। আগস্ট মাসে যখন গরম অসহ্য, দোল্ খাটিয়ায় শুয়ে থাকতেন দুপুর পর্যন্ত, শোবার ঘরে পাখার ভোঁ ভোঁ শব্দ কানে আসত।

দিনের বেলায় গরম যখন চরম তখন কৃত্রিম ফল আর অরগ্যান্ডির ফুল দিয়ে সাজানো চওড়া ধার-অলা একটা সাধারণ শনের টুপি মাথায় দিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর পোষা পাখিদের পাওয়াতে বেরুতেন। ঘরের বাইরে খোলা জায়গাতেই থাকত তারা স্বাধীনভাবে। কিন্তু তাপ ক'মে গেলে ছাদ-বারান্দায় ঠাণ্ডা বাতাসে ব'সে থাকতে ছিল আরাম। যতক্ষণ না অন্ধকার হ'ত, তিনি ব'সে থাকতেন সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়ে। আর তাঁর স্ত্রী, ছেঁড়া টুপিটি মাথায়, হাতের প্রতিটি আঙুলে উজ্জ্বল পাথর খচিত আংটি, তাঁর উইকার রকিং চেয়ারটিতে ব'সে দেখতেন জাহাজেরা যাচ্ছে। এই পৃথিবীরই জাহাজ।

'ঐ জাহাজ পুয়েস্তো সাস্তোর', বলতেন তিনি। 'কী পরিমাণে বোঝাই করে নিয়েছে কলা! নড়তেই পারছে না।' বলতেন তিনি। তিনি ভাবতেই পারতেন না, তাঁর দেশের নয়, এমন কোনো জাহাজ সেই পথ দিয়ে যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট না শোনার ভান করতেন। যদিও শেষ পর্যন্ত, তাঁর স্বামী যা ভুলতে পেরেছেন, তার থেকে অনেক বেশি ভুলতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল। এভাবে তাঁরা বসে থাকতেন। তারপর গোধলির কোলাহল থেমে যেত। ঘরে ফিরে যেতেন তাঁরা মশার উৎপাতে।

এমন একটি আগস্টের দিনে তিনি ছাদ-বারান্দায় ব'সে কাগজ পড়ছেন, বিস্ময়ে চমকে উঠলেন প্রেসিডেন্ট।

'কী আশ্চর্য,' তিনি বললেন, 'আমি নাকি এস্তোরিলেই ম'রে গেছি।' তাঁর স্ত্রী ঝিমুচ্ছিলেন, খবর শুনে ভয় পেলেন। খবরের কাগজের পঞ্চম পাতার এক কোণের দিকে ছ'লাইনের একটি লেখা। এই কাগজে তাঁর করা তর্জমাও বেরিয়েছে মাঝে মাঝে। এর যিনি ম্যানেজার তিনি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে এসে দেখাও করেছেন। আর সেই কাগজেই এখন লিখছে কিনা তিনি মারা গেছেন এস্তোরিল দি লিসবোয়াতে, যেখানে ইউরোপে যাদের পতন হয়েছিল সেই মানুষদের আশ্রয় আর বাস, যেখানে তিনি কখনই যাননি এবং সম্ভবত সেটিই পৃথিবীর একমাত্র জায়গা যেখানে তাঁর মৃত্যু হোক তিনি চাননি।

এর এক বছর পরে তার স্ত্রী মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত যে স্মৃতিটুকু তাঁর অবশিষ্ট ছিল তার যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে। তাঁর একমাত্র সন্তানের স্মৃতি। পিতাকে

পদচ্যুত করার ব্যাপারে এই ছেলেও অংশ নিয়েছিল এবং দলের হাতেই সে গুলিবিদ্ধ হ'য়ে মরে।

প্রেসিডেন্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, 'এই আমাদের অবস্থা। কিছুই রক্ষা করতে পারবে না আমাদের', তিনি বললেন। 'পৃথিবীর আবর্জনা থেকে জন্ম নিয়েছে একটা মহাদেশ। সেখানে মুহূর্তের জন্যও ভালবাসা ছিল না। নারীহরণ, ধর্ষণ, অত্যাচার, যত নিন্দনীয় কাজ, প্রতারণা আর শত্রুর সঙ্গে শত্রুর সংযোগে এখানে সন্তানেরা জন্মায়।' তিনি লক্ষ করলেন লাজারার আফ্রিকি চোখদুটি কঠিন ভাবে দেখছে তাঁকে। চেষ্টা করলেন দক্ষ বাগ্মিতার গুণে অপরকে প্রভাবিত করার যে ক্ষমতা তাঁর বহুকালের তা দিয়ে তাকে জয় করবেন। বললেন, 'বর্ণসংকর অর্থ চোখের জলের সঙ্গে ছলকে পড়া রক্তের মিলন। এমন বিষক্রিয়া থেকে কী পাওয়া যেতে পারে?'

যেন মৃত্যুর মতো নীরবতা নামল সেখানে। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকল সকলে, লাজারাই স্তব্ধ করে রেখেছে যেন। অনেকক্ষণ। মধ্যরাত্রির কিছু আগে লাজারা সম্বিৎ ফিরে পেল, আনুষ্ঠানিকভাবে চুম্বন দিয়ে বিদায় জানাল সে প্রেসিডেন্টকে। হোমেরো তাঁকে হোটেলে এগিয়ে দিতে চাইল, প্রেসিডেন্ট রাজি হলেন না। যদিও সঙ্গে সে গেল ট্যাক্সি ধরিয়ে দেবে ব'লে। বাধা মানল না। যখন বাড়ি ফিরে এল রাগে ফেটে পড়ছে তার স্ত্রী। 'পৃথিবীতে ঐ একটিই প্রেসিডেন্ট, পদচ্যুত করা যাকে ঠিক কাজ হয়েছে। কুকুরীর বাচ্চা।' হোমেরো তাকে শান্ত করতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, বাকি রাতটা তাদের কাটল নির্ঘুম এবং সাংঘাতিক। লাজারা স্বীকার করল, এ পর্যন্ত যত লোক সে দেখেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন এই মানুষটি। এমন সম্মোহিনী শক্তি যে তোমাকে শেষ করে দেবে। ষাঁড়ের মতো পৌরুষ। 'এই এখন তাঁর যা অবস্থা, বুড়ো এবং নিঃশেষ, এখনও বিছানায় মানুষটি বাঘের শক্তি ধরবে।' সে বলল। কিন্তু তার মনে হচ্ছে তাঁর এই ঈশ্বরদত্ত গুণাবলী তিনি ভণ্ডামি ক'রে নষ্ট করেছেন। তার অসহ্য লাগছিল তিনি যখন অহঙ্কার ক'রে বলছিলেন তাঁর দেশের সবচেয়ে অযোগ্য প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। অসহ্য লাগছিল তাঁর সাধুত্বের ভান, যখন সে নিশ্চয় ক'রে জানে যে মার্তিনিকের অর্ধেক আখের খেতের মালিক ছিলেন তিনি। আর ক্ষমতার প্রতি তাঁর অনীহা? সব ভণ্ডামি। অথচ এ তো স্পষ্ট যে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য সর্বস্ব দিতে তিনি প্রস্তুত এবং তা হতে পারলে দীর্ঘকালের জন্য থাকবেন তা আঁকড়ে, তাঁর শত্রুরা যাতে মাটি কামড়ায়।

'আর যা সব বললেন', সে এই ব'লে শেষ করল, 'তা শুধু এই জন্য যাতে পায়ের কাছে ব'সে আমরা তাঁর পুজো করি।'

'তাতে তাঁর কী লাভ?' হোমেরো জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু না', লাজারা বলল, 'মানুষকে সম্মোহিত করা একটা নেশা, তার তৃপ্তি হয় না।'

এমন রেগে ছিল লাজারা যে বিছানায় তাকে সহ্য করতে পারছিল না হোমেরো। বাকি রাতটা সে বসবার ঘরের সোফায় একটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিল। মাঝরাতে লাজারাও জেগে গেল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত নগ্ন, এই-ভাবেই সে ঘুমুতে অভ্যস্ত, অথবা বাড়িতে যখন থাকে। আপনমনে গজগজ ক'রে চলল সে এবং ঐ একই বিষয়ে। ইচ্ছে, একটি আঘাতেই মুছে ফেলে সেই ঘৃণ্য নৈশাহারের সব স্মৃতি। সকাল হতেই ধার করা জিনিসগুলো যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এল। নতুন পর্দার জায়গায় পুরনোগুলো টানালো। এইভাবে বাড়িটিকে আবার আগের মতোই দরিদ্র কিন্তু সুরুচিসম্পন্ন দেখাল। সংবাদপত্রের অংশগুলি, যা ক্লিপ দিয়ে টানানো হয়েছিল, ঘৃণ্য প্রচারকার্যের সেইসব ছবি, প্রতীক আর পতাকাগুলি ছিঁড়ে ফেলল এবং শেষবারের মতো এক চিৎকারে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল জঞ্জালের মধ্যে, 'যাও জাহান্নামে' ব'লে।

সেই নৈশাহারের এক সপ্তাহ পরে হোমেরো হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে, দেখল প্রেসিডেন্ট তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তিনি হোমেরোকে তাঁর সঙ্গে তাঁর হোটেলে নিয়ে গেলেন। সেখানে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে চারতলা পার হয়ে তাঁরা চিলেকোঠায় পৌছলেন। সে ঘরে একটিমাত্র স্কাইলাইট। তা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘোলাটে আকাশ। ঘরের মধ্যে একটা দড়ি টানানো, তাতে কাপড় শুকোচ্ছে। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে একটা ডবল খাট, একটা কাঠের চেয়ার, হাত ধোবার স্ট্যাণ্ড আর স্থানান্তরিত করা যায় এমন একটা বিডেট আর গরীব বাড়ির মতো আবছা আয়না-অলা একটা বড় আলমারি। দেখে হোমেরোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলেন প্রেসিডেন্ট।

'এই খুপরিতেই থাকতাম আমি যখন ছাত্র ছিলাম।'

যেন ক্ষমা চাইছেন এমনভাবে বললেন, 'কোর্ত-দি-ফ্রান্স' থেকে এটা আমি আগেই ভাড়া ক'রে রেখেছিলাম।'

এই ব'লে ভেলভেটের একটি ব্যাগ থেকে বের ক'রে তিনি বিছানার উপরে ছড়িয়ে রাখলেন কিছু অলঙ্কার। ঐ তাঁর ঐশ্বর্যের সামান্য অবশিষ্ট। নানারকমের এবং দামী মণিমুক্তো খচিত ক'টি সোনার ব্রেসলেট, তিনছড়া মুক্তোর নেকলেস, আরও দুটি নেকলেস সোনার এবং দামী পাথরের, তিনটি সোনার হার, তাতে সাধুসন্তের ছবি, একজোড়া সোনা ও পান্নার দুল, আর একজোড়া সোনা ও হীরের, আর তৃতীয় জোড়া সোনা ও চুনীর। ধর্মীয় জিনিস রাখার দুটি বাক্স এবং একটি লকেট। আংটি এগারটি, নানারকম মহার্ঘ মণিখচিত। আর, একটা হীরের টায়রা, রানীর উপযুক্ত। একটা বাক্স থেকে তিনি তিনজোড়া রুপোর আর দুজোড়া সোনার কাফলিঙ্ক বের করলেন। সবগুলোর সঙ্গে মেলানো টাইক্লিপও। আর সাদা সোনার পাতে মোড়া একটি পকেট ঘড়ি। তারপর একটি জুতোর বাক্স থেকে ছটি পদক বের করলেন, দুটি সোনার, একটি রুপোর এবং বাকিগুলো একটু সস্তা। 'এই সব যা আছে আমার অবশিষ্ট', বললেন তিনি।

এগুলি বিক্রি ক'রে তবেই চিকিৎসার খরচ জোগাড় করবেন তিনি। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই তাঁর। হোমেরোকে তিনি অনুরোধ করলেন, সে যাতে তার বিবেচনা মতো বিক্রি ক'রে দেয় জিনিসক'টি। কিন্তু হোমেরো ভাবল এদের রসিদ না থাকলে তা সে কী ক'রে করবে? প্রেসিডেন্ট জানালেন ওগুলো তাঁর স্ত্রীর গহনা, উত্তরাধিকারে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতামহীর কাছ থেকে। সে ছিল কলোনি শাসনের সময়। কলোম্বিয়ার সোনার খনির একাংশের মালিকানা ছিল তাঁর পিতামহীর। কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে ওটি পেয়েছিলেন তিনি। আর ঘড়িটা, কাফ্‌লিঙ্ক্‌ এবং টাইক্লিপ তাঁর নিজের। পদকগুলিও অবশ্য তাঁর আগেকার কারু নয়। বললেন, 'এ ধরনের জিনিসের রসিদ কি থাকে কারু কাছে?'

হোমেরো তবুও রাজি হ'ল না। 'তাহলে' প্রেসিডেন্টকে অসন্তুষ্ট শোনালো, 'আমি নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখি।'

বিবেচক ও অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে একে একে অলঙ্কারগুলি তুলতে থাকলেন তিনি। বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, তুমি আমার প্রিয়পাত্র হোমেরো, তোমাকে বলি, গরীব হ'য়ে যাওয়া প্রেসিডেন্টের মতো গরীব আর কেউ হয় না। এমন কি এখন বেঁচে থাকতেও ঘৃণা হয়।' সেই মুহূর্তে তিনি হোমেরোর হৃদয় স্পর্শ করলেন। হোমেরো তার অস্ত্র নামিয়ে নিয়েছে।

লাজারা সেদিন অনেক রাত ক'রে বাড়ি ফিরেছে। দরজা থেকেই সে দেখেছে, মার্কারির আলোয় বিছানার উপরে গহনাগুলি ঝকঝক করছে। তার

মনে হচ্ছিল বিছানার উপরে একটা কাঁকড়াবিছে দেখছে সে।

'এতটুকু বুদ্ধি নেই তোমার? এগুলো এখানে এনেছ কেন?' ভীত স্বর লাজারার।

হোমেরোর ব্যাখ্যা শুনে সে আরও ভয় পেয়েছে। ব'সে পড়ে গহনাগুলো একটি একটি ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখল, যেমন ক'রে জহুরি দেখে কোনো গহনা। তারপর একসময়ে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এ যে বিরাট সম্পত্তি।' ব'লে, ব'সে প'ড়ে সে হোমেরোর দিকে তাকাল। কিন্তু উভয়সংকট থেকে কী ক'রে মুক্তি পাবে বুঝতে পারল না।

'ভুক্তোরি', সে বলল, 'কী ক'রে আমরা বুঝব যে ভদ্রলোক সব সত্যি বলেছেন?'

'কেন নয়?' হোমেরো বলল। 'এই তো দেখে এলাম উনি ওর জামা কাপড় নিয়ে কাচেন। ঘরের মধ্যে দড়ি টানিয়ে শুকুতে দিয়েছেন, আমরা যেমন করি।'

'তার কারণ, ওঁর দৃষ্টিই নীচের দিকে।'

'অথবা গরীব উনি', হোমেরো বলল।

লাজারা গহনাগুলো আবার পরীক্ষা ক'রে দেখল। কেননা সেও বিভ্রান্ত হয়েছে। এবং তাই, পরদিন সে তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি প'রে নিল, সবচেয়ে দামী ব'লে মনে হ'ল যে গহনাগুলো তা পরল, সমস্ত আঙুলে আংটি পরল, যতগুলি পারা যায়, এমন কি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেও। দু'হাতে পরল ব্রেসলেট, সবগুলো। তারপর বেরুল সেগুলো বিক্রি করতে। 'দেখা যাক, লাজারা ডেভিসের কাছে কে রসিদ চায়,' উচ্চহাসি তুলে গট্‌গট্ ক'রে বেরুতে বেরুতে সে বলল।

ঠিক অলঙ্কারের দোকানটিই সে বেছে নিয়েছে। তেমন দামী নয়, তবে জাঁকজমক আছে। সে জানত এসব দোকানে লোকেরা কেনাবেচার সময়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করে না। ভিতরে ঢুকল ভয়ে ভয়ে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে।

সান্ধ্যপোশাক পরা একজন রোগামতো ফ্যাকাশে চেহারার বিক্রেতা নাটকীয়-ভাবে নীচু হয়ে তাকে অভিবাদন করল। তার হাতে চুমু খেল, তারপর জিজ্ঞাসা করল কীভাবে সে তাকে সাহায্য করতে পারে। দোকানে সর্বত্র আয়না এবং তীব্র আলো জ্বলছিল ভিতরে। তাই দিনের চেয়েও উজ্জ্বল লাগছিল ভিতরটা। সমস্ত দোকানটিকেই, মনে হচ্ছিল, হীরে দিয়ে গড়েছে। লাজারা ক্লার্কটির দিকে তাকালই না। তার ভয় ছিল পাছে ফাঁকিটা সে ধরে ফেলে। তাকে অনুসরণ ক'রে সে দোকানের পিছন দিকে চলে গেল।

দুই পকেটস ডেস্ক ছিল তিনটি, কাউন্টারের কাজ করত সেগুলি। সেখানে তাকে বসতে বলা হ'ল। ডেস্কের উপরে একটা ধবধবে পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে দিল লোকটি। তারপরে লাজারার বিপরীতে ব'সে সে অপেক্ষা করতে থাকল।

'কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন।'

লাজারা আংটি, ব্রেসলেট, নেকলেস, দুল যেসব সে প্রকাশ্যেই প'রে এসেছিল, সেগুলো সমস্ত খুলে ফেলল। তারপর দাবার বোর্ডের ছকবসানো টেবিলের উপরে তাদের রাখল। বলল, সে এদের প্রকৃত দাম কী জানতে চায়। জহুরি একটা কাচ তার বাঁ চোখের সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের নীরবতা নিয়ে অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা করতে থাকল। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখে, পরীক্ষা করতে করতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?' এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না লাজারা।

'আঃ! সেনর, অনেক দূর থেকে।'

'আমি তা বুঝতে পেরেছি', সে বলল। ব'লে সে আবার চুপ। লাজারার সাংঘাতিক সোনালি চোখদুটি কঠিন দৃষ্টিতে তাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। জহুরি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে দেখছিল হীরের টায়রাটা এবং অন্য গহনাগুলি থেকে সেটি আলাদা ক'রে রেখেছিল। লাজারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপনি কন্যারাশি, সন্দেহ নেই', লাজারা বলল।

জহুরি তার পরীক্ষার কাজ থেকে চোখ সরাল না। বলল, 'কী ক'রে জানলেন?'

'আপনার ধরণ দেখে,' লাজারা উত্তর দিল।

কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত লোকটি কোনো মতামত দিল না এবং শুরুতে যেমন করেছিল, তেমনি শিষ্টতার সঙ্গে সাবধানে তাকে সম্বোধন ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কোথাকার?'

'এগুলো আমার দিদিমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি', লাজারা বলল। তার কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় টানটান।

'গতবছর পারামারিবোয় সাতানব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন তিনি।' জহুরি শুনে চোখে চোখে তাকাল তার দিকে, 'আমি খুব দুঃখিত।' সে বলল।

'কিন্তু এদের শুধু সোনাটার দাম পাওয়া যাবে', ব'লে টায়রাটা আঙুলের ডগায় তুলে ধ'রে দেখল। উজ্জ্বল আলোতে ঝক্‌ঝক্ করছিল সেটি। বলল, 'এটি বাদ দিলে। এটি খুব প্রাচীন ইজিপ্সীয় জিনিস ব'লে মনে হচ্ছে। হীরেগুলোর

অবস্থা ভালো নেই, নাহলে এটি মহামূল্য জিনিস হ'ত। যাই হোক, এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিন্তু অন্য গহনাগুলির সমস্ত পাথরই, গোমেদ, পান্না, চুনী, প্রবাল, প্রত্যেকটি, একটিও ব্যতিক্রম নয়, নকল। আসলগুলি নিঃসন্দেহে ভালো ছিল।'

জহুরি গহনাগুলি ফিরিয়ে দেবার জন্য তুলতে থাকল। 'কিন্তু তারা পুরুষানুক্রমে এত হাত বদল করেছে যে আসল পাথরগুলো সেই সময়ে হারিয়ে গেছে এবং বদলে সেখানে সস্তা কাচ দেওয়া হয়েছে।'

লাজারো ভীষণ ঝিমঝিমা বোধ করল। ভারী নিঃশ্বাস নিল। আতঙ্ক বোধ করছিল সে, দমন করল। বিক্রেতা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এরকম হয় অনেক সময়।'

'জানি আমি', লাজারো আশ্বস্ত হয়ে নিয়ে বলল। 'এইজন্যেই এগুলো থেকে আমি অব্যাহতি পেতে চাইছি।'

সে অনুভব করল তার অবস্থা গম্ভীর। আবার সে স্বরূপে ফিরে এল। আর সে দেরি করল না। কাফলিঙ্কগুলো, পকেট ঘড়ি, টাইক্লিপ, রুপো ও সোনার পদক এবং প্রেসিডেন্টের অবশিষ্ট ব্যক্তিগত ছোট খাট গহনাগুলো তার হাতব্যাগ থেকে বের ক'রে সেগুলোও টেবিলের উপরে রাখল।

'এগুলোও?' জহুরি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, সব', বলল লাজারো।

এমন নতুন সুইস ফ্রাঁতে তাকে দাম দেওয়া হ'ল যে মনে হচ্ছিল কালিটা তখনও টাটকা, তার আঙুলে না লেগে যায়। বিলগুলো সে গুনে নিল না। সমান সসম্ভ্রম ভদ্রতার সঙ্গে জহুরি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কাচের দরজাটা যখন তাকে খুলে ধরল, তখন একটু দাঁড় করিয়ে তাকে বলল, 'সেন'রা একটা কথা বলি, আমি কুম্ভরাশি।'

সেদিন সন্ধ্যার প্রথম দিকেই লাজারো ও হোমেরো টাকাগুলো নিয়ে হোটেলে গেল। আবার হিসেব ক'রে দেখা গেল, এখনও কিছু টাকা কম পড়ছে। প্রেসিডেন্ট তখন তাঁর বিয়ের আংটি, ঘড়ি এবং চেইন, কাফলিঙ্ক এবং টাইক্লিপ, যেগুলো তিনি প'রে ছিলেন, সেগুলো খুলে খুলে বিছানার উপরে রাখতে লাগলেন।

লাজারো আংটিটা ফিরিয়ে দিল। 'এটা নয়,' সে বলল। 'এরকম স্মৃতিচিহ্ন বেচা যায় না।'

প্রেসিডেন্ট মেনে নিলেন সেকথা। আংটিটা তিনি তাঁর আঙুলে পরলেন আবার। লাজারা ঘড়িটা এবং তার চেইনও ফিরিয়ে দিল। 'এটাও না,' সে বলল।

প্রেসিডেন্ট এবার আপত্তি তুললেন। কিন্তু লাজারা থামিয়ে দিল তাঁকে। বলল, 'সুইৎজারল্যাণ্ডে ঘড়ি কে বিক্রি করতে যাবে?'

'আমরা তো করেছি বিক্রি।'

'হ্যাঁ', লাজারা বলল, 'ঘড়ি নয়, আমরা সোনাটা বেচেছি।'

'এটাও সোনার', প্রেসিডেন্ট বললেন।

'সোনার, তবে অপারেশন না করালেও চলবে আপনার, কখন কটা বাজল তা না জানলে চলবে না।' লাজারা উত্তর দিল।

তাঁর সোনার ফ্রেমের চশমাও লাজারা নেবে না। যদিও আর একজোড়া কচ্ছপের খোলের চশমা তাঁর রয়েছে। সে তার হাতে জিনিসগুলি ওজন ক'রে দেখল, তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলল, 'এতেই হ'য়ে যাবে।'

চলে আসার আগে সে প্রেসিডেন্টের শুকুতে দেওয়া ভেজা কাপড়গুলি তাঁর বিনা অনুমতিতেই সঙ্গে নিয়ে নিল, তাঁর নিজের বাড়িতে শুকিয়ে ইস্ত্রি ক'রে দেবে ব'লে। তারা একটা মোটর স্কুটারে ক'রে বাড়ি ফিরছিল। হোমেরো চালাচ্ছিল, লাজারা দুহাতে হোমেরোর কোমর জড়িয়ে ধ'রে পিছনে বসেছিল। রক্তিম বেগুনি গোধূলিতে তখন কেবল রাস্তার আলোগুলো জ্ব'লে উঠেছে। গাছের শেষ পাতাটিও হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। গাছগুলোকে দেখাচ্ছিল ন্যাড়া, ফসিলের মতো। রাস্তায় সঙ্গীতের ধারা বইয়ে দিতে দিতে একটা গুণটানা ট্রাক রোণের ধার দিয়ে চ'লে গেল; পুরোদমে তাতে রেডিওতে বাজছিল জর্জেস বাসেনস্‌এর গান : Mon amour tiens bien la barre, le temps va passer par lã, et le temps est un barbare dans le genre d' Attila ; par lã oũ son cheval passe l'amour ne repousse pas.

নীরব ছিল হোমেরো আর লাজারা। গান শুনে তারা অভিভূত। তাদের স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল হায়াসিন্থ ফুলের গন্ধ। কিছুক্ষণ পরে লাজারার মনে হ'ল দীর্ঘ নিদ্রা থেকে সে জেগে উঠল।

'যেতে দাও।'

'কী?'

'বেচারা বুড়ো মানুষ,' লাজারা বলল, 'কী জঘন্য জীবন বেচারার।'

...

পরের শুক্রবার সাতই অক্টোবর প্রেসিডেন্টের অপারেশন হ'ল সাতঘণ্টা ধ'রে। তখনকার মতো মনে হ'ল আগের মতোই অন্ধকারে থেকে গেল ব্যাপারটা। সত্যি কথা বলতে কি জানা যে গেল তিনি বেঁচে আছেন, সেটাই সান্ত্বনা। দশ-দিন পরে অন্যান্য রুগীরা যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে দেওয়া হ'ল তাঁকে। হোমেরো ও লাজারা তাঁকে দেখতে যাবার অনুমতি পেল। তিনি আর আগের মানুষটি নেই, দেখল তারা। সাজ-সজ্জা নেই, দেহ শীর্ণ। এলোমেলো পাতলা ক'টি চুল বালিশের ছোঁওয়া লাগলেও খ'সে পড়ছে তাঁর পূর্বতন অস্তিত্বের মধ্যে আছে কেবল তাঁর হাতদুটির কোমল মাধুর্য। তিনি যখন অস্থিবিশারদদের দেওয়া দুটি লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করছিলেন, হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য। লাজারা হাসপাতালেই থেকে গিয়েছিল। রাত্রে তাঁর বিছানার পাশে থেকেছে, যাতে প্রাইভেট নার্সের খরচ বেঁচে যায়। সেই ঘরের অন্যান্য রুগীদের মধ্যে একজন, তার প্রথম রাতটা মৃত্যুভয়ে চিৎকার ক'রে কেঁদেছে কেবলই। সেই শেষহীন রাতগুলি প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে লাজারার শেষ আপত্তিও সরিয়ে দিল।

জিনিভায় আসার পর তখন চারমাস পূর্ণ হয়েছে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। প্রেসিডেন্টের যে সামান্য সম্পত্তি ছিল তার যত্নবান তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা নিয়ে হোমেরো হাসপাতালের বিল শোধ করল। নিজের অ্যাম্বুলেন্সে ক'রে তাঁকে নিজের বাড়িতেই নিয়ে এল। ন'তলায় তাঁকে তুলে দিতে সাহায্য করল তাঁর সহকর্মীরা। ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে তার জায়গা করা হ'ল, এদের দিকেই আগে কখনও চেয়ে দেখেননি তিনি। ধীরে ধীরে তিনি ফিরে এলেন বাস্তবে। যে সমস্ত ব্যায়াম তাঁকে আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে বলে শুনেছিলেন, সামরিক নিয়মনিষ্ঠায় তাদের অনুশীলন ক'রে যেতে থাকলেন। তারপর, কেবল ছড়ির সাহায্যটুকু নিয়েই হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর পুরনো দিনের ভালো পোশাকটি পরেও তাঁকে আর আগের মানুষটির মতো দেখাচ্ছিল না, কী চেহারায়, কী আদবকায়দায়। শীত আসছে এই ভয়ে, শীত এবার তীব্র হবে জানা গিয়েছিল, এবং এই শতকের সবচেয়ে দুঃসহ শীতই পড়েছিল সেবার, তিনি ঠিক করলেন দশই ডিসেম্বর মার্সেলেস থেকে যে জাহাজটি ছাড়বে তাতে ক'রে বাড়ি ফিরে যাবেন। ডাক্তারেরা কিন্তু তাঁকে তাঁদের তত্ত্বাবধানে আরও কিছুদিন থেকে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শেষ মুহূর্তে দেখা গেল টিকিটের পয়সায় কম পড়ছে। স্বামীকে গোপন ক'রে লাজারা চেষ্টা করল বাচ্চাদের সঞ্চয় থেকে আর একবার কিছু তুলে নিতে। সেখানেও দেখা গেল যা থাকবার কথা ছিল, তা নেই। হোমেরো তখন সত্য উদ্ঘাটন করল। লাজারাকে না জানিয়ে সেখান থেকে নিয়েই সে হাসপাতালের বিল শোধ করেছিল।

লাজারা হাল ছেড়ে দিয়েছে, 'ঠিক আছে, ওকে না হয় আমাদের বড় ছেলে বলেই ভাবলাম।'

এগারই ডিসেম্বর প্রচণ্ড বরফঝড় শুরু হ'ল। তারই মধ্যে মার্সেলেসের ট্রেনে তাঁকে তুলে দিল তারা। বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত তারা জানতে পারেনি, ছেলে-মেয়েদের ঘরে রাতের টেবিলে একটি চিঠি লিখে রেখে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। বারবারার জন্য তাঁর বিয়ের আংটিটি রেখে গেছেন। আর তাঁর লোকান্তরিত স্ত্রীর বিয়ের ব্যাণ্ড, যেটি কখনই তিনি বিক্রি করবেন ব'লে ভাবেন নি, সেটি এবং চেইনসহ ঘড়িটি লাজারোর জন্য। সেদিন ছিল রবিবার। কয়েকজন ক্যারিবিয়ান প্রতিবেশী গোপন সংবাদটি জানতে পেরে কর্ণাভিন স্টেশনে এসেছে ভারাক্রুজ থেকে, বীণাযন্ত্রের ব্যাণ্ড বাজিয়ে। দামী দুর্বৃত্তদের গায়েই মানায় এমন একটা দামী ওভারকোট পরেছিলেন তিনি এবং সেটি প'রে হাঁপাচ্ছিলেন। তার প'রে-ছিলেন একটা লম্বা নানারঙের স্কার্ফ। ওটি লাজারার। বাতাস সেদিন কশাঘাতের মতো লাগছিল গায়ে। তিনি শেষ গাড়িটির ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই প্রবল বাতাসে টুপি নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিলেন। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, হোমেরোর খেয়াল হ'ল প্রেসিডেন্টের ছড়িটি তার হাতে। দৌড়তে দৌড়তে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে এসে সজোরে সেটা সে ছুঁড়ে দিল, যাতে প্রেসিডেন্ট সেটা ধরতে পারেন। কিন্তু ছড়িটি চাকার তলায় প'ড়ে ভাঙল। ভয়ানক এক মুহূর্ত সেটি। শেষ যে দৃশ্যটি লাজারা দেখেছিল, তা হ'ল, কাঁপা কাঁপা হাত এগিয়ে দিয়ে তিনি ধরতে চেষ্টা করছেন ছড়িটা, কিন্তু সেখানে তাঁর হাত পৌঁছচ্ছে না। বাতাসের টানে তিনি প্রায় বাইরে এসে গেছেন। কণ্ডাক্টার তাঁকে, সেই বরফে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত বৃদ্ধকে তাঁর স্কার্ফ ধ'রে টেনে ভিতরে নিয়ে বাঁচিয়ে দিলে। মারাত্মক-ভাবে ভীত হ'য়ে লাজারা ছুটে এসেছে তার স্বামীর কাছে। সে হাসতে চেষ্টা করছিল। আসলে কাঁদছিল।

'হে ভগবান', সে চিৎকার ক'রে বলল, 'কে মারবে এমন মানুষকে?'

প্রেসিডেন্ট স্বগৃহে ফিরলেন নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে। ধন্যবাদ জানিয়ে যে

দীর্ঘ টেলিগ্রামটি তিনি পাঠিয়েছিলেন, তাতে তা-ই লিখেছিলেন। তারপর এক-বছর তাঁর কোনো সংবাদ নেই। অবশেষে তাঁরা এক হাতেলেখা চিঠি পেল ছ'মাস পর। সে চিঠিতে তাঁকে লাগছিল অপরিচিত কেউ। লিখেছেন, ব্যথাটা ফিরে এসেছে তাঁর, আগের মতোই তীব্র ও নিয়মিত। কিন্তু তিনি স্থির করেছেন গ্রাহ্য করবেন না। জীবন যে রকম অবস্থায় তাঁকে রেখেছে, মেনে নেবেন তা। সেভাবেই বাঁচবেন। কবি আইমে সিজারে তাঁকে আর একটি ছড়ি দিয়েছেন, তাতে মাদার অব পার্ল খচিত। তবে তিনি ঠিক করেছেন সেটি তুলে রাখবেন। ছ'মাস যাবত তিনি মাংস খেতে শুরু করেছেন এবং সবরকমের শেলফিসও। দিনে এখন তিনি কুড়ি কাপ পর্যন্ত খুব কড়া কফিও খাচ্ছেন। তবে কাপের তলানিতে আর ভাগ্যলিপি দেখার চেষ্টা করেন না। কেননা ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়নি। যেদিন তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়স পূর্ণ হ'ল, সেদিন কয়েক গ্রাস অসাধারণ মার্তিনিক রামও খেয়েছেন তিনি। তাঁব সহ্য হয়েছে। তিনি আবার ধূমপান শুরু করেছেন। খুব বেশি যে সুস্থ আছেন তা নয়, তবে অসুস্থও নন।

যাইহোক, তাদের কাছে এই চিঠি লেখার আসল উদ্দেশ্য, তিনি তাদের জানাতে চাইছিলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। তাঁর পরিকল্পনা ছিল জাতির পূর্ব-গৌরব পুনরুদ্ধারে দেশে এক নতুন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন। সেই কারণেই তাঁর দেশে ফিরে আসা। তাতে যদি এমন হয় যে আর দশজন বৃদ্ধের মতো বার্ধক্যের শেষ শয্যায় শুয়ে তাঁর মৃত্যু হল না, শুধু এইটুকু গৌরবই তাঁর কপালে জুটল, তবে সেকথা মনে করেই তিনি খুশি।

চিঠি শেষ করেছেন একথা জানিয়ে যে ভালোই হয়েছিল, তিনি জিনিভায় গিয়েছিলেন।

মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পেশাদার প্রতিষ্ঠান থেকে লোকটি এমন যথাসময়ে এসে পড়ল, মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ তখনও বাথরোব ছাড়েন নি, চুলগুলি আঁটা ছিল কুঞ্চিত করার ক্লিপ দিয়ে। যেটুকু সময় পেয়েছেন তাতে কানের পাশে একটা গোলাপ গুঁজে নিতে পেরেছেন কেবল। এইটুকু করলেন যদি তাতে একটু আকর্ষণীয় দেখায় তাঁকে, কেননা নিজেকে তাঁর মনে হচ্ছিল বিশ্রী দেখাচ্ছে। দরজা খুলে যখন দেখলেন যে এসেছে সে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের তথাকথিত কর্মচারীর মতো নয়, চেকজ্যাকেট আর নানারঙের পাখির ছবি-অলা টাইপরা একটি নিরীহ যুবক সে, তখন নিজের চেহারার কথা মনে ক'রে আরও বেশি আপসোস হ'ল তাঁর।

যুবকটির গায়ে ওভারকোট ছিল না, বার্সেলোনার বসন্তকে কিন্তু বিশ্বাস নেই। এর বায়ুতাড়িত তির্যক বৃষ্টির কথাও আগে থেকে কিছু বলা যায় না। এবং এই কারণেই শীত ঋতুর চেয়ে অনেক বেশি অস্বস্তিকর এই আবহাওয়া। মারিয়া দস প্রাজেরেস্ একসময়ে কতজনকেই তো সময় অসময় বিবেচনা না করে সাদরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন তাঁর ভারি বিহ্বল লাগল। এমন কখনও হয়নি তাঁর। এখন তাঁর বয়স ঠিক ছিয়াত্তর এবং তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, আগামী খ্রিষ্টমাসের আগেই তিনি মারা যাবেন। তা হ'লেও তিনি দরজাটা বন্ধ ক'রে দিচ্ছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দায়িত্ব নিয়ে আসা লোকটিকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলবেন ভেবেছিলেন, যাতে ঠিকঠাক পোশাক প'রে তৈরি হ'য়ে নিতে পারেন। কিন্তু তখনি তাঁর মনে হ'ল, দরজার বাইরে অন্ধকার জায়গাটিতে শীতে জমে যাবে ছেলেটি। তিনি তাকে ভিতরে ডেকে নিলেন।

'মাপ করবেন, আমি ঠিক তৈরি নেই,' তিনি বললেন। 'কিন্তু আমি তো কাতালোনিয়ায় আছি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হবে, এর আগে কাউকে কখনও এমন সময়মতো আসতে দেখিনি।' একটু কৃত্রিম ও বিশুদ্ধ কাতালান ভাষায় কথা কটি বললেন তিনি, যদিও ভুলে যাওয়া পর্তুগীজ ভাষার রেশটুকু ছিল তাঁর কথায়। বয়স হয়েছে, চুল কুঞ্চিত করার ধাতু-জিনিসগুলিও প'রে আছেন, তবু তিনি

একজন তন্বী সতেজ মুলাটা রমণী। চুলগুলি যদিও এখন দড়ির মতো রুক্ষ এবং চোখদুটি নিষ্করুণ হলেও। অনেকদিন হ'ল পুরুষের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছেন তিনি। রাস্তার আলোয় লোকটির চোখে ধাঁধা লেগেছিল, দেখতে পাচ্ছিল না, সে কিছু বলল না। পাটের তৈরি পাপোষে জুতোর তলা ঘষে নিল, তারপর আনত ভঙ্গীতে তাঁর হাতে চুমু খেল।

'আমাদের সময়কার পুরুষেরা এমন করতেন,' শিলাবৃষ্টির মতো তীব্র হাসি হেসে মারিয়া দস প্রাজেরেস বললেন। তারপরে বললেন, 'বসুন।'

যে কাজে এসেছে সে কাজে নতুন হলেও, মানুষটির জানা ছিল যে সকাল আটটায় এমন সানন্দ স্বাগত সম্ভাষণ একেবারে আশাতীত। বিশেষ ক'রে তেমন হৃদয়হীনা বৃদ্ধার কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই, প্রথম দর্শনে যাকে মনে হয়েছিল আমেরিকাস থেকে পালিয়ে এসেছে পাগলী কোনো। তাই সে দরজা থেকে এক পা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। বুঝতে পারছিল না কী বলবে। মারিয়া দস প্রাজেরেস তখন জানালায় ভেলভেটের ভারি পর্দাগুলো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। এপ্রিলের ক্ষীণ আলো এইবার নিপুণভাবে সাজানো ঘরের সমস্ত কোণে পৌঁছে গেল। ঘরটিকে মনে হ'ল মহার্ঘ প্রাচীন জিনিস বিক্রেতার প্রদর্শনী-কক্ষ, বসবার ঘর নয়। ঘরের জিনিসগুলি প্রতিদিনের ব্যবহারের। জিনিস প্রয়োজনের বেশিও নেই, কমও নেই। প্রত্যেকটি তার যোগ্য জায়গায় এমন নির্ভুল সুরুচির সঙ্গে সাজানো যে এর চেয়ে সুন্দর ব্যবস্থাপনা হয় না। এমন কি বার্সেলোনার মতো প্রাচীন ও বিশিষ্ট শহরেও না।

'মাপ করবেন', সে বলল, 'আমি ভুল জায়গায় এসেছি।'

'তা যদি হ'ত', তিনি বললেন, 'কিন্তু মৃত্যু তো ভুল করে না।'

বিক্রয়ের দায়িত্ব নিয়ে আসা যুবকটি তখন খাবার ঘরের টেবিলের উপরে একখানি নকশা-আঁকা কাগজ মেলে দিল। তাতে এমন অসংখ্য ভাঁজ যে মনে হচ্ছিল এটি জলপথের প্রয়োজনীয় কোনো মানচিত্র। কাগজটিতে নানা রঙের ছক কাটা। প্রত্যেকটি রঙিন ছকে রঙিন ক্রুশচিহ্ন ও সংখ্যা লেখা। এমনি অসংখ্য ক্রুশচিহ্ন ও সংখ্যা। মারিয়া দস প্রাজেরেস দেখলেন বিশাল মন্তজুইখ কবরখানার পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র সেটি। বহুদিন আগেকার এক আতঙ্কের স্মৃতি মনে ভেসে উঠল তাঁর। অক্টোবরের বৃষ্টিতে মানাউসের কবরখানার স্মৃতি। নামহীন কবরগুলির মধ্যে টেপিরেরা জলকাদা ছিটোচ্ছে। অভিযাত্রীদের স্মৃতিস্তম্ভেও, যাদের জানালা ফ্লোরেন্সের রঙিন ছবি-আঁকা কাচ দিয়ে তৈরি। একদিন সকালে,

তখন তিনি খুব ছোট একটি মেয়ে, আমাজনের বন্যায় চারিদিক বীভৎস জলায় পরিণত হয়েছে, মেয়েটি দেখেছিল তাদের বাড়ির উঠোনে শত ভাঙা কফিন ভাসছে। কফিনের ফাটাফুটো দিয়ে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, মৃতের মাথার চুল বেরিয়ে আছে। সেই স্মৃতি মনে ছিল ব'লেই মন্তজুইশের পাহাড়কে তিনি তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল নির্বাচন করেছেন। খুব কাছে ছিল, অনেক বেশি চেনা ছিল সান্‌গারভাসিওর ছোট কবরখানাটি, সেটিকে নয়। 'আমি এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে কখনও বন্যা হবে না', তিনি বললেন।

'বেশ, তাহলে এইখানে' যুবকটি বলল, ম্যাপের মধ্যে জায়গাটিকে একটি নির্দেশক কাঠি দিয়ে দেখিয়ে। কাঠিটি ভাঁজ করা যায়, এটি সে ফাউন্টেনপেনের মতো ক'রে জামার পকেটে রেখেছিল। বলল, 'পৃথিবীর কোনো মহাসাগরই এত উঁচুতে উঠতে পারবে না।'

মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ ম্যাপের রঙিন ও টুকরো কবরক্ষেত্রগুলি মন দিয়ে দেখতে থাকলেন। অবশেষে প্রধান প্রবেশদ্বারটি চোখে পড়ল তাঁর এবং পাশাপাশি স্থাপিত অভিন্ন রকমের অনামা কবর তিনটিও। এখানে গৃহযুদ্ধে নিহত বুয়েনা ভেনতুরা দুরুরাতি এবং অপর দুই সন্ত্রাসবাদী নেতাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। প্রতি রাত্রে কে বা কারা এসে সাদা পাথরের উপরে তাদের নাম লিখে দিত, কখনও পেন্সিল দিয়ে, কখনও রঙ্ দিয়ে বা কাঠকয়লা দিয়ে, কখনও ভুরু আঁকার পেন্সিল দিয়ে বা নেইল পালিশ দিয়ে। আর প্রত্যেক সকালে পাহারাওলা তা মুছে দিত যাতে কেউ না জানতে পারে কোন নির্বাক পাথরের নীচে কে শুয়ে আছে। মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ দুরুরাতির শবযাত্রায় গিয়েছিলেন। সেটি ছিল বার্সেলোনার সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও বিক্ষুব্ধ শবযাত্রা। তাঁর ইচ্ছে হ'ল এই সমাধিটির কাছেই কোথাও হবে তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল।

কিন্তু তেমনটি পাওয়া গেল না। তখন সম্ভবপর ব্যবস্থাটিই মেনে নিলেন তিনি।

'কিন্তু, একটা শর্ত', তিনি বললেন, 'আপনি ঐ ডাকবাক্সের মতো দেখতে পঞ্চবার্ষিকী কুঠুরি যেগুলো, সেগুলোতে আমাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করবেন না যেন।' তারপরে তাঁর মনে হ'ল কী বললে ঠিক হয়। সেই কথা বলেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। বললেন, 'আমাকে শুইয়ে কবর দিতে হবে।'

আসলে কী হয়েছিল, মৃত্যুর আগেই দাম দিয়ে কিনে রাখা যায় এমন সমাধি ব্যবস্থার বিজ্ঞাপন পড়ছিল প্রচুর এবং উত্তরে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল। ফলে নানা

কথা রটাচ্ছিল লোকে। রটাচ্ছিল যে জায়গা বাঁচাবার জন্য এরা দাঁড় করিয়ে কবর দেয়। এ কারণেই ভয় পেয়েছিলেন মারিয়া দস্ প্রাজেরেস এবং তাই তাঁর ঐ সাবধানতা। শুনে দায়িত্বপ্রাপ্ত যুবকটি বলতে শুরু করল, যেন মুখস্থ বলছে, বহুবার আবৃত্তি করেছে, তবে বাহুল্য বর্জন ক'রে সংক্ষেপেই সে বুঝিয়ে দিলে যে ওসব গল্পকথা। কিস্তিতে শোধ করা যাবে এবং মৃত্যুর আগেই কিনে রাখা যাবে নতুন এই সমাধিব্যবস্থাকে হেয় করার জন্য এ হ'ল চিরাচরিত প্রথার অন্ত্যেষ্টি-ব্যবস্থাপকদের দুষ্ট বুদ্ধির তৈরি ডাহা মিথ্যে।

সে যখন কথা বলছিল, দরজায় আস্তে ধাক্কা দিল কে।

তিনবার এবং স্পষ্ট। একটু অনিশ্চয়তা বোধ ক'রে যুবকটি থামল। কিন্তু মারিয়া দস্ প্রাজেরেস ইঙ্গিত করলেন ব'লে যেতে। বললেন, 'কেউ না, নোই এসেছে।'

যুবকটি যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে শুরু করল।

তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্। তবু দরজা খুলবার আগে তিনি চাইলেন মানাউসের সেই কিংবদন্তীতে পরিণত হওয়া বন্যার পর থেকে বহু বছর ধ'রে যে চিন্তাটা তাঁর মনের মধ্যে, তাঁর হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর ও অন্তরঙ্গ অন্তপুরে দানা বেঁধে আছে, তার শেষ মীমাংসা করে নেবেন।

'আমি বলতে চাইছিলাম', তিনি বললেন, 'আমি একটা এমন জায়গা খুঁজছি, যেখানে মাটির তলায় শুয়ে থাকতে পারব, বন্যার ভয় থাকবে না, সম্ভব হ'লে গ্রীষ্মে যেখানে ছায়া দেবে, আর যেখান থেকে কিছু কাল পরেই আমাকে তুলে জঞ্জালের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না।' ব'লে তিনি সামনের দরজাটা খুলে দিলেন।

একটা ছোট কুকুর, জলে সপ্‌সপে ভিজে গিয়েছে, ভিতরে ঢুকল। নেড়ি কুকুরের মতো তার চেহারাটি, বাড়ির কোনো কিছুর সঙ্গেই মেলে না। আশে-পাশে প্রাতঃভ্রমণ সেরে তিনি ফিরছেন। এসেই হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিল। টেবিলের উপরে লাফিয়ে উঠল, খ্যাপার মতো ঘেউ ঘেউ শুরু করল। কর্দমাক্ত থাবা দুটি কবরখানার মানচিত্রের দফা প্রায় রফা করেছিল। কিন্তু গৃহস্বামিনীর এক দৃষ্টিপাতে সব হুটোপুটি স্তব্ধ হ'ল। 'নোই', তিনি ডাকলেন, 'বাইক্সা দি আকি।' তাঁর কণ্ঠস্বরের একটি পর্দাও ওঠেনি, প্রাণীটি সংকুচিত হ'য়ে পিছনে সরে গেল। সভয়ে তাকাল তাঁর দিকে এবং জলজলে দু' ফোঁটা চোখের জল তার চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ তখন আবার দৃষ্টি ফেরালেন বিক্রয়কারীর দিকে। দেখলেন তাকে কেমন অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে।

'এ কী !' সে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'ও কাঁদছিল !'

'আসলে এমন সময়ে এখানে কাউকে আসতে দেখে ও ঘাবড়ে গেছে', মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ নীচু গলায় ক্ষমা চেয়ে বললেন।

'ও যখন বাড়ি ফেরে মানুষের চেয়ে অনেক ভদ্র থাকে ও। কেবল আপনাকে দেখেই অন্যরকম করছে, লক্ষ করলাম।'

'কিন্তু ও কাঁদছিল, যাচ্চলে।' যুবকটি আবার বলল।

তারপরে সে বুঝতে পারল ভদ্রতার শর্ত সে ভঙ্গ করেছে। মুখ লাল ক'রে ক্ষমা চাইল। বলল, 'মাপ করবেন, এমন আমি কখনও দেখিনি, মুভিতেও না।'

'শেখালে সব কুকুরই পারে কাঁদতে', তিনি বললেন। 'কিন্তু ওদের প্রকৃত্যা তা শেখাবেন না। সারা জীবন ওদের এমন সব জিনিস শেখাবেন, যা ওদের ক্ষতি করবে। নির্দিষ্ট জায়গায় নিজস্ব কাজকর্ম করতে শেখাবেন, বাঁধা সময়ে প্লেট থেকে খেতে শেখাবেন। তবু যাতে ওরা আনন্দ পাবে, যা ওদের পক্ষে স্বাভাবিক, তা শেখাবেন না। হ্যাঁ, কী বলছিলাম আমরা ?'

তাদের কথা প্রায় শেষ হয়েছিল। গ্রীষ্মে গাছের ছায়া থাকবে এমন জায়গা পাওয়া গেল না। মেনে নিতে হ'ল। কেননা সমাধিস্থলের যে কটি জায়গায় ছায়া থাকবে সেগুলো সেনাবাহিনীর বড় কর্তাদের জন্য আগে থেকে সংরক্ষিত। তাছাড়া, আগে থেকে টাকা জমা দিয়ে কম দামে কেনার সুবিধে তিনি পেয়েছিলেন, অন্য কোনো শর্ত বা সুবিধের প্রশ্ন সেই জন্যেই ওঠে না।

কথাবার্তা শেষ হ'লে যুবকটি কাগজপত্র গুছিয়ে তার ব্রীফকেসে রেখে, তবেই, তার আগে নয়, ঘরের দিকে নিবিষ্টভাবে চেয়ে দেখল। গৃহসজ্জা ও তার সৌন্দর্যে এমন মোহসঞ্চারী জাদু যে রোমাঞ্চ হ'ল তার। মারিয়া দস্ প্রাজেরেসের দিকে তাকাল সে যেন এই প্রথমবার। 'একটা অনুচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব ?' সে বলল। যুবকটিকে তিনি তখন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছেন।

'নিশ্চয়, শুধু আমার বয়সটা বাদ দিয়ে।' তিনি বললেন।

'আমি কারুর বাড়িতে গেলে তাদের জিনিসপত্র দেখেই ধ'রে নিতে পারি কী তাদের জীবিকা। কিন্তু সত্যি বলতে, এখানে পারছি না। কী আপনার জীবিকা ?'

হাসিতে ফেটে প'ড়ে মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ বললেন, 'আমি বাছা, বার-বণিতা।-কেন, আমাকে আর সে রকম দেখায় না ?'

বিক্রয়কারী যুবকটি লাল হ'য়ে উঠে বলল, 'আমি দুঃখিত।

'আমারই বেশি দুঃখিত হওয়ার কথা।'

দরজায় মাথা ঠুকে যাচ্ছিল ছেলেটির, মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ তার হাত ধ'রে ফেললেন। 'সাবধান, আমাকে ঠিকঠাক কবর দেবার আগে নিজের মাথাটি ভাঙবেন না।'

দরজা বন্ধ ক'রেই তিনি তাঁর ছোট কুকুরটিকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে আদর করতে করতে তাঁর সুন্দর আফ্রিকি গলা মেলালেন পাশের বাড়ির নার্সারি স্কুল থেকে ভেসে আসা শিশুদের গানের সঙ্গে। তিনমাস আগে তিনি স্বপ্ন দেখে-ছিলেন, তিনি মারা যাচ্ছেন। সেই থেকে এই নির্জনবাসের সঙ্গীটি আরও অন্তরঙ্গ হয়েছে তাঁর।

তাঁর যা কিছু আছে মৃত্যুর পরে সেসব কাকে কী দেওয়া হবে, আগে থেকে তিনি তার ব্যবস্থা ক'রে রাখলেন এবং তাঁর মৃতদেহের ব্যবস্থা করলেন এমন যত্নের সঙ্গে যে কারুরই কোনো অসুবিধে হবে না যদি তিনি এখনি মারা যান। জীবিকা থেকে এখন তিনি অবসর নিয়েছেন। তবে তার আগেই অল্প অল্প ক'রে কিছু জমিয়েছিলেন। অবশ্য নিজেকে বঞ্চিত ক'রে নয়। এবং তাঁর শেষজীবনের বাসগৃহ নির্বাচন করেছেন অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত গ্রাসিয়া টাউনটিতে, প্রসারিত হ'তে হ'তে যা এখন বড় শহর। তিনতলায় একটি ভগ্নপ্রায় অ্যাপার্টমেন্ট কিনে নিয়েছেন, যার দেয়ালগুলি নোনা ধরা এবং সবক্ষণই যেখানে সেঁকা হেরিং মাছের গন্ধ। তাছাড়া, ঘরের দেয়ালে সেই সব বুলেটের গর্তও, যুদ্ধের চিহ্ন যেগুলো এবং যে যুদ্ধের পরিণাম গৌরবের নয়।

এ বাড়িতে কোনো দারোয়ান নেই। অবশ্য সমস্ত অ্যাপার্টমেন্টেই বাসিন্দা রয়েছে। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ির কোনো কোনো ধাপ খসে পড়া। মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ রান্নাঘর ও বাথরুম নতুন ক'রে বানিয়ে নিয়েছেন। দেয়াল ঢেকে দিয়েছেন উজ্জ্বল রঙের কাপড়ে মুড়ে। জানালায় খাঁজকাটা কাচ বসিয়েছেন এবং ভেলভেটের পর্দা টানিয়েছেন। তারপরে তিনি নিয়ে এসেছেন অপূর্ব সুন্দর সব আসবাব, কাজের এবং ঘর সাজাবার। এনেছেন সিল্ক ও ব্রোকেডের জিনিস রাখার সিন্দুক। ওগুলো ফ্যাসিস্টরা চুরি করেছিল রিপাব্লিকানদের বাড়ি থেকে, তারা যখন পরাজিত হ'য়ে আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ এবং বাড়ি ছেড়ে পলাতক। গোপন নিলামের বাজার থেকে দরদাম ক'রে তিনি বছরবছর ধ'রে একে একে কিনেছেন সেগুলো। অতীতের সঙ্গে তাঁর একমাত্র যোগসূত্র ছিল কার্দোনার কাউন্টের বন্ধুত্ব। প্রতিমাসের শেষ শুক্রবারে তিনি আসতেন। তাঁর সঙ্গে নৈশাহার করতেন।

খাবার পরে নিরুত্তাপ প্রেমও। কিন্তু যৌবনকাল থেকে গড়া সেই বন্ধুত্ব ছিল গোপনে। কাউন্ট তাঁর পদকচিহ্নিত কোটটি রেখে আসতেন গাড়িতে। আর গাড়িটি থাকত প্রয়োজনের অতিরিক্ত দূরে কোনো জায়গায়। তারপর ছায়ান্ধকারে নিজেকে আড়াল ক'রে হেঁটে উঠে আসতেন মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেসের তিনতলার ঘরে। এই সাবধানতা যেমন কাউন্টের নিজের সম্মান রক্ষার কথা মনে করে, তেমনি মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেসেরও। এ বাড়ির কাউকেই চিনতেন না মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেস্‌। শুধু তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের বিপরীতে যে অল্পবয়সী দম্পতিটি তাদের ন'বছরের মেয়েটিকে নিয়ে থাকত, তাদের বাদ দিলে। তাঁর কাছে ব্যাপারটা খুব অবিশ্বাস্য লাগত, তবু বাস্তবিকই সিঁড়িতে তিনি কাউকে কখনই দেখেন নি।

তাঁর সম্পত্তির যে বিলিব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, তা প্রমাণ ক'রে যে তিনি যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল তাঁর শিকড় পুনর্বাসনে অক্ষম সেই কাতালোনীয়দের সঙ্গে যাদের জাতিগত পরিচয়, তারা শোভন ও সম্মানযোগ্য ভাবে নয়। মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেস্‌ তাঁর কাছের মানুষদের জন্যে রেখে গেলেন তাঁর সামান্য যেটুকু গহনগাঁটি ছিল, তাই। আর তাঁর বাড়ির খুব কাছে যারা থাকত, তাদের জন্যও কিছু।

সব বন্দোবস্ত শেষ হ'লে মনে হয়েছিল সব ক্ষেত্রে তিনি বুঝি সুবিচার করেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে যাদের ভোলা উচিত নয়, তাদের তিনি ভোলেন নি। এমন নির্দিষ্টতার সঙ্গে তিনি তাঁর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করেছেন যে, 'কল দি আরবল'-এর অন্ত্যেষ্টি সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সব-কিছু নিখুঁতভাবে দেখে রাখেন ব'লে যাঁর গর্ব ছিল, তিনিও তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, যখন দেখলেন মধ্যযুগীয় কাতালান ভাষায় মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেস্‌ তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির প্রত্যেকটির নাম, তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যাঁরা হবেন তাঁদের নাম, জীবিকা এবং ঠিকানার পুরো তালিকা, এমনকি তারা তাঁর হৃদয়ে কে কোন জায়গাটিতে আছেন সেকথাও, অর্থাৎ সমস্ত কিছু তাঁর কেরানিদের কাছে ব'লে গেলেন বিস্তারিতভাবে এবং একেবারে নির্ভুল এবং তা বললেন কেবল স্মৃতি থেকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল। এবার থেকে প্রতি রবিবার তিনি হলেন সমাধিস্থলের অসংখ্য দর্শকদের একজন। তাঁর পার্শ্ববর্তী কবরগুলির মতো ক'রে নিজের ভাবী সমাধিস্থলে তিনিও পুষ্পপাত্রে ক'রে সেইসব গাছ লাগালেন, সারা বছর যে গাছে ফুল ফুটবে। নতুন ঘাসে নিয়মিত জল দিলেন, গাছপালা ছাঁটবার

কাচি দিয়ে সমান ক'রে ছেঁটে দিলেন এমন ক'রে যে শেষপর্যন্ত মেয়রের অফিসের কার্পেটের মতো দেখতে হ'ল। জায়গাটার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গেলেন তিনি যে শেষের দিকে ভেবে অবাক হতেন কেন প্রথমে জায়গাটা তার অমন পরিত্যক্ত লাগত।

প্রথম যেদিন তিনি কবরটি দেখতে এসেছিলেন, গেটের সামনে অনাম্য সমাধি তিনটি দেখে তাঁর হৃৎপিণ্ড ধকধক করছিল। কিন্তু তাদের দিকে যে দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখবেন, তা পারলেন না, কেননা অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল পাহারা-ওলাটি। তবে তৃতীয় রবিবার পাহারাওলার মুহূর্তের অসাবধানতার সুযোগে তিনি তাঁর এক সুমহৎ স্বপ্নকে রূপ দিলেন। লিপস্টিক বের ক'রে, তা দিয়ে প্রথমটিতে বৃষ্টিতে ধোওয়া পাথরের উপরে লিখলেন 'তুব্রাত্তি'। সেই থেকে যখনই সুযোগ পেতেন, লিখতেন। কখনও একটি সমাধিফলকে, কখনও দ্বিতীয়টিতেও, কখনও তৃতীয়টিতেও। কখনই তাঁর নাড়ির স্পন্দনে তারতম্য ঘটত না এবং সর্বদাই তাঁর বুক ভ'রে যেত পূর্বস্মৃতির আকৃতিতে।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকের এক রবিবার প্রথম তিনি পাহাড়ের উপরে তাঁর সমাধিটি দেখেছিলেন। তার তিনসপ্তাহ পরে শীতের এক ঝোড়ো বিকেলে তিনি দেখলেন কারা যেন এক যুবতী কনেকে তাঁর সমাধির পাশেই শুইয়ে দিলে। বছরের শেষে দেখা গেল সাতটি সমাধিই ভ'রে গেছে। অল্লায়ু শীত শেষ হ'ল, কিন্তু মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ কোনো অশুভ লক্ষণ দেখতে পেলেন না। কোনো অসুস্থতাও বোধ করলেন না। আর আবহাওয়া যত উষ্ণ হ'য়ে উঠল, ততই শুনতে পেলেন তাঁর খোলা জানালার পথে জীবনের কলরব। তিনি তাঁর স্বপ্নের হেঁয়ালিকে মিথ্যে প্রমাণ ক'রে বেঁচে যাবেন, দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল তাঁর। খুব যখন গরম পড়ে, গ্রীষ্মের সেই সময়টা কার্দোনার কাউন্ট, পাহাড়ে কাটিয়ে আসেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন, পঞ্চাশ বছর বয়সে, যখন যৌবন সচরাচর অলক্ষ থাকে তখনও যৌবনের অধিকারিণী মারিয়া দস্ প্রাজেরেসকে যেমন আকর্ষণীয় দেখাত, এখন তার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়েছেন তিনি।

অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টার পরে অবশেষে মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ নোইকে সেই বিশাল পাহাড়ের অভিন্ন রকমের সমাধির মধ্য থেকে তাঁর ভাবী সমাধিটি চিনিয়ে দিতে সমর্থ হলেন। তারপর শেখাতে থাকলেন কীভাবে সেখানে কাঁদতে হবে। তাঁর মৃত্যুর পরে যেই অভ্যেসে সে যাতে কাঁদতে পারে। অনেকবার তিনি তাকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে তাঁর বাড়ি থেকে কবরখানায় গিয়েছেন, পথের চিহ্নগুলি

দেখিয়ে দেখিয়ে যাতে রায়রাস বাসের পথটি তার মুখস্থ হ'য়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝলেন একলা যাবার ক্ষমতা হয়েছে তার।

শেষ পরীক্ষা নিলেন রবিবার। বিকেল তিনটের সময় তিনি ওর গা থেকে বসন্তকালে ব্যবহারের ভেস্টটি খুলে নিলেন। তার একটি কারণ বাতাসে তখন গ্রীষ্মের ছোঁওয়া লেগেছে। আর একটি কারণ এভাবে গেলে সে অন্যের চোখে পড়বে না। তাকে ছেড়ে দিলেন তিনি। দেখলেন, রাস্তার যে দিকটিতে ছায়া, সেই দিক দিয়েই সে দ্রুত লাফাতে লাফাতে চলেছে। আনন্দে আন্দোলিত তার লেজের তলায় ক্ষুদ্রকায় পশ্চাৎভাগটি আঁট আর বিষণ্ণ লাগছে। কোনোমতে কান্না চেপে রাখছিলেন তিনি। কান্না, তাঁর নিজের কথা ভেবে, তার কথাও। আর, যে কটি বছর তিনি মিথ্যে মোহের ঘোরে কাটিয়েছেন, দুঃখে কাটিয়েছেন, কীভাবে সেই সময়ে সেও তা ভাগ করে নিয়েছিল, সেই কথা ভেবে। শেষে দেখলেন সে ক্যালে মেয়রের মোড় ঘুরল এবং ছুটল সমুদ্রের দিকে। পনের মিনিট পরে তিনি 'প্লাজা দি লেসেপ্স'-এ রায়রাস বাস ধরলেন। তাঁর চেষ্টা ছিল নিজেকে আড়ালে রেখে জানালা দিয়ে যদি দেখতে পান তাকে। এবং পেলেন দেখতে। রবিবারের শিশুদের দলের মধ্যে তাকে দেখাচ্ছিল কেমন দূরের আর গম্ভীর। 'পাস্কো দি গ্রাসিয়ায়' দাঁড়িয়েছিল যানবাহনের নির্দেশ আলো বদলাবার অপেক্ষায়। 'হায় ভগবান।' তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। 'কী নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে ওকে!'

মন্টজুইখের প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা তাঁকে তার জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল। যে সব রবিবারের কথা প্রায়-বিস্মৃত, সেই রবিবারগুলিতে যে শোকসন্তপ্ত মানুষদের তিনি দেখেছিলেন, তাদের নমস্কার জানালেন, যদিও তিনি তাদের যে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন তা নয়। কেমন করে চিনবেন? প্রথম যখন তাদের দেখেছিলেন তার পরে এতদিন কেটেছে, তারা এখন আর শোকের পোশাক প'রে নেই, কাঁদছেও না, সমাধির উপরে যখন ফুল রাখছিল লোকান্তরিত মানুষটির কথা তাদের মনে পড়ছিল কি? কিছুক্ষণ পরে, তারা যখন সকলে চলে গেছে, তিনি শোকজ্ঞাপক একটি শব্দ শুনলেন। গাঙচিলদের তা চমকে দিয়ে গেল। আদিগন্ত সমুদ্রে তাকিয়ে দেখলেন, সাদা একটি সমুদ্রপোত, তাতে ব্রাজিলের পতাকা উড়ছে। মনের মধ্যে একটি বাসনা অনুভব করলেন, এই জাহাজ যদি তাঁর জন্য কোনো চিঠি নিয়ে আসে, এমন কারু কাছ থেকে, পর্নামবুকো জেলে যে তার জন্য প্রাণ দিতে পারত। পাঁচটার একটু পরে, প্রত্যাশিত সময়ের বারো মিনিট আগেই নোই-কে পাহাড়ের উপরে দেখা গেল। ক্লান্তিতে গরমে তার জিভ থেকে লালা

কাঁদছিল। কিন্তু তার কারণটি এক বিজয়ী শিশুর। তাঁর সমাধিতে কাঁদবার কেউ থাকবে না, মারিয়া দস্ প্রাজেরেসের এই আশঙ্কা কেটে গেল সেই মুহূর্তে।

পরবর্তী শরতে কিছু অশুভ পূর্বসংকেত তিনি লক্ষ করলেন। তাদের অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন না, কিন্তু তারা তাঁর মনকে ভারী ক'রে তুলল। কক্স-টেইল কলার-অলা কোটটি গায়ে দিয়ে, কৃত্রিম ফুলে সাজানো টুপিটি মাথায়—অনেক পুরনো দিনের বলে ঐ টুপির ফ্যাশান আবার ফিরে এসেছে—'প্লাজা দেল্ বেলত্'-এর সোনালি অ্যাকাশিয়া গাছের নীচে আবার কফি খেতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর বোধশক্তি আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে। কেন তাঁর মন অশান্ত তা বোঝবার চেষ্টা চলত মনে মনে এবং তিনি খুঁটিয়ে শুনতেন সেই মেয়েদের বক-বকানি যারা রামব্লাসে পাখি বেচে। বইয়ের দোকানে ভদ্রলোকদের কথা বলা-বলিও শুনতেন, যাঁরা বহুবছর পরে এই প্রথম ফুটবল খেলা নয়, এমন কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করছেন। আর দেখতেন যুদ্ধেপঙ্গু অভিজ্ঞ সৈনিকদের গভীর নীরবতা, পায়রাদের দিকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতেন যখন তাঁরা। এবং সর্বত্র তিনি দেখতে পেতেন মৃত্যুর নির্ভুল সংকেত। খ্রিষ্টমাসে অ্যাকাশিয়া গাছগুলিতে রঙিন আলো জ্বালানো হ'ল, অলিন্দ থেকে গান আর আনন্দিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ফুটপাতের কফিখানাগুলিতে ভ্রমণার্থীদের ভীড় বেড়েছে দেখলেন, কিন্তু এই সব উৎসবের মধ্যেও একটা চাপা উদ্বেগ লক্ষ করা যাচ্ছিল। তেমন উদ্বেগ ছিল সন্ত্রাসবাদীরা সমস্ত রাস্তা দখল ক'রে নেবার আগের দিনগুলিতে। মারিয়া দস প্রাজেরেস তো সেই মহৎ আবেগের দিনগুলি দেখেছিলেন, তিনি অস্বস্তি দমন করতে পারছিলেন না এবং এই প্রথম ভয়ের নখর তাঁকে এমন ক'রে ছিন্ন করছিল, যে ঘুম ভেঙে যেত তাঁর। একদিন রাত্রে তাঁর জানালার বাইরে দেশের নিরাপত্তা-রক্ষীরা একটি ছাত্রকে গুলি ক'রে মারল। সে দেয়ালে 'ভিস্‌ক কাতালুনিয়া ইলিয়্যুর' কথাটি লিখেছিল ব'লে। 'হা ঈশ্বর', আতঙ্কে তিনি আপনমনে ব'লে উঠেছিলেন। 'সব কিছু কি আমার সঙ্গে মরতে চলেছে?'

এ ধরণের অস্থিরতা তিনি দেখেছিলেন মানাউসে। তখন তিনি খুব ছোট একটি মেয়ে, প্রত্যুষের পূর্ব মুহূর্তে রাত্রির অসংখ্য শব্দ অকস্মাৎ একসঙ্গে থেমে যেত, জলের স্রোতও যেন রুদ্ধ, সময় ইতস্তত করছে এবং আমাজনের জঙ্গল মৃত্যুর অতল নীরবতায় ডুব দিত। যখন তিনি এইরূপ অপ্রতিরোধ্য উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, এপ্রিলের শেষ শুক্রবার, যথারীতি, কার্দোনার কাউন্ট নৈশাহারে তাঁর বাড়ি এলেন।

তাঁর আলাপটা একটা ধর্মীয় নিয়মের মতো হ'য়ে গিয়েছিল। সময়নিষ্ঠ কাউন্ট্‌ রাত সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে পৌঁছতেন। বিকেলের কাগজে পেঁচিয়ে আনতেন এক বোতল শ্যাম্পেন, যাতে অপরের চোখে না পড়ে। আর আনতেন এক বাক্স-ভর্তি ছত্রাকের আচার। প্রাচীন ও সুরুচিসম্পন্ন কাতালোনীয় পরিবারে তাদের সুখশান্তির দিনগুলিতে যে সমস্ত খাদ্য তাদের প্রিয় ছিল, তা থেকে 'কায়েলোনি অ গ্রাতিন' এবং ছোট মুরগির 'অ জুস' রান্না করতেন মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেস্‌। একটি পাত্রে ক'রে রাখতেন সেই ঋতুর ফল। যখন তিনি রান্নায় ব্যস্ত থাকতেন কাউন্ট্‌ তখন ফোনোগ্রাফে শুনতেন ইতালীয় অপেরার ঐতিহাসিক কোনো অনুষ্ঠান থেকে বেছে নিয়ে। মদের গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে শুনতেন সেটি। রেকর্ড শেষ হ'ত, তাঁর পানও। ধীরে সুস্থে নৈশভোজ ও কথাবার্তা শেষ করতেন তাঁরা। তারপর তাঁরা পুরনো অভ্যেসে প্রেম করতেন, স্থবিরের প্রেম। শেষে তাঁদের দুজনেরই মনে হ'ত, 'এ কী দুর্বিপাক!' সর্বদা মধ্যরাত্রির আগেই কাউন্ট্‌ অস্থির হয়ে উঠতেন। চ'লে যাবার আগে শোবার ঘরের ছাইদানির নীচে রেখে যেতেন পাঁচ পেসেতা। ঐ ছিল মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেসের মজুরি, যখন প্যারালেলোর এক অস্থায়ী হোটেলে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। সময় সবকিছুতে ঘুণ ধরিয়ে দিলেও এতে হাত দিতে পারেনি।

তাঁদের দুজনের কেউ কখনও ভেবে দেখেন নি, তাঁদের বন্ধুত্বের ভিতটি কী? কিছু কিছু আনুকূল্য মারিয়া দস্‌ প্রাজেরেস্‌ পেয়েছেন কাউন্টের বন্ধুত্বের ফলে। কাউন্ট্‌ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কীভাবে কিছু সঞ্চয় করা যায়। যে প্রাচীন জিনিসগুলি তিনি কিনেছিলেন, তাদের মূল্য যে তিনি বুঝতে শিখেছিলেন, তা কাউন্টেরই চেষ্টার ফল। কীভাবে তাদের সাজালে কেউ ধরতে পারবে না যে সেগুলো একদা কেউ চুরি করেছিল, তাতেও কাউন্টের পরামর্শ কাজ দিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা কাউন্ট্‌ই তাঁকে বুঝিয়েছিলেন কীভাবে গ্রাসিয়া প্রভিন্সে তিনি ভদ্রভাবে বার্ধক্য যাপন করবেন। যে পতিতালয়ে তাঁর জীবন কেটেছে, সেখানে তারা বলেছিল, আধুনিক রুচির মাপকাঠিতে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে এখন অবসর নিতে হবে। যেতে হবে সেইখানে, যেখানে অবসরপ্রাপ্ত নৈশবিহারিণীরা থাকেন এবং পাঁচ পেসেতার বিনিময়ে উঠতি তরুণদের শেখান রতিক্রিয়া। কাউন্ট্‌কে তিনি বলেছিলেন তাঁর মা তাঁকে মানাউস পোর্তে বিক্রি করে দেন, চোদ্দ বছর বয়স তখন তাঁর। একটি তুর্কি জাহাজে আতলান্তিক পার হবার সময় তাঁর প্রথম সঙ্গী কী নির্দয়ভাবে ব্যবহার করে তাঁকে। তারপর প্যারালেলোর আলোয়

ভর্তি জলায় তাঁকে ফেলে রেখে চ'লে যায় কপর্দকশূন্য, ভাষাহীন, পরিচয়হীন। দুজনেই তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে তাঁদের মধ্যে মিল কোথাও নেই। তাই, যখন তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন, তখনই তাঁরা সবচেয়ে নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। তবু অভ্যেস এক ধরনের সুখ, তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করার সাহস হ'ত না তাঁদের। জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়েই দুজনে তাঁরা একসঙ্গে অনুধাবন করলেন কী পরিমাণে পরস্পরকে ঘৃণা করেছেন তাঁরা এবং সেইসঙ্গে কি সমান দরদও! এত বছর পরে।

সেদিন একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়েছিল হঠাৎই। কার্দোনার কাউন্ট্ সেদিন 'লা বোহেমে' থেকে লিসিয়া আলবানিজ এবং বেনিয়ামিনো গিগ্‌লির বৈতকণ্ঠে গাওয়া প্রেমসঙ্গীত শুনছিলেন, তখন একটা খবর পরিবেশণ হচ্ছে শুনলেন। রান্না করতে করতে রেডিওতে তা শুনছিলেন মারিয়া দস্ প্রাজেরেস। পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়ে কাউন্ট্ শুনলেন স্পেনের চিরকালের স্বৈরাচারী নায়কের প্রতিনিধি জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো তিনজন বাস্ক্ স্বাতন্ত্র্যবাদীর ভাগ্য স্থির করে ফেলেছেন। তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। শুনে কাউন্ট্ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ড হচ্ছেই?' তিনি বললেন, 'হবে, কদিয়ো একজন সাচ্চা লোক।'

মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ তাঁর রাজগোখরোর মতো জ্বলন্ত দুটি চোখে তাঁর দিকে তাকালেন এবং দেখলেন সোনালি ফ্রেমের চশমার পিছনে শীতল দুটি চোখের তারা. হিংস্র লোলুপ দাঁত, স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত প্রাণীর বর্ণসংকর দুটি হাত। মানুষটি যেমন তেমনই দেখলেন তাঁকে।

'আপনি বরং প্রার্থনা করুন তা যেন না হয়।' মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ বললেন, 'কারণ. তাঁদের একজনকেও যদি গুলি করা হয়, আমি আপনার স্যুপে বিষ মিশিয়ে দেব।'

কাউন্ট্ তো হতবুদ্ধি। বললেন, 'কেন? এমন করবে কেন?' —'করব, কারণ আমিও একজন সাচ্চা বারবনিতা।'

কাউন্ট্ অফ কার্দোনা আর আসেন নি। মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ নিশ্চয় ক'রে বুঝলেন তাঁর জীবনের বৃত্তটি এবার পূর্ণ হ'ল। আগে যা হ'ত তা হ'ল বাসে কেউ তাঁকে বসবার জায়গা ছেড়ে দিলে তাঁর রাগ হ'ত। অথবা রাস্তা পার হ'তে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলে, অথবা সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় তাঁর হাত ধরতে চাইলে। কিন্তু কিছু দিন হ'ল, এসব ক্ষেত্রে তিনি শুধু সম্মতি দিতেই শুরু করেন নি,

এমনটি প্রত্যাশা করতেও শুরু করেছিলেন। এটা তাঁর প্রয়োজন, তুচ্ছ হলেও প্রয়োজন। এই সময়েই তিনি একজন সন্ন্যাসবাদীর কবরে সমাধিস্তম্ভ গড়ার আদেশ দিলেন। তাতে কোনো নাম বা তারিখ লেখা থাকবে না। ঘুমবার সময় এখন আর তিনি দরজায় তালা লাগাচ্ছেন না, ঘুমের মধ্যে তিনি যদি মারা যান, নোই যাতে বাইরে বেরিয়ে খবরটা কাউকে দিতে পারে।

এক রবিবার কবরখানা থেকে ফিরছেন, তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের বিপরীত দিকের ছোট মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। তিনি কিছুটা পথ তাঁর সঙ্গে হেঁটে পার হ'য়ে এলেন। সাদাসিধে সরল একজন ঠাকুমা যেমন করেন, তেমনি ক'রে এটা ওটা বলতে বলতে। তাঁর চোখে পড়ল, মেয়েটি আর নোই দুটি পুরনো বন্ধু যেন, খেলা করছে। 'প্রাজাদেল দিয়ামাস্তেতে' মেয়েটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সে আইসক্রিম খাবে কিনা। এটা তিনি মনে মনে ভেবেই রেখেছিলেন। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; 'তুমি কুকুর পছন্দ কর?' মেয়েটি উত্তরে বলল, 'কুকুর আমি ভালবাসি।'

তখন মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ তাকে সেই প্রস্তাবটি দিলেন বহুদিন ধ'রে যার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি। বললেন, 'আমার যদি কিছু হয়, আমার ইচ্ছে নোইকে তুমি তোমার কাছে রাখ। তবে একটা শর্ত, রবিবারে তাকে ছেড়ে দিতে হবে, এবং তা নিয়ে তুমি ভাববে না। ও জানে, সেদিন কী করবে ও।

মেয়েটি মহাখুশি। মারিয়া দস্ প্রাজেরেসও বাড়ি ফিরলেন এই আনন্দ নিয়ে যে হৃদয়জুড়ে বহুবছর ধরে যে স্বপ্নকে লালন করেছেন তা রূপ নিতে চলেছে। কিন্তু স্বপ্নটা যে ঠিক রূপ নিল তা নয় এবং বৃদ্ধবয়সের ক্লান্তি তার কারণ নয়, মৃত্যুর বিলম্বিত আবির্ভাবও নয়। এতে তাঁর নিজের কোনো হাত ছিল না, জীবন তাঁর জন্য যে ঘটনা ঘটালো এক শীতার্ত নভেম্বরের বিকেলে। তিনি যখন কবরখানা থেকে ফিরছেন হঠাৎ ঝড় উঠল। সমাধি তিনটিতে তিনি নাম লিখেছেন, তারপর নেমে আসছিলেন বাসস্টপের দিকে, এমন সময় প্রবল বর্ষণ তাঁকে আগাগোড়া ভিজিয়ে দিল। একটা দরজার সামনে আশ্রয় নেবার সময়টুকু মাত্র তিনি পেয়েছিলেন। সেই অঞ্চলটা একেবারে জনশূন্য এবং মনে হচ্ছিল অন্য কোনো শহরের। চারিদিকে ভাঙাচোরা গুদামঘর আর ধূলিমলিন কলকারখানা এবং বিশাল বিশাল ট্রেইলর ট্রাক ঝড়ের গর্জনকে যারা অনেক বেশি ভয়াবহ ক'রে তুলছিল। তিনি তখন ভিজে চুপসে যাওয়া কুকুরটিকে শরীরের গরমে গরম ক'রে নিচ্ছেন, দেখলেন ভীড়াক্রান্ত বাসেরা চ'লে যাচ্ছে। ফ্ল্যাগ তুলে খালি ট্যাক্সিও পাশ দিয়ে চলে

গেল। কিন্তু তাঁর বিপন্ন আবেদনে কেউ সাড়া দিল না। তখন অলৌকিক হ'লেও অসম্ভব মনে হবে এমন এক ঘটনা ঘটল। প্রায় শব্দহীন কাপ্‌সা স্টিলরঙের একটা দামী গাড়ি জলময় রাস্তা দিয়ে চ'লে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তার মোড়ে গিয়ে থেমে গেল এবং ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে এল সেইখানে, যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। জানালার কাচগুলো নেমে গেল যেন ম্যাজিকে। এবং গাড়ির চালক তাঁকে লিফ্‌ট্ দিতে চাইল।

'আমি অনেকটা দূরে যাব,' মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ সত্যিকথাই বললেন। 'তবে কিছুটা পথ আমাকে এগিয়ে দিলে উপকার হবে।'

'কোথায় যাবেন বলুন', লোকটি পীড়াপীড়ি করল।

'গ্রাসিয়ায়', তিনি বললেন।

দরজা আপনি খুলে গেল, লোকটি হাতও লাগায় নি।

'আমিও ওই পথে যাব, আপনি উঠুন'. সে বলল।

ভিতরে একটা গন্ধ হিমায়িত ওষুধের। মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ ভিতরে ঢুকতেই অস্বাভাবিক দুর্যোগ ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'ল। শহরের রঙ্‌ বদলে গেল। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি এক অচেনা স্বপ্নের জগতে রয়েছেন. সেখানে সবকিছুই পূর্বনির্দিষ্ট। বিশৃঙ্খল যানবাহনের মধ্য দিয়ে ড্রাইভার তার পথ ক'রে নিচ্ছে অনায়াসে যেন জাদুবলে। মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ এবার কেমন বিবশ বোধ করলেন, তাঁর নিজের অবস্থার জন্য কেবল নয়, অসহায় ছোট কুকুরটির কথা ভেবেও। তাঁর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল বেচারা।

'এটা একটা জাহাজ যেন,' তিনি বললেন। তাঁর মনে হচ্ছিল কিছু একটা বলা দরকার, এ সময়ে বলা যায়, এমন কিছু। 'এমন আমি আগে দেখিনি, স্বপ্নেও না।'

'হ্যাঁ, ভাই। তবে একটা ত্রুটি আছে এটার, এটা আমার নয়।' অদ্ভুত কাতালান ভাষা তার। তারপর একটু থেমে কাস্তিলিয়ান ভাষায় সে যোগ করল, 'আমার সারা জীবনের রোজগার একত্র করলেও এমন একটার দাম উঠবে না।'

'বুঝতে পেরেছি', তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

চোখের কোণে তাকিয়ে ড্যাশবোর্ডের সবুজ আলোয় লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। দেখলেন, কৈশোর কেবল পার হয়েছে সে, ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুলে ভরা মাথাটি। একপাশ থেকে মনে হবে ব্রোঞ্জের তৈরি কোনো রোমীয় মূর্তি। তাঁর মনে হ'ল ছেলেটি রূপবান নয়, কিন্তু লক্ষ করার মতো আকর্ষী শক্তি

তার চেহারার এবং ছেঁড়া শস্তা চামড়ার জ্যাকেটে তাকে তারি মানিয়েছে। ঘরের দরজা দিয়ে সে যখন ঢোকে, শুনতে পেয়ে তার মায়ের বুঝি সুখের সীমা থাকে না। শুধু তার হাত দুটি শ্রমিকের। তা দেখে মানতে হয়, ঐ গাড়ির মালিক সে নয়।

তারপরে পথে তারা আর কোনো কথা বলেনি। তবে মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ অনুভব করছিলেন যে সেও আড়চোখে তাকিয়ে তাঁকে কয়েকবার দেখে নিল। আবার অনুতাপ হ'ল তাঁর। এই বয়সেও বেঁচে আছেন বলে। নিজেকে তাঁর কুৎসিত আর করুণার পাত্র মনে হচ্ছিল। বৃষ্টি শুরু হ'লে পরিচারিকাদের মতো ক'রে একটা শাল মাথার উপরে জড়িয়ে নিয়েছেন। এবং শরৎকালের পরিধেয় শোচনীয় কোটটিই গায়ে ছিল। ওটা বদলে আসার কথা তাঁর মনে ছিল না। তাঁর যে মন জুড়ে ছিল মৃত্যুর চিন্তা।

গ্রাসিয়ায় যখন ঢুকলেন, তখন চারিদিক পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে। রাত্রি নেমেছে, রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ চালককে বললেন কাছের মোড়টিতে তাকে সে নামিয়ে দিক। কিন্তু রাজি হ'ল না সে। সে তাঁর বাড়ির দরজার সামনেই তাকে নামিয়ে দেবে জিদ ধরল। কেবল তা-ই নয়, ফুটপাতে তুলে দিল গাড়ি, যাতে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তিনি ভিজে না যান। কুকুরটিকে প্রথমে ছেড়ে দিলেন মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্। তারপর তাঁর ঐ দেহখানি নিয়ে যতটা মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্ভব গাড়ি থেকে নামলেন। গাড়ির চালককে ধন্যবাদ দিতে পিছন ফিরেছেন, তাঁর চোখে পড়ল, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে পুরুষের দৃষ্টি। দমবন্ধ হ'য়ে এল তাঁর। মুহূর্তকাল বহন করলেন সেই অবস্থাটি। তাঁর কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না, তিনিই কি অপেক্ষা করছেন, নাকি সেই মানুষটি। কীসের প্রত্যাশায়?

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আসতে পারি?' বলিষ্ঠ গলা তার। এবার অপমানিত বোধ করলেন মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্। 'আপনি আমাকে অনুগ্রহ ক'রে পৌঁছে দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞ।' তিনি বললেন। 'কিন্তু সেজন্য আমাকে নিয়ে আপনি পরিহাস করতে পারেন না।'

'পরিহাস কেন করব? আর কার সঙ্গেই বা করব?' কাস্তিলিয়ান ভাষায় গলায় পূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে সে বলল। 'বিশেষ করে আপনার মতো কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে?'

এমন অনেক মানুষ দেখেছেন মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্। এর থেকে অনেক

সাহসী পুরুষকে সর্বনাশের পথ থেকে ফিরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই দীর্ঘজীবনে মনস্থির করতে ভয় পাননি এত।

'আমি কি উপরে আসতে পারি?' তিনি শুনলেন সেই কণ্ঠস্বর একেবারে অপরিবর্তিত।

গাড়ির দরজা বন্ধ না করেই তিনি এগিয়ে চললেন এবং ছেলেটি যাতে নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পারে তাঁর কথা, সেজন্য, কাস্তিলিয়ান ভাষায় বললেন, 'আপনার যা ইচ্ছে।'

গলিতে ঢুকে গেলেন তিনি। রাস্তার আলো সেখানে তেরছা হ'য়ে ঢুকেছে, তাই জায়গাটি স্বল্পালোকিত। তিনি সিঁড়ির প্রথম ক'টি ধাপে উঠে গেলেন। তাঁর পা কাঁপছিল। ভয়ে তাঁর দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল মরবার সময়েই এমন হয়। যখন তিনি তিনতলায় উঠে দরজার বাইরে দাঁড়ালেন, ব্যাগের মধ্যে মরিয়া হ'য়ে খুঁজছেন চাবি, কাঁপছেন, শুনলেন, রাস্তায় গাড়ির দরজা দুটি বন্ধ হ'ল একে একে। নোই তার আগে আগে উঠে এসেছে, ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল সে। 'থাম', উদ্বেগকাতর ফ্যাসফেসে গলায় মারিয়া দস্ প্রাজেরেস্ আদেশ দিলেন, তখন শুনতে পেলেন সিঁড়ির নড়বড়ে ধাপে প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর ভয় হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে তাঁর। মুহূর্তের এক ভগ্নাংশে তিনি অশুভ পূর্বছায়া-ফেলা তাঁর স্বপ্নকে আর একবার বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেন, এই স্বপ্ন যা তিন বছর যাবৎ বদলে দিয়েছে তাঁর জীবন। দেখলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ভুল করেছিলেন তিনি। 'হা ভগবান!' সবিস্ময়ে তিনি বললেন, 'তাহলে, তা মৃত্যু নয়!'

অবশেষে তিনি তালাটা খুঁজে পেলেন অন্ধকারে নিয়মিত পদক্ষেপ শুনতে শুনতে, অন্ধকারে অগ্রসরমাণ কারু ঘন নিশ্বাস শুনতে শুনতে, যে তাঁরই মতো যারপরনাই বিস্মিত। তারপরে তিনি বুঝলেন এত বছর ধ'রে তাঁর অপেক্ষা, অন্ধকারে এত যন্ত্রণাবহন, সেই সবই গ্রহণযোগ্য যদি এই মুহূর্তটি আসে তাঁর জীবনে।

ত্রামাস্তানা

বার্সেলোনার জনপ্রিয় বোকাসিও ক্লাবে আমি একবার মাত্র দেখেছিলাম তাকে, তার মর্মান্তিক মৃত্যুর অল্প ক'ঘণ্টা আগে। তখন সকাল ছটা। সুইডিস যুবকদের একটি দল প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল কাদাকুয়েসে তাকে নিয়ে যাবে ব'লে। তারা চাইছিল সেখানকার অনুষ্ঠান ছেলেটি শেষ ক'রে আসে। সুইডিস যুবকেরা সংখ্যায় ছিল এগার জন, তবে তাদের একজনের থেকে আর একজনকে যে আলাদা ক'রে চেনা যাচ্ছিল তা নয়। কেননা মেয়ে পুরুষ সকলে তারা একরকম দেখতে। সকলে সুন্দর, সকলের পশ্চাদ্দেশ চাপা এবং সকলেরই চুল লম্বা সোনালি। যে ছেলেটিকে তারা পীড়াপীড়ি করছিল তার বয়স বড়জোর কুড়ি। মাথায় নীলচে কালো কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রঙ কপিশ ও সবুজ আভাযুক্ত হলদে, মসৃণ। এমন রঙই হয় ক্যারিবিয়ানদের, তাদের মায়েরা তাদের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে শেখান ব'লে। আর আছে তাদের আরব চোখ। ঐ চোখই পারে সুইডিস মেয়েদের পাগল করে দিতে। এমনকি পারে কোনো কোনো সুইডিশ ছেলেকেও। ওরা ওকে বারের উপর বসিয়ে নিয়েছিল, দেখাচ্ছিল মায়াশ্বরবিশারদের পুতুলের মতো। হাততালি দিতে দিতে জনপ্রিয় গান গাইছিল ওরা যাতে গান শুনে ও ভুলে যায় এবং রাজি হয়ে যায়। আতঙ্ক হচ্ছিল ছেলেটির, সে বোঝাতে চেষ্টা করছিল কেন সে যেতে চাইছে না। এমন সময় দেখা গেল কে একজন সেখানে অযাচিত ঢুকে পড়েছে, চিৎকার ক'রে বলছে ওকে ওদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। একজন সুইডিশ যুবক শুনে তেড়ে এল তাকে। তেড়ে এসেছিল, কিন্তু হাসছিল, হাসিতে ফেটে পড়ছিল। গলা সপ্তমে তুলে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ও আমাদের, ময়লার বাক্স থেকে ওকে আমরা তুলে এনেছি।'

সঙ্গে কজন বন্ধুকে নিয়ে এই ঘটনার অল্প কিছুক্ষণ আগে আমি সেখানে পৌঁছেছিলাম। তার আগে আমরা ছিলাম 'পলোউ দি লা মুসিকা'তে দেভিদ্ অয়িস্‌ত্রাখের শেষ কনসার্টটি শুনব ব'লে। এখানে এসে দেখলাম সুইডিসরা ওর কোনো কথা কানে তুলছে না। দেখে আমি শিউরে উঠলাম। আমি তো জানি ছেলেটি অকারণে অমন করছে না। ওর ছিল একটা পবিত্র বিশ্বাস। কী হয়েছিল,

ও থাকত কাদাকুয়েসে। সেখানে একটি ক্যাশান ছুরন্ত পানশালায় ওকে আন্তিলিয়ান গান গাইবার জন্য ভাড়া করেছিল। গাইছিল ছেলেটি। কিন্তু গতবারের গ্রীষ্মে যেই ত্রামান্তানা শুরু হ'ল, ভয়ে ধরল তাকে। দ্বিতীয় দিনেই পালিয়ে এল সেখান থেকে। প্রতিজ্ঞা করল আর ফিরবে না। ত্রামান্তানা আবার শুরু হোক বা না হোক। তার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল সেখানে ফিরলে সে মরবে। ক্যারিবিয়ানদের স্থির বিশ্বাসের মর্ম বোঝার সাধ্য কী যুক্তিবাদী স্ক্যান্ডিনেভীয়দের? গ্রীষ্ম তাদের উত্তেজিত ক'রে রেখেছিল, আর রেখেছিল সেই সময়কার কড়া কাতালান মদ, মানুষের মনে যত আদিম ইচ্ছেকে যা বুনে দিত।

তার কথা অন্যেরা বোঝেনি। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। কোস্তাব্রাভার তীর ধরে যত ছোট ছোট সুন্দর গ্রাম, কাদাকুয়েস তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর ক'রে রাখাও সেটি। এটি হতে পেরেছে এর সঙ্কীর্ণ হাইওয়েটির জন্য। অতল গহ্বরের পাশ দিয়ে এমন এঁকে বেঁকে উঠে গিয়েছে সেটি যে, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে এখানে কেউ গাড়ি চালাতে পারবে না। যদিই বা চালায় তো তাকে হতে হবে ধীর স্থির মানুষ কোনো। এখানকার অপেক্ষাকৃত পুরনো বাড়িগুলো সবই নীচু ছাদ-অলা এবং সাদা রঙের। ভূমধ্যসাগরতীরের জেলেপল্লীগুলিতে বাড়ি বানাবার এটিই ছিল প্রাচীন ঢঙ্। নতুন বাড়ি যাঁরা বানিয়েছেন, সেই বিখ্যাত স্থপতিরাও গৃহনির্মাণের সেই মৌলিক ও প্রাচীন বিশিষ্টতাকে প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন।

গ্রীষ্মে যখন রাস্তার ওপারের আফ্রিকি মরুঅঞ্চল থেকে তাপ ছড়ায় কাদাকুয়েস তখন এক নারকীয় আড্ডাখানায় পরিণত হয়। ইউরোপের সমস্ত প্রান্ত থেকে তিনমাস ধ'রে কেবলই আসে পর্যটকেরা, যেন এই স্বর্গকে জয় ক'রে নেবে ভেবেছে তারা। এসে এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। সেই বিদেশীদের সঙ্গেও যারা আগেভাগে এসে অল্প দামে বাড়ি কিনে নিতে পেরেছে, ভাগ্যবান। এই সময়টি হ'ল বসন্ত ও শরৎ, সেই দুই ঋতু কাদাকুয়েস যখন সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তবে এ সময়ে ত্রামান্তানার ভয় থেকেও স্বস্তি পায় না কেউ। ত্রামান্তানা হ'ল সেই কর্কশ প্রবল স্থল বাতাস, যা পাগলামির বীজ সঙ্গে ক'রে আনে, এ বিশ্বাস এখানকার আদিবাসীদের এবং কোনো কোনো লেখকেরও যারা শেষপর্যন্ত এই বিষয়টির মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন।

পনের বছর আগেকার কথা। তখনও ত্রামান্তানার অভিজ্ঞতা হয়নি আমার। তাই এই শহর সম্পর্কে আমার আস্থা ছিল খুব গভীর। এক রবিবার, তখন

সময়টা সিরেস্তার, ব্যাখ্যার অতীত এক পূর্বচ্ছায়া পড়ল আমার মনে। মনে হ'ল কিছু একটা ঘটবে। ঝোড়ো বাতাস এসে পৌঁছবার আগেই আমার ইন্দ্রিয়গুলি সে সম্পর্কে কেমন সজাগ হয়ে উঠল। অবসন্ন বোধ করলাম, কেন যে বিমর্ষ লাগল! আমার মনে হচ্ছিল, আমার শিশু দুটি, যাদের কারুরই বয়স তখন দশ হয়নি, চোখে একটা বিরূপতা নিয়ে, সারা বাড়িতে, যখন আমি যেখানে যাচ্ছি, আমাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি দারোয়ান এসে হাজির তার যন্ত্রপাতির বাক্স আর সমুদ্রে ব্যবহারের দড়িদড়া নিয়ে। সে ঘরে এসে ঢুকল দরজা-জানালাগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে রাখবে ব'লে। আমার মনমরা ভাব দেখে অবাক হ'ল না। বলল, 'ত্রামাস্তানা আসছে। এক ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে।'

খুবই বুড়ো মানুষটি। এক সময়ে নাবিক ছিল। সে প'রে থাকত, নাবিকেরা যেমন পরে, বর্ষাতি জ্যাকেট। মাথায় সেই রকমের টুপি এবং মুখে একটি পাইপ। তার গায়ের চামড়া সাত সাগরের নুন লেগে পোড়-খাওয়া। অবসর সময়ে মানুষটি সেই প্রৌঢ় সৈনিকদের সঙ্গে চত্বরে ব'সে বোলিং খেলত, এক সময়ে যারা অনেক যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে হেরেছে। বেলাভূমি ধ'রে যে মদের দোকানগুলি রয়েছে, কখনও কখনও সেইখানে সে ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে বসে মদ খেত, খিদে বাড়ে যে মদ খেলে। তার ছিল গোলন্দাজদের মতো কাতালান ভাষা। সেই ভাষার গুণে সকলকে সে বোঝাতে পারত কী সে বলতে চাইছে। সে গর্ব করত, এই গ্রহের সমস্ত বন্দর সে চেনে। তবে স্থলভাগ তার চেনা নয়। স্থলভাগের কোনো শহরই সে চেনে না। 'এমন কি প্যারিস, ফ্রান্সও নয়, যত প্রসিদ্ধ জায়গাই তারা হোক না কেন।' এই ভাবে সে কথা বলত। পাল তুলে যাবে না এমন যানবাহনে ভরসা ছিল না তার।

গত ক'বছর ধ'রে ভীষণভাবে বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছিল মানুষটি। রাস্তার দিকে আর যেত না। বেশির ভাগ সময়েই দারোয়ানের ঘরে ব'সে কাটাত, বরাবরের মতো নিঃসঙ্গ মেজাজ নিয়ে। একটা পাত্রে ক'রে অ্যালকোহলের ল্যাম্পে নিজের রান্না সে নিজেই ক'রে নিত। ঐ উপকরণই ছিল তার কাছে যথেষ্ট যা দিয়ে অতি বিশিষ্ট সুখাদ্যসমূহ রান্না ক'রে দিয়ে সে আমাদেরও তৃপ্তি বিধান করেছে।

ভোরে উঠে সে বাড়ির প্রতিটি তলায় গিয়ে ভাড়াটেদের দেখাশোনা করত। এমন অমায়িক মানুষ আমি আর একটিও দেখিনি, যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদার এবং যার হৃদয় এমন অকৃত্রিম। এটি কাতালোনীয়দের বৈশিষ্ট্য। খুব কম কথা

বলত সে। যখন বলত, বলত সরাসরি এবং সংক্ষেপে, কেবল যেটুকু বক্তব্য, সেটুকুই। হাতে যখন কোনো কাজ থাকত না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে বসে সে সেই সব ছক ভর্তি করত, যাতে ফুটবল খেলার ফলাফল কী হবে তা লেখা থাকবে। কিন্তু খুব কমই সেগুলি সে ডাকে পাঠাত।

সেদিন যখন দুর্যোগের পূর্বাভাষ পেয়ে সে দরজা-জানালাগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছিল, তখনই ত্রামান্তানা কী তা বলল আমাদের। এমনভাবে বলল যেন ত্রামান্তানা এক ঘৃণ্য রমণী। তবু যাকে বাদ দিলে তার জীবন হবে অর্থহীন। আমি অবাক হলাম। একজন নাবিক সে। সে কেন স্থল বাতাসকে এমন গুরুত্ব দেবে?

'এবার হবে আগেরগুলোর মতো,' সে বলল। সে যা বলল তা শুনে আমাদের ধারণা হ'ল, দিন বা মাসের হিসেবের ধার ধারে না সে। তা দিয়ে সে বছর গোনে না। গোনে ত্রামান্তানা ক'বার ব'য়ে গেল সেই হিসেবে।

'গতবছর দ্বিতীয়বার ত্রামান্তানা শুরু হবার তিনদিন পরে আমার কোলাইটিস্ হ'ল', একবার একথা বলেছিল সে আমাকে। হয়তো সে বলতে চেয়েছিল যে এক একবার ত্রামান্তানা আসে, আর মানুষকে ক'বছরের মতো বুড়ো ক'রে দিয়ে যায়। এই ধারণা তার মনে এমন বদ্ধমূল দেখে আমাদের ত্রামান্তানা সম্পর্কে ঔৎসুক্য হ'ল। ত্রামান্তানা কী তা চোখে দেখার ইচ্ছে হ'ল। কেমন সেই অতিথি এমন সর্বনাশা মোহিনী শক্তি যার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দারোয়ান চলে যেতেই একটা শিস ধ্বনি শুনতে পেলাম। ধ্বনি ক্রমে তীক্ষ্ণ হতে থাকল এবং তীব্র। শেষে ভূমিকম্পের গর্জনের মতো শোনাল। তারপর এল ঝোড়ো বাতাস। প্রথমে দমকা বাতাস মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে। ক্রমে ব্যবধান ক'মে এল। শেষে এমন হ'ল একবারের ঝড় আর ফিরে গেল না, বিরতি দিল না। বইতে থাকল এমন তীব্রভাবে, নিষ্ঠুরের মতো, যে মনে হচ্ছিল সবটাই অপ্রাকৃত। ক্যারিবিয়দের বিপরীতভাবে আমাদের বাড়িগুলো ছিল পাহাড়ের দিকে মুখ ক'রে, হয়তো এই কারণে যে প্রাচীন কাতালোনীয়দের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, সমুদ্র ভালবাসলেও সমুদ্র দেখবার গরজ নেই তাদের। তাই ঝোড়ো বাতাস আমাদের সরাসরি আঘাত করল। ভয় দেখাতে থাকল জানালার দড়িদড়াগুলি উড়িয়ে দেবে।

যা আমাকে সবচেয়ে বিহ্বল করেছিল তা এই যে, চারিপাশ তখনও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এর আগে কখনও এমন দেখায় নি, ভবিষ্যতেও দেখাবে না, এমন সোনালি সূর্য আর অপরাজেয় আকাশ নিয়ে। এমন সুন্দর

যে ভাবলাম বাচ্চাদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে একবার সমুদ্র দেখে আসি। ওরা তো মেক্সিকোর ভূমিকম্প আর ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের ঝড়ের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে, এরকম এক-আধটা ঝড়ে ভয়ের কিছু নেই।

দরোয়ানের ঘরের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে যাবার সময় দেখলাম এক প্লেট বিন্‌স্ আর সসেজ হাতে ক'রে কেমন স্থির হ'য়ে জানালা দিয়ে সে তাকিয়ে দেখছে ঝড়। আমাদের দেখতে পেল না।

যতক্ষণ বাড়ির আড়ালে ছিলাম কিছু বুঝিনি। কিন্তু বাড়ির একটা কোনা পার হ'য়ে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়তেই বাতাসের টানে যেন আমাদের উড়িয়ে নিয়ে চলল। একটা ল্যাম্পপোস্টকে জড়িয়ে ধ'রে থাকলাম আমরা। সেখানেই থাকলাম, সেইভাবে এবং ঐ মহাবিপর্যয়ের মধ্যে নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ সমুদ্র দেখে হতবুদ্ধি, যতক্ষণ না দরোয়ান কজন প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের উদ্ধার করল। অবশেষে আমরা বুঝলাম আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বুদ্ধির পরিচয় হবে যদি আমরা বাড়ির ভিতরেই থেকে যাই যতক্ষণ না ঈশ্বর অন্যরকম ইচ্ছে করেন।

ছদিন পার হ'ল, এবার আমাদের ধারণা হ'ল ঐ বাতাস কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়, আমাদের প্রতি কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ। কেবল আমাদেরই প্রতি। দরোয়ান দিনের মধ্যে কয়েকবারই আসত, আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যেত। আমাদের মানসিক অবস্থা তাকে ভাবাচ্ছিল। সে সঙ্গে ক'রে কিছু মরশুমি ফল নিয়ে আসত আর বাচ্চাদের জন্য আনত ক্যান্ডি। মঙ্গলবার দুপুরে আমাদের এক পরিপাটি ভোজ দিল সে, খরগোশ আর শামুক দিয়ে। ঐটি কাতালোনীয় রন্ধনপ্রণালীর এক শ্রেষ্ঠ অবদান। সে তা রেঁধেছে তার রান্নাঘরের একটি টিনের পাত্রে ক'রে। আতঙ্কে কাটছিল আমাদের দিন, তারই মধ্যে একটা ভোজ হ'য়ে গেল।

বুধবার কোনো কিছু ঘটল না, কেবল ঝোড়ো বাতাস থাকল। ঐ দিনটি আমার জীবনের দীর্ঘতম দিন। কিন্তু মনে হচ্ছিল এ যেন ভোর হবার আগেকার অন্ধকার। মধ্যরাত্রির পরে সকলে একসঙ্গে জেগে গেলাম। চারিদিকে অসীম নিশ্চলতা আমাদের অভিভূত করে রাখল। কেবল মৃত্যুর নিস্তব্ধতাই এমন হ'তে পারে। পাহাড়ের দিকে মুখ ক'রে যে গাছগুলি ছিল, একটি পাতাও তাদের নড়ছিল না। পাহারাওলার ঘরে আলো জ্বলেনি তখনও। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। প্রত্যুষের পূর্বেকার আকাশ, তার উজ্জ্বল তারাগুলি এবং ঝলমলানো

আলো-জ্বলা সমুদ্র উপভোগ করলাম। তখন যদিও পাঁচটা বাজেনি, পর্যটকদের অনেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে এই আনন্দে পাথুরে সমুদ্রবেলাটিতে এসে ভীড় করেছিল। কিছুদিন শান্তিভোগের পরে পালতোলা নৌকোগুলোকে পাল মাস্তুল বক্তিলতা দিয়ে সাজানো হচ্ছিল।

আমরা যখন বেরিয়ে এসেছি দরোয়ানের ঘরে তখনও আলো জ্বলে নি, ঘটনাটাকে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু যখন ফিরে আসি, সমুদ্রের মতো তখনও বাতাসে জ্বলছে ফস্ফরাসেন্ট আলো। কিন্তু দরোয়ানের ঘর অন্ধকার। ব্যাপারটা ভালো লাগল না। দুবার দরজায় টোকা দিলাম, কোনো উত্তর পেলাম না। তখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। আমার বিশ্বাস, প্রথমে আমার ছেলেরাই তাকে দেখতে পেয়েছিল, তাদের আর্ত চিৎকার শুনলাম। বৃদ্ধ দরোয়ানটি, যার নাবিক পরিচয়ের জ্যাকেটে কলারের কাছে একজন বিশিষ্ট নাবিকের তকমা আঁটা, সে ঘরের মাঝখানের বরগায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। ত্রামান্তানার দমকা হাওয়ায় তখনও সে দুলছিল।

আমাদের ছুটির তখন অর্ধেক বাকি। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেই গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম আমরা, আর কখনও ফিরব না এই স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে, যদিও একথা আমরা নিশ্চয় ক'রে জানতাম যে ফিরে আসবার টান আমরা অনুভব করবই। পর্যটকেরা তখন আবার বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। স্কোয়ারে গান বাজছে। কিন্তু দেখা গেল অভিজ্ঞ প্রৌঢ়রা কেউ আর বল-ছোঁড়া খেলায় উৎসাহ পাচ্ছেন না। মার্তিনিস পানশালার ধূলিমলিন জানালা দিয়ে আমরা একনজর দেখলাম ক'জন ভাগ্যবান বন্ধুকে যারা বেঁচে গেছে এবং সেই উজ্জ্বল ত্রামান্তানা-বসন্তে নতুন ক'রে জীবন পেয়েছে। কিন্তু এসব বহুদিন আগেকার কথা।

এই কারণেই বোকাসিওর প্রত্যূষের আগের সেই বিষণ্ণ সময়টিতে আমিই একমাত্র বুঝতে পেরেছিলাম কী সেই আতঙ্ক যেজন্য কাদাকুয়েসে ফিরে যেতে অমন আপত্তি ছিল ছেলেটির। সে যে নিশ্চয় ক'রে জানত, তাহ'লে সে মরবে। কিন্তু সুইডিশদের নিরস্ত করার কোনো উপায় ছিল না। তারা ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে চলল, আফ্রিকি কুসংস্কার থেকে তাকে গায়ের জোরে মুক্ত করবে, এই ইউরোপীয় উদ্দেশ্যে চালিত হ'য়ে। তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গেল। কেউ বাহবা দিচ্ছিল, কেউ ছি ছি জানাচ্ছিল। তারই মধ্যে তারা তাকে ভ্যানে তুলে নিল। আপত্তি জানিয়ে অব্যাহত সে পা ছুঁড়ছিল। মাতালে-ভর্তি ছিল সেই ভ্যান। বেরিয়েছে কাদাকুয়েসের দীর্ঘ পথে পাড়ি দেবে ব'লে।

পরদিন সকালে টেলিফোন আমাকে জাগিয়ে দিল। পার্টি থেকে ফিরে এসে জানালার পর্দা ফেলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কটা বাজে আমার ধারণা ছিল না, কিন্তু শোবার ঘর গ্রীষ্মের ঝকঝকে আলোয় ভ'রে গিয়েছে। ফোনে কাদের উদ্বিগ্ন অপরিচিত কণ্ঠস্বর আমার ঘুম তাড়িয়ে দিল, 'কাল রাত্রে যে ছেলেটিকে ওরা কাদাকুয়েসে নিয়ে গেল, মনে আছে?'

আর কিছু শোনার দরকার ছিল না। শুধু ঐ কথাটি ছাড়া যে আমি যা কল্পনা করতে পেরেছি ঘটনাটি ঘটেছিল তার চেয়েও নাটকীয়ভাবে। কাদাকুয়েসের কাছাকাছি যখন পৌঁছে গিয়েছে তারা, ভয়ার্ত ছেলেটি বুদ্ধিভ্রংশ রক্ষীদলের মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছিল গভীর খাদের মধ্যে।

বরফে তোমার রক্তের দাগ ধ'রে

রাত নামলে তারা যখন সীমান্তে পৌঁছল, নিনা দাকোন্তে অনুভব করল, তার বিয়ের অঙ্গুরী-পরা আঙুল থেকে তখনও রক্ত পড়ছে। সরকারি যে পাহারা-অলাটি কারবাইডের আলোয় তাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করছিল, সে কর্কশ উলের কম্বলে ঢেকে নিয়েছিল তার পেটেন্ট চামড়ার তেকোনা টুপিটি। আর পিরানিজ থেকে ভেসে আসা প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে টাল সামলাচ্ছিল পায়ের। যদিও কূটনীতিক পাসপোর্ট-দুটিতে ত্রুটি ছিল না কোনো, তবু সে লণ্ঠনটা তুলে ধ'রে নিশ্চিত হতে চাইছিল যে ফটোগ্রাফ-দুটির সঙ্গে তাদের মুখের মিল আছে। নিনা দাকোন্তেকে শিশুই বলা যায়, চোখদুটি সুখী পাখির মতো এবং সেই বিষণ্ণ জানুয়ারির প্রায়ান্ধকারেও তার মধুর মতো চামড়ায় উজ্জ্বল ক্যারিবিয়ান সূর্যের আলোকদীপ্তি চমক দিচ্ছিল। চিবুক পর্যন্ত উঁচু যে মিঙ্ককোটে সে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে নিয়েছিল, সমস্ত সীমান্তবাহিনীর সারা বছরের বেতন এক ক'রেও তা কেনা যাবে না। তার স্বামী বিলি সাঞ্চেজ দি আভেলা গাড়িটি চালাচ্ছিল। বয়সে সে তার চেয়ে এক বছরের ছোট এবং প্রায় সমান সুন্দর। একটা পশমি জ্যাকেট ও বেসবল টুপি প'রে ছিল সে। স্ত্রীর থেকে ভিন্নরকমে সে ছিল দীর্ঘদেহী। খেলোয়াড়ের মতো চেহারা তার। তার দৃঢ় চোয়াল নিরীহ গুণ্ডার মতো। কিন্তু যা তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় পরিচয় দিচ্ছিল তা হ'ল রুপোলি মোটর গাড়িটি। মনে হচ্ছিল তার ভিতর থেকে জ্যান্ত কোনো প্রাণীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। ঐ দরিদ্রদশার সীমান্ত অঞ্চলে এমনটা কেউ কখনও দেখেনি। পিছন দিকের সিটে উপচে পড়ছিল একেবারে নতুন কতগুলি সুটকেস আর অসংখ্য তখনও না-খোলা উপহারের বাক্স। আর একটা ছিল তারের বাদ্যযন্ত্র। ঐটি ছিল নিনা দাকোন্তের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মোহ, যা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, যতদিন না সমুদ্রতীরের কোমল দস্যুটির অশান্ত ক'রে দেওয়া প্রেমে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

গার্ড যখন টিকিটের ছাপমারা পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিল, বিলি সাঞ্চেজ তাকে জিজ্ঞাসা করল ওষুধের দোকান কোথাও আছে কিনা, তার স্ত্রীর আঙুলে লাগাবার

জন্য ওষুধ দরকার। বাতাসের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিৎকার ক'রে গার্ডটি জানাল ফরাসি সীমান্তের দিকে 'হেনদায়েতে' খোঁজ নিলে তারা জানতে পারে। কিন্তু 'হেনদায়েতে' গিয়ে দেখা গেল গার্ডেরা পুরোহাতা শার্ট গায়ে, আলোকিত উষ্ণ কাচের সেন্ট্রিবক্সের মধ্যে একটি টেবিলের চারধারে ব'সে, বড় বড় মদের গ্লাসে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে আর তাস খেলছে। তারা শুধু তাকিয়ে দেখল গাড়িটা কত বড়, কী গাড়ি, তারপর হাতের ইঙ্গিতে তাদের ফরাসিদেশে ঢুকে যেতে বলল। বিলি সাঞ্চেজ বেশ কয়েকবার হর্ন বাজাল, কিন্তু গার্ডরা বুঝতে পারেনি যে তাদেরই ডাকছে। তাদের মধ্যে একজন বাতাসের গর্জনের উপরে গলা তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'মার্দে। আলেজ্-ভউস্-এন'। নিনা দাকোন্তে তখন তার কোটটা কান পর্যন্ত তুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বিশুদ্ধ ফরাসিতে গার্ডের কাছে জানতে চাইল কোনো ওষুধের দোকান কোথাও পাওয়া যাবে কিনা। গার্ডের মুখ ভর্তি রুটি, তাই নিয়ে সে উত্তর দিল যে তার তা জানার কথা নয়। এমন ঝড়ে তো নয়ই। ব'লে সে জানালা বন্ধ ক'রে দিল। কিন্তু তখনই সে লক্ষ করেছে ঝলমলে ও সত্যিকারের মিঙ্কজড়ানো মেয়েটিকে। মেয়েটি তার আহত আঙুলটি চুষছিল। তার মনে হ'ল, এমন বিভীষিকাময় রাত্রে সে অলৌকিক কিছু দেখছে। কেননা সেই মুহূর্তে সে মতি বদলাল। সে জানাল যে সবচেয়ে কাছের শহর বিয়ারিৎস্। কিন্তু এখন শীতের মাঝামাঝি, নেকড়ের মতো গর্জন করছে বাতাস, একটু এগিয়ে বেয়ন্নে পর্যন্ত যেতে হবে তাদের, নতুবা কোনো ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না।

'মারাত্মক কিছু হয়েছে?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'না তেমন কিছু নয়', নিনা দাকোন্তে মৃদু হেসে তার হীরের আংটি-পরা আঙুলটি দেখাল। তার ডগায় প্রায় অদৃশ্য এক কাঁটার আঁচড়, গোলাপের।

'একটা কাঁটা ফুটেছিল', সে বলল।

বেয়ন্নেতে পৌঁছনোর আগেই আবার বরফপাত শুরু হ'ল। তখন বড় জোর সাতটা, তারা দেখল রাস্তা এরই মধ্যে জনশূন্য, ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়েছে, সকলেরই দরজা বন্ধ। বেশ কয়েকটি মোড় ঘুরেও তারা কোনো ওষুধের দোকান খুঁজে পেল না। ঠিক করল এগিয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্তে খুশি হ'ল বিলি সাঞ্চেজ। এমন একটা মোটর গাড়ি সে চালাচ্ছে সচরাচর যা চোখে পড়ে না। এমন গাড়ির প্রতি একটা তৃপ্তিহীন আকর্ষণ তার ছিলই। আর তার বাবার ছিল অপরাধবোধ বহু-রকমের এবং ছেলের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য যা প্রয়োজন তার অধিক সামর্থ্য।

যে বেন্টলে গাড়িটি তাকে বিবাহের উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, তেমন গাড়ি এর আগে সে চালায়নি। চালাতে ব'সে এমন তীব্র উল্লাস বোধ করছিল যে যতক্ষণ গাড়ি চালাচ্ছিল ক্লান্তি তাকে ছুঁতে পারছিল না। সে চাইছিল সেই রাতেই সে 'বরদিউক্স' পৌঁছে যায়। সেখানে হোটেল 'স্প্লেন্দিদে' তাদের জন্ত নবদম্পতির স্যুইট ভাড়া করা রয়েছে। কোনো বিরুদ্ধ জোড়ো বাতাস, অথবা আকাশ থেকে ঝরে পড়া কোনো বরফই তাকে থামাতে পারবে না। নিনা দাকোন্তে কিন্তু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, বিশেষ ক'রে মাদ্রিদ থেকে আসতে হাইওয়ের শেষ ভাগটি পার হ'তে গিয়ে। এ পথটি ছিল শিলাবৃষ্টিতে ছিন্নভিন্ন, একটা খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় ধার ঘেঁষে। পাহাড়ি ছাগলেরই পথ ওটি। ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই বেয়নে পার হওয়ার পরেই রক্তপড়া বন্ধ করার জন্ত সে তার অনামিকায় ব্যাণ্ডেজ কিছু দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে চাইল। একটা রুমাল নিল শক্ত ক'রে পেঁচিয়ে, রক্ত তখনও পড়ছিল। তারপরেই গভীর ঘুমে ডুবে গেল সে। যখন প্রায় মধ্যরাত্রি, বরফপড়া বন্ধ হয়েছে, পাইনের বনে হঠাৎই থেমে গেছে বাতাস, পশুচারণ খেতের উপরে আকাশে জমাট বেঁধে আছে তারার দল, তখনই প্রথম তা লক্ষ করল বিলি সাঞ্চেজ। সে তখন বরদিউক্সের ঘুমন্ত আলোগুলি পার হয়ে এসেছে। ট্যাঙ্ক ভ'রে নেবার জন্ত একবার শুধু হাইওয়েতে একটা স্টেশনে থেমেছিল, কেননা একবারও না থেমে একটানা প্যারিস পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার শক্তি তখনও ছিল তার। পঁচিশশো পাউণ্ডের বিশাল খেলনাটি নিয়ে সে এমন মশগুল ছিল যে একবারও তার মনে হয়নি, তার পাশে যে দীপ্তিমতী প্রাণীটি ঘুমুচ্ছে, যার অনামিকার ব্যাণ্ডেজ ভিজে গিয়েছে রক্তে, এবং যার কিশোরী বয়সের স্বপ্ন সেই প্রথম অনিশ্চয়তার বিদ্যুৎচমকে ছিন্ন হচ্ছে—সেও কি তারই মতো ভাবছে!

দশহাজার কিলোমিটার দূরে কার্তাজেনা দি ইন্দিয়াসে তিন দিন আগে ছেলেটির বাবা-মাকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে, মেয়েটির বাবা-মার আশাভঙ্গ ক'রে এবং আর্চবিশপের আশীর্বাদ নিয়ে তাদের বিয়ে হয়। একমাত্র তারাই জানত এ বিয়ের প্রকৃত ভিতটি কীভাবে তৈরি হ'ল অথবা এই অভাবনীয় প্রেমের উৎস কী। বিয়ের তিনমাস আগে এক রবিবার সমুদ্রের ধারে এর সূত্রপাত। মার্বেলা সমুদ্রবেলায় বিলি সাঞ্চেজ তার দলবল নিয়ে মেয়েদের সাজঘরে ঢুকে সব তছনছ করছিল। অষ্টাদশী নিনা সবে সুইৎসারল্যাণ্ডের 'সেইন্ট ব্লেইস'-এর 'চাটেল লেমিক' স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে। চারটি ভাষায় নির্ভুল উচ্চারণে সে কথা বলতে পারে এবং তারের বাজনায় তার পূর্ণ অধিকার ও জ্ঞান। বাড়ি ফেরার পর রবিবার এই প্রথম

সে সমুদ্রতীরে এসেছে। সম্পূর্ণ নিরাবরণ হ'য়ে সে তার স্নানের পোশাকটি পরবে, এমন সময় আতঙ্কপীড়িত চিৎকার ও দস্যুদের আস্ফালন শোনা গেল কাছেরই কামরাগুলিতে। কিন্তু কী হয়েছে সে বুঝতে পারেনি, যতক্ষণ না তার দরজার ছিটকিনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল এবং সে দেখল কল্পনাতীত সুন্দর দস্যুটি তার সামনে দাঁড়িয়ে। নকল চিতাবাঘের চামড়ার সুতো দিয়ে জালিবোনা অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু সে প'রে নেই। অচঞ্চল মর্মরীয় দেহ এবং সমুদ্রতীর-বাসী মানুষের মতো সোনালি গায়ের রঙ। ডান কবজিতে প'রে ছিল রোমীয় গ্ল্যাডিয়েটরদের মতো ধাতুর তৈরি ব্রেসলেট আর ডান মুঠিতে পেঁচিয়ে ধরেছে একটি লোহার শিকল। ঐটিকে সে ব্যবহার করত প্রাণঘাতী অস্ত্র হিসেবে। তার গলায় ঝুলছিল একটি মেডেল, কোনো সাধু সন্তের ছবি নেই তাতে। সেটি নিঃশব্দে তার হৃৎপিণ্ডের ওঠানামার সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছিল। তারা দুজনে একই প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে, একসঙ্গে কত জন্মদিনের 'পিনাটা' ভেঙেছে। কলোনি শাসনের শুরু থেকে যে দুটি আঞ্চলিক পরিবারের উপরে শহরের ভাগ্য নির্ভর ক'রে ছিল, তারা দুজনে ছিল সেই দুই পরিবারের দুই পুত্রকন্যা। কিন্তু এত বছর পরে তারা পরস্পরকে দেখল যে প্রথমেই চেনা সম্ভব হয়নি। নিনা দাকোন্তে দাঁড়িয়ে ছিল অটল : তার ভীষণ নগ্নতাকে আড়াল করার চেষ্টা করেনি কোনো। তাই দেখে বিলি সাঞ্চেজ তার বালকোচিত আচরণে তৎপর হ'ল, চিতাবাঘের চামড়ার অন্তর্বাসটি নামিয়ে নিল। তার সম্মানযোগ্য পৌরুষ নিনা দাকোন্তে সোজা তাকিয়ে দেখল, চোখে বিস্ময় ছিল না। আতঙ্ক বোধ করছিল সে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছে। বলল, আমি অনেক দেখেছি, অনেক বড় আর কঠিন দেখেছি। ভেবে দেখ আর একবার, কী করবে তুমি। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে ?

কিন্তু বাস্তবে নিনা দাকোন্তে কেবল কুমারীই ছিল না, সেই মুহূর্তের আগে সে কোনো নগ্ন পুরুষ দেখেনি। কিন্তু তার স্পর্ধায় কাজ দিল। বিলি সাঞ্চেজ যা করতে পারল, তা হ'ল এই যে শিকলে মুষ্টিবদ্ধ হাতটি দিয়ে এমন ঘুষি মারল দেয়ালে যে হাতটি ভাঙল। নিনা দাকোন্তে তার নিজের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে গেল তাকে, নিজেই চালিয়ে নিয়ে। যতদিন না সে সেরে ওঠে, তার কষ্ট যাতে একটু লাঘব হয় তাতে সাহায্য করল এবং অবশেষে তারা দুজনে শিখল মিলনের নির্ভুল রীতিটি। জুনমাসের দুঃসহ বিকেলগুলো তারা বাড়ির ভিতর দিকের অলিন্দে কাটাত। এখানেই মৃত্যু হয়েছিল নিনা দাকোন্তের বিশিষ্ট পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে ছয় পুরুষের। সে তার তারযন্ত্রে জনপ্রিয় গানগুলি বাজাত এবং

ছেলেটি তার হাতে ব্যাঞ্জো নিয়ে জোলজোরে ব'সে গভীর মনোযোগে তাকে দেখত। তার হতবুদ্ধি ভাব তখনও কাটেনি। এই বাড়িটিতে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দীর্ঘ জানালা ছিল অসংখ্য—উপসাগরের দুর্গন্ধ, স্থির জলের দিকে মুখ করে। এবং এটি ছিল মামাজা জেলার প্রাচীনতম বৃহত্তম বাড়ি। এবং নিঃসন্দেহে সব চেয়ে কুদর্শনও। কিন্তু চকচকাটা টালির মেঝের অলিন্দটিতে ব'সে নিনা দাকোস্তে যখন তার তারযন্ত্র বাজাত, বিকেল চারটের গরমে জায়গাটিকে মনে হ'ত মরূদ্যান। সামনে ছিল একটি উঠোন। তাতে নিবিড় ছায়া। ছিল আম ও কলার গাছ। এই সব গাছের নীচে ছিল একটি সমাধি। এই বাড়ি এবং এই পরিবারের স্মৃতির থেকেও পুরনো এক সমাধি ও সমাধিস্তম্ভ। সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই যাদের তারাও নিনার বাজনা শুনে ভাবত ঐ বাজনা অমন অভিজাত বাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে ঠিক মানায় না। নিনা দাকোস্তের পিতামহী প্রথম দিন শুনে বলেছিলেন জাহাজের বাজনা নাকি? নিনা দাকোস্তের মা মিথ্যেই চেষ্টা করেছিলেন যাতে বাজানার সময়ে সে অন্য ভঙ্গীতে বাজায়, অমন ভাবে স্কার্ট ঊরুর উপরে তুলে, ঘুরপাক খেয়ে, হাঁটুদুটি ফাঁক ক'রে, গানের জন্য যার প্রয়োজন নেই এমন ইন্দ্রিয়-উত্তেজক ভঙ্গী ক'রে নয়। তিনি বলতেন কোন্ সুর তুমি বাজাচ্ছ, তাতে কিছু এসে যায় না, যদি তুমি তোমার পা দুটি জোড়া রেখে বাজাও। কিন্তু জাহাজের ঐ বিদায়সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে প্রেমের উচ্ছ্বসিত উপভোগ এই দুইয়ে মিলে বিলি সাঙ্কেজের কঠিন বহিরাবরণটি ভাঙতে সাহায্য করল নিনা দাকোস্তেকে। মূর্খ বর্বর ব'লে বিলি সাঙ্কেজের যে দুর্নাম, যা যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে সে রক্ষা করেছে, রক্ষা পেয়েছে বিশেষ ক'রে এই কারণেও যে দুটি নামী পরিবারকে সে একসঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছে, তার গভীরে নিনা দাকোস্তে আবিষ্কার করল এক ভীত কোমল অনাথ বালককে। যতদিন লাগল বিলি সাঙ্কেজের হাতের হাড়গুলি জোড়া লাগতে, ততদিনে বিলি সাঙ্কেজ ও নিনা দাকোস্তে পরস্পরকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জানল যে একদিন বিকেলে, বৃষ্টির সময়ে নিনা যখন তাকে তার কুমারীবিছানায় নিয়ে গেল, সে সবিস্ময়ে দেখল তার জীবনে সেই প্রথম কেমন অনায়াসে এল প্রেম। প্রায় দুসপ্তাহ ধ'রে প্রতিদিন একই সময়ে তারা গভীর আসক্তি নিয়ে নগ্ন হ'য়ে স্বদেশী যোদ্ধা ও অতৃপ্ত পিতামহী—যাঁরা ঐ ঐতিহাসিক শয্যাস্বর্গে তাদের পূর্বসূরী ছিলেন, তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অবাধে হুল্লোড় করেছে, মিলনের মধ্যবর্তী বিরতিকালেও নগ্ন থেকেছে, জানালা খুলে রেখেছে, উপসাগর থেকে ভেসে আসা জাহাজের যত বর্জ্য পদার্থের গন্ধ নিঃশ্বাসে নিয়ে। তারযন্ত্র বাজছে না ব'লে

তারা শুনতে পাচ্ছে উঠোন থেকে ভেসে আসা প্রাত্যহিক শব্দ, কলাগাছের তলায় একঘেয়ে ব্যাঙের ডাক, অনামাঙ্কিত সমাধিটির উপরে একফোঁটা জল পড়ার শব্দ—জীবনযাত্রার এই সব স্বাভাবিক নড়াচড়া, যা আগে কখনও তাদের জানার অবকাশ হয়নি। নিনার বাবা মা যখন বাড়ি ফিরলেন, নিনা দাকোন্তে ও বিলি সাঞ্চেজের প্রেম তখন এতদূর অগ্রসর যে তাদের মনেই ছিল না পৃথিবীতে আর কিছু আছে। পৃথিবী তেমন বড় ব'লে মনেই হ'ত না তাদের। তাদের প্রেম ছিল যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো জায়গায়, প্রত্যেক বারই যেন নতুন আবিষ্কারের উন্মাদনা নিয়ে। প্রথমে স্পোর্টস্ কারে, ঐ গাড়ি বিলি সাঞ্চেজের বাবার দেওয়া। ঐ দিয়েই তিনি তাঁর নিজের অপরাধের বোঝা হালকা করতেন। অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে চাইতেন। তারপর গাড়ি যখন খুব সহজলভ্য হ'য়ে গেল, তারা রাত্রে যেত মার্বেলার জনশূন্য কাবানাগুলিতে, ভাগ্য যেখানে তাদের মিলিয়ে দিয়েছিল। নভেম্বরের কার্নিভালের সময়ে তারা উৎসবের পোশাক প'রে নিয়ে 'গেতসেমানি' জেলার পুরনো দাসবসতিতে গেল ঘর ভাড়া ক'রে। সর্বদা মেট্রনরা থাকত তাদের পাহারায়, ক'মাস আগেও যারা বিলি সাঞ্চেজ ও তার শিকারীদলকে বাধ্য হ'লে তবেই সহ্য করেছে।

একসময়ে তারযন্ত্রের প্রতি অমোঘ আনুগত্য ছিল নিনা দাকোন্তের। আনুগত্যের অপব্যয় করেছে সে। এখন তা-ই সে নিবেদন করল তার গোপন ভালবাসার কাছে। অবশ্য ততদিনে তার পোষমানা দস্যুটি বুঝতে পেরেছে, তাকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতিযোগী হ'তে হবে বলতে নিনা দাকোন্তে কী বুঝিয়েছিল। বিলি সাঞ্চেজ সর্বদাই নিনার প্রেমার্তিতে সাড়া দিয়েছে, সমান আগ্রহে।

তাদের বিয়ের পরে পরস্পরের প্রতি প্রেমের শপথ তারা রক্ষা করল আটলান্টিকের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। স্টুয়ার্ড মহিলাটি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে এবং সুখাতুভবে আপ্লুত হ'য়ে নয়, হাসিতে ফেটে পড়ছিল ব'লে উড়োজাহাজের শৌচাগারে তারা আটকে পড়ল। বিয়ের চব্বিশ ঘণ্টা পরে তখনই, প্রথম তারা জানতে পারল নিনা দাকোন্তে দুমাস হ'ল অন্তঃসত্ত্বা।

সুতরাং তারা যখন মাদ্রিদে পৌঁছল, তখন আর তারা কোনোমতেই কেবল দুই তৃপ্ত প্রেমিকপ্রেমিকা নয়, প্রকৃত নববিবাহিতের মতো বিচক্ষণ আচরণ তাদের। তাদের বাবা মা-রাই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। প্লেন থেকে নামার আগে পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন অফিসার প্রথমশ্রেণীর ক্যাবিনে এসে নিনা

দাকোত্তেকে ঝকঝকে কালো লাইনিং দেওয়া সাদা মিঙ্ককোটটি দিলেন। ওটি ছিল বিবাহে তাকে তার বাবা-মার দেওয়া উপহার। বিলি সাকেজকে দিলেন একটি উলের জ্যাকেট—এমন উলের, ভেড়ার গা থেকে প্রথমবার ছেঁটে যা তৈরি। ঐ জ্যাকেট ছিল সেই শীতের সবচেয়ে বড় চাহিদা। আর ছিল তাকে অবাক ক'রে দেবে, বিমানবন্দরে অপেক্ষারত তেমন একটি গাড়ির নিখাদ চাবির গোছা।

স্বদেশের কূটনৈতিক বিভাগ তাদের আধিকারিকদের অভ্যর্থনার ঘরে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। পররাষ্ট্রদূত এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন উভয় পরিবারের বন্ধু। শুধু তাই নয়, পররাষ্ট্রদূত স্বয়ং ছিলেন সেই ডাক্তারও যিনি নিনা দাকোত্তেকে প্রসব করিয়েছেন। তিনি তার জন্য এমন একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, এমন উজ্জ্বল, টাটকা যে তার উপরে শিশিরবিন্দুকে মনে হচ্ছিল বানিয়ে রাখা। নিনা দাকোত্তে উভয়কে চুমু খেল, ঐ একটু তন্বী করল। সে অস্বস্তি বোধ করছিল, পুরোপুরি ক'নে হবার মতো তখনও সে হ'য়ে ওঠেনি ব'লে। তারপর গোলাপগুলি নিল। নেবার সময়ে আঙুলে সে কাঁটার খোঁচা পেল। কিন্তু সেই দুর্ঘটনাটি নিয়ে সে একটু মিষ্টি ছলনা করল। বলল, 'আমি ইচ্ছে করেই এমন করেছি, যাতে আমার আংটিটা আপনাদের চোখে পড়ে।' প্রকৃতই কূটনৈতিক দলটি তার হাতের ঝকঝকে আংটিটি মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ঐ আংটি নিশ্চয়ই মহার্ঘ। কেবল ওর মূল্যবান হীরেগুলোর জন্যেই নয়, এর সুরক্ষিত প্রাচীনতার জন্যও। কিন্তু কেউ লক্ষ করল না যে তার আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে। তাদের দৃষ্টি অতঃপর আকৃষ্ট হয়েছে নতুন গাড়িটির দিকে। সেলোফেন দিয়ে মুড়ে, একটি বিরাট সোনালি রিবন দিয়ে বেঁধে এটিকে বিমানবন্দরে এনে রাখার সুন্দর পরিকল্পনাটি ছিল পররাষ্ট্রদূত মহাশয়ের। বিলি সাকেজ সেই উদ্ভাবনী অভিনবতার দিকে লক্ষই করল না। গাড়িটি কেমন দেখবার জন্য এমনই ব্যগ্র ছিল সে যে সেলোফেনের ঢাকনাটা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলল এবং দাঁড়িয়ে থাকল তার সামনে। তার নিঃশ্বাস পড়ছিল না। হ্যাঁ, এ বছরের বেন্টলে গাড়ি এটি। গাড়ির ভিতরের আচ্ছাদন খাঁটি চামড়ার। কিন্তু আকাশটা যখন দেখাচ্ছে ছাইয়ের কম্বলের মতো, গুয়াদারামা থেকে ব'য়ে আসা বরফের মতো বাতাস কেটে বসছে গায়ে, তখন যে বাইরে থাকা কঠিন, বিলি সাকেজের সে খেয়াল নেই। তার শীত বোধ হচ্ছিল না। বাইরে গাড়িটির কাছে সে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কূটনৈতিক দলটিকে। ভদ্রতা ক'রে তারা যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকছে, এবং জমে যাচ্ছে শীতে, এ তার খেয়াল হ'ল না, যতক্ষণে না গাড়ির সামান্যতম জিনিসটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

দেখা সমাধা হ'ল। অবশেষে রাষ্ট্রদূত মহাশয় তার পাশে বসলেন এবং অফিসারদের বাসস্থানের দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। সেখানে তাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছিল। পথে শহরের যে সমস্ত বিখ্যাত জায়গা পড়ল, চলতে চলতে তাকে তা দেখিয়ে দিয়ে চললেন তিনি। কিন্তু বিলি সাঞ্চেজ? তার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছিল কেবল ঐ গাড়িটির মোহিনী শক্তিই।

এই প্রথমবার সে স্বদেশের বাইরে চলেছে। দেশের সমস্ত সরকারি বেসরকারি স্কুলে সে পড়েছে, এক ক্লাশে বারবারও পড়েছে। শেষ পর্যন্ত তার উৎকর্ষসাধন অসাধ্য জেনে তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়েছে সকলে, হাল ছেড়ে দিয়ে তাকে গোল্লায় যেতে দিয়েছে। এই প্রথম সে এমন শহর দেখল যা তার চেনা নয়, নিজের শহর নয়। দেখল ছাইরঙা কতগুলি বাড়ির ব্লক, মধ্যদিনেও সেখানে আলো জ্বলছে, নিষ্পত্র সব গাছ, দূরে সমুদ্র। এই সব কিছু তার মনে কেমন এক গভীর নিঃসঙ্গতার বোধকে জাগিয়ে তুলছিল। তাকে সে ঠেলে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল, তবে বেশিক্ষণ লাগল না। কখন যে বিস্মৃতির প্রথম ফাঁদেই ধরা দিল খেয়াল করল না। এমন সময়ে হঠাৎ ঝড় নিঃশব্দে ভেঙে পড়ল মাথার উপরে। সেই ঋতুর প্রথম ঝড়। লাঞ্চের পরে পররাষ্ট্রদূতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা শুরু করতেই তারা দেখল ঝক্‌ঝকে বরফে শহর ঢেকে গিয়েছে। বিলি সাঞ্চেজ গাড়ির কথা ভুলে গেল। পথে যারাই চেয়ে দেখছিল, তাদের দেখেই আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠছিল সে, মুঠোয় ভ'রে বরফ তুলে নিজের মাথার উপরে ছুঁড়ছিল। কখনও-বা নতুন কোট গায়ে রাস্তার মাঝখানে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

ঝড়ের পরে স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠা সেই বিকেলে তারা যখন মাদ্রিদ থেকে যাত্রা করেছিল, তখনই প্রথম নিনা দাকোন্তে লক্ষ করেছে তার আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে। অবাক হ'ল সে, কেননা লাঞ্চের পরে রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী যখন ইতালীয় একক সংগীত গাইছিলেন, সে তার সঙ্গে তারযন্ত্র বাজিয়েছিল। তখন তার অনামিকায় কোনো কষ্টই সে বোধ করেনি। পরে সে যখন সীমান্তে যাওয়ার হ্রস্বতম পথ কোনটি, তার স্বামীকে তা দেখিয়ে দিচ্ছিল, তখন অন্যমনস্কভাবে আঙুলটা চুষেছে, যখনই তার থেকে রক্ত পড়েছে। পিরানিজে পৌঁছে তবেই তার মনে হয়েছে, একটা ওষুধের দোকান খুঁজে নেওয়া দরকার। কিন্তু পরক্ষণেই গত ক'দিনের যে স্বপ্ন দেখা বাকি ছিল তার, তাতে ডুবে গিয়েছে। হঠাৎ একসময়ে রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো তার মনে হয়েছে তাদের গাড়ি যেন জলের মধ্যে দিয়ে

চলেছে। তার মনে হয়েছিল দুঃস্বপ্নই দেখছে সে। চমকে জেগে উঠেছে। এরও অনেক পরে তার মনে পড়েছে, আন্ডুলে সে একটা রুমাল জড়িয়ে নিয়েছিল। ড্যাশবোর্ডের আলোকিত ঘড়িতে দেখা গেল তিনটে বেজে গেছে। মনে মনে হিসেব ক'রে বুঝল শরদিউয়া তারা পার হয়ে এসেছে, আনগৌলিমে এবং পোইতিয়ার্সও। তারা তখন লইরের জলময় বাঁধের উপর দিয়ে চলছিল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পরিস্রুত হ'য়ে আসছিল জ্যোৎস্না। পাইনের বনের মধ্যে প্রাসাদগুলির কালো ছায়ামূর্তিকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা রূপকথার জগতের। এ জায়গা তার সুপরিচিত, সে হিসেব ক'রে দেখল প্যারিস আর তিন ঘণ্টার রাস্তা। দুঃসাহসী বিলি সাঞ্চেজ তখনও গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

'তুমি একটা জংলী। এগার ঘণ্টারও বেশি গাড়ি চালাচ্ছ, খাওনি কিছু।'

আসলে নতুন গাড়ির মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ছিল বিলি সাঞ্চেজ। প্লেনে তার ভালো ঘুম হয়নি, তবু সম্পূর্ণ সজাগ সে এবং ভোরের মধ্যেই প্যারিসে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

'দূতাবাসে লাঞ্চ খেয়ে এখনও আমার পেট ভর্তি', সে বলল। যদিও আপাতত কোনো সঙ্গতি ছিল না, তবু সেই সঙ্গে যোগ করল, 'যাই বলনা, কার্তাজেনায় এখন লোকেরা মুভি দেখে ফিরছে। এখন বড় জোর দশটা।'

নিনা দাকোস্তে ভয় পাচ্ছিল গাড়ি চালাতে চালাতে না ঘুমিয়ে পড়ে বিলি সাঞ্চেজ। মাদ্রিদে যেসব উপহার তারা পেয়েছিল, তাদের থেকে একটা খুলে এক টুকরো ক্যান্ডি তার মুখে দিতে চেষ্টা করল : কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'সত্যিকারের পুরুষমানুষ মিষ্টি খায় না', বলল সে।

অর্লিন্সে পৌঁছবার একটু আগে কুয়াশা কেটে গেল। এবং বরফাবৃত মাঠ আলো করে চাঁদ উঠল। মস্ত বড় চাঁদ। কিন্তু গাড়ি চালানোয় অসুবিধে দেখা গেল, কেননা হাইওয়ে দিয়ে পণ্য নিয়ে বিশাল বিশাল ট্রাক এবং মদের ট্যাঙ্কার তখন চলতে শুরু করেছে। সব চলেছে প্যারিসের দিকে। গাড়ি চালাতে স্বামীকে সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাহস হ'ল না। কেননা, প্রথমবার তারা যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, বিলি সাঞ্চেজ বলেছিল, 'স্ত্রী গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে, স্বামী যাবে সেই গাড়িতে, স্বামীর পক্ষে সেটা অপমানকর। এর চেয়ে অপমানকর আর কিছু হ'তে পারে না।' প্রায় পাঁচ ঘণ্টা একটানা গভীর ঘুমের পর তার মাথাটা পরিষ্কার লাগছিল। ফ্রান্সিদেশের কোনো প্রদেশের কোথাও তারা যে কোনো হোটেলে থামেনি, সেজন্য সে খুশিই হ'ল। এই

জায়গাগুলো সে চেনে। ছেলেবেলায় বাবা-মার সঙ্গে অসংখ্যবার এসেছে। 'পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর গ্রামাঞ্চল আর কোথাও নেই', সে বলল। 'কিন্তু তেষ্টায় মরে গেলেও বিনা পয়সায় এখানে কেউ তোমাকে এক গ্লাস জলও দেবে না।' এ বিষয়ে তার বিশ্বাস এমন গভীর ছিল যে সেজন্য শেষ মুহূর্তে সে একটা সাবান এবং কিছু টয়লেট পেপার তার 'রাতকাটাতে হ'লে দরকারি' ব্যাগে ভরে নিয়েছিল। সে জানত ফরাসি হোটেলগুলিতে কখনই সাবান রাখে না এবং বাথরুমে একটা পেরেকে ঝোলানো থাকে আগের সপ্তাহের পুরনো খবরের কাগজ থেকে কাটা ছোট ছোট চৌকো টুকরো। যার জন্য সেই মুহূর্তে সে দুঃখ প্রকাশ করল, তা হ'ল একটা পুরো রাত তারা নষ্ট করেছে, মিলিত হয়নি। সেকথা শুনতে পেয়ে স্বামী তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলল, 'আমিও ভাবছিলাম একথা। এখনই ভাবছিলাম। বরফের উপরে দারুণ হ'ত। তুমি যদি চাও, তো এখানেই?' নিনা দাকোন্তে ব্যাপারটা যথার্থই চিন্তা ক'রে দেখল। হাইওয়ের প্রান্ত ধরে চন্দ্রালোকে বরফকে দেখাচ্ছিল তুলোর মতো নরম ও উষ্ণ। কিন্তু যত তারা প্যারিসের উপকণ্ঠের দিকে এগুচ্ছিল, বাড়ছিল যানবাহনের ভীড়। আর ছিল অসংখ্য আলোকিত কারখানা এবং দুচাকার সাইকেলে চ'ড়ে দলে দলে তার কর্মীরা। সময়টা যদি শীতকাল না হত তো এতক্ষণে স্পষ্ট দেখা দিত দিনের আলো।

'আমরা বরং প্যারিসে পৌছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করি', নিনা বলল। 'পরিষ্কার চাদর পাতা গরম বিছানা পাব সেখানে, বেশ হবে। নববিবাহিতদের মতো।'

'এই প্রথম তুমি আমাকে না বললে', ছেলেটি বলল।

'নিশ্চয়ই' মেয়েটি উত্তর দিল, 'এই প্রথম আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

ভোর হবার একটু আগে তারা হাতমুখ ধুয়ে নিল। পথের ধারের একটি রেস্তোঁরায় প্রাতঃকৃত্য সারল। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কফি ও গরম গরম অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফরাসি রোল খেল। এখানে ট্রাক ড্রাইভাররা তাদের প্রাতরাশের সঙ্গে খায় লাল মদ। বাথরুমে নিনা দাকোন্তে দেখল, তার ব্লাউজে, কার্টে রক্তের দাগ। সে তা ধুয়ে নেবার চেষ্টা করল না। রক্তে চুপচুপে ভেজা রুমালটাকে সে জঞ্জালের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। বিয়ের আংটিটা বাঁ হাতে পরল। তারপর আহত আঙুলটি সাবান আর জল দিয়ে ধুয়ে নিল। কাটা দাগটা প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। কিন্তু যেই তারা গাড়িতে ফিরে এসেছে, আবার শুরু হয়েছে রক্ত পড়া। নিনা দাকোন্তে তার হাতখানি গাড়ির বাইরে বের ক'রে রাখল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল,

মাঠের মধ্য দিয়ে যে বরফঠাণ্ডা বাতাস বইছে, আঘাত শুকিয়ে দেবার গুণ আছে তার। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজ হ'ল না। তবু গ্রাহ্য করল না সে। 'কেউ যদি আমাদের খুঁজতে বেরোয়, খুব সহজে পেয়ে যাবে', তার স্বাভাবিক মনোরম ভঙ্গীতে সে বলল। 'বরফে আমার রক্তের দাগ ধরে এলেই হবে।' তারপর কথা-ক'টি নিয়ে আরও একটু ভাবল সে। তার মুখখানি যেন উষার প্রথম আলোতে ফুটেওঠা কোনো ফুল। 'কল্পনা করো' সে বলল, 'মাদ্রিদ থেকে প্যারিস, "সারা পথে বরফের মধ্যে একসারি রক্তের দাগ," ভারি ভালো একটা গানের কলি, তাই নয়?'

এর পরে আর ভাববার সময় পেল না সে। প্যারিসের উপকণ্ঠে যখন তারা, তার আঙুল থেকে রক্ত পড়তে থাকল অজস্র ও অবাধে। তার মনে হ'ল যেন ঐ কাটা জায়গাটা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তার আত্মা। তার ব্যাগে যে টয়লেট পেপার ছিল, তা দিয়ে সে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু আঙুলে কাগজ জড়াতে না জড়াতেই রক্তে ভিজে যাচ্ছিল তা, জানালা দিয়ে তখনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হচ্ছিল। তার পরনের পোশাক, কোট, গাড়ির আসন, সব ভিজতে থাকল একে একে, কিছু করা গেল না। বিলি সাঞ্চেজ সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে। ভাবছিল, একটা ওষুধের দোকান খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু ততক্ষণে নিনা দাকোন্তে বুঝেছে যে এখন আর ওষুধের দোকানে কাজ হবে না। বলল, 'আমরা প্রায় পোর্ত দি অর্লিন্সে পৌঁছে গেছি। জেনারাল লেকলার্ক এভিনিউ ধ'রে সোজা এগিয়ে চলো, ঐ যে গাছ-অলা বড় রাস্তাটা। তারপরে কী করবে আমি বলে দিচ্ছি।'

সে যাত্রায় পথের সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিল এইটি। এভিনিউ দু জেনারাল লেকলার্কে দুদিকেই গাড়ির ভীড়ে চলাচল বন্ধ। ছোট গাড়ি, মোটর সাইকেল, বিরাটাকার ট্রাক সবে মিলে জবর জট বাঁধিয়েছে। ওগুলো কেন্দ্রীয় বাজারের দিকে যাচ্ছে। ক্রমাগত অনর্থক হর্নের উচ্চরবে বিলি সাঞ্চেজ এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে সে শিকলবাজদের ভাষায় চিৎকার ক'রে গালাগাল দিচ্ছিল ড্রাইভারদের। এমন কি একজনকে মারবে ব'লে গাড়ি থেকে নেমেই যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিনা দাকোন্তে তাকে বোঝাতে পারল যে ফরাসিরা মেজাজ দেখালেও, পৃথিবীর সবচেয়ে বদমেজাজী জাত হ'লেও ঘুষোঘুষি ক'রে তারা পেরে উঠবে না। এতে আর একবার পরিচয় পাওয়া গেল তার উপস্থিত বুদ্ধির। সেই মুহূর্তে সে তো প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে চলেছে যাতে অজ্ঞান হয়ে না পড়ে।

যানবাহনের প্রয়োজনীয় গোলচক্কর লিওঁ দি বেলফোর্ট ঘুরে আসতে একঘণ্টার

বেশি সময় লাগল তাদের। কফিখানা ও দোকানগুলিতে তখন আলো জ্বলছে, যেন মধ্যরাত। এমন হ'য়েই থাকে, কেননা সেদিন ছিল রবিবার এবং সময়টা প্যারিসের মেঘাচ্ছন্ন কর্দমাক্ত জানুয়ারি। অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে এবং তা জমে কখনও বরফ হচ্ছে না। কিন্তু এভিনিউ দেনকার্ত রচেরুতে যানবাহন অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং অল্প ক'টি ব্লক পার হ'লে পরে নিনা দাকোন্তে স্বামীকে বলল ডান দিকে যেতে। একটা বিরাট বিষণ্ণ চেহারার হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের প্রবেশ পথের বাইরে এসে তাদের গাড়ি থামল।

নিনা দাকোন্তেকে গাড়ি থেকে ধ'রে ধ'রে নামাতে হ'ল, তবু সে অস্থির বা চঞ্চল হয়নি। কর্তব্যরত ডাক্তারেরা তাকে দেখবে সেই অপেক্ষায় তাকে যখন গার্নেতে শুইয়ে দেওয়া হ'ল, সে তার পরিচয়, চিকিৎসাসংক্রান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে নার্সদের সমস্ত নিয়মমাফিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। বিলি সাঞ্চেজ তার ব্যাগটা হাতে নিয়ে বিয়ের আংটি-পরা বাঁ হাতটি মুঠোয় ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠাণ্ডা আর নিস্তেজ সেই হাত। ঠোঁট দুটিও রক্তহীন। বিলি সাঞ্চেজ সেইভাবে তার হাত ধ'রে পাশে দাঁড়িয়ে থাকল যতক্ষণ না ডাক্তার এলেন এবং আহত হাতটির প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। ডাক্তারের বয়স খুব অল্প, মাথা ন্যাড়া, চামড়ার রঙ পুরনো তামার মতো। নিনা দাকোন্তে তার দিকে লক্ষই করল না। সে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু বিবর্ণ হাসল। 'ভয় পেও না', তখনও রসিকতা করার ক্ষমতা তার মরেনি। 'কী আর হবে, এই নরখাদক আমার হাতটা কেটে খেয়ে নেবে বড় জোর।'

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করলেন, তারপর তাদের অবাক ক'রে দিয়ে অদ্ভুত এশীয় উচ্চারণে বিশুদ্ধ স্পেনীয় ভাষায় বললেন, 'না বাছারা, এই নরখাদক বরং না খেয়ে মরবে, তবু এমন সুন্দর হাতখানি কখনই কেটে নেবে না।'

তারা অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু ডাক্তার বিরক্ত হননি। তাঁকে সহৃদয় মনে হ'ল। দেখে নিশ্চিন্ত হ'ল তারা। তারপর চাকা-অলা খাটটিকে ডাক্তার যখন নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন, বিলি সাঞ্চেজ স্ত্রীর হাতখানি ধরে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেও চলল। বাহু ধরে তাকে থামিয়ে দিলেন ডাক্তার। বললেন, 'না, আপনি যাবেন না। ওঁকে ইন্‌টেনসিভ্‌ কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

নিনা দাকোন্তে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। করিডোরের শেষ প্রান্তে যতক্ষণ তাকে দেখা গেল ততক্ষণ সে হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল। ডাক্তার সেখানেই ছিলেন। নার্স যেসব তথ্য ক্লিপ্‌বোর্ডে লিখে রেখেছে প'ড়ে

দেখলেন। বিলি সাকেঞ্জ তাঁর কাছে গিয়ে বলল,

'ডাক্তার, ও অন্তঃসত্ত্বা।'

'কতদিন?'

'দুমাস'।

এই তথ্যকে ডাক্তার যতটা গুরুত্ব দেবেন ব'লে বিলি সাকেঞ্জ আশা করেছিল, ততটা দিলেন না। 'ব'লে ভালো করেছেন,' তিনি বললেন। তারপর সেই খাটটি অনুসরণ করে চলে গেলেন। বিলি সাকেঞ্জ অসুস্থ মানুষের ঘামের গন্ধে ভরা সেই শোকাচ্ছন্ন ঘরটিতে দাঁড়িয়ে থাকল। সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। নিনা দাকোন্তেকে যে করিডোর দিয়ে নিয়ে গিয়েছে, সেই করিডোরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর অপেক্ষারত অন্যদের সঙ্গে একটা কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে পড়ল। কতক্ষণ সেখানে সে ব'সে ছিল জানে না। যখন সে হাসপাতাল থেকে চ'লে যাবে ঠিক করল, তখন রাত হয়েছে এবং আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি। পৃথিবীটা তার কাছে ভারী লাগছিল, কষ্ট হচ্ছিল তার, বুঝতে পারছিল না, কী করবে।

ক'বছর পরে হাসপাতালের তথ্যপঞ্জি থেকে আমি জেনেছিলাম, নিনা দাকোন্তে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল ৭ই জানুয়ারি, মঙ্গলবার সাড়ে ন'টায়।

ঘটনা যা হয়েছিল, প্রথম রাতটা বিলি সাকেঞ্জ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বাইরে গাড়ি রেখে গাড়িতেই ঘুমিয়েছে। পরদিন খুব সকালে উঠেছে, সবচেয়ে কাছের কফিখানায় গিয়ে সিদ্ধ ডিম খেয়েছে ছটা এবং দু'কাপ 'কফি অ লেইত'। মাদ্রিদ ছাড়ার পর এই প্রথম সে পেট পুরে খেল। তারপর ইমার্জেন্সির ঘরটিতে গেল নিনা দাকোন্তেকে দেখতে। কিন্তু সেখানে অনেক চেষ্টার পরে তাকে বোঝানো গেল যে তাকে যেতে হবে প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে। তা-ই গেল সে। সে যখন রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলছিল, তার কথা বুঝতে সাহায্য করলেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোক। বিলি সাকেঞ্জ জানল নিনা দাকোন্তে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভিজিটারদের দিন কেবল মঙ্গলবার। ন'টা থেকে চারটের মধ্যে। অর্থাৎ আরও ছ'দিন তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তখন সে সেই ডাক্তারের খোঁজ করল, যিনি নিনা দাকোন্তেকে দেখেছিলেন, স্প্যানিশ ভাষা জানেন। তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে সে শুধু জানাতে পারল, তিনি একজন কৃশকায় ডাক্তার এবং তাঁর মাথা ভরতি। দুটি অমন সাধারণ সূত্র। তা ধরে কি কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়? সুতরাং এটুকু খবরেই আশ্বস্ত হয়ে তাকে গাড়িতে ফিরে আসতে হ'ল যে নিনা দাকোন্তের নাম হাসপাতালের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

গাড়িতে সে ফিরেছে, এমন সময় একজন ট্রাফিক অফিসার এসে তাকে জানাল, সেখানে গাড়ি রাখা যাবে না। সে যদি গাড়ি রাখতে চায় তো হাসপাতালের দুটি ব্লক ওধারে একটা সরু রাস্তা আছে—সেখানে যেতে হবে তাকে। রাখতে হবে যেদিকে বাড়ির নম্বর জোড় সংখ্যায়। তা-ই গেল সে। সেখানে রাস্তার বিপরীত দিকে ছিল একটা নতুন মেরামত করা বাড়ি। তাতে 'হোটেল নিকল' লেখা সাইনবোর্ড। সেটি একটি একতারা হোটেল। একটুখানি রিসেপ্‌শনের জায়গা, কেবল একটি সোফাপাতা আর পুরনো খাড়া একটি পিয়ানো। হোটেল মালিকের গলার স্বর সরু, উঁচু। তবে যে-কোনো ভাষার খদ্দেরেরই প্রয়োজন সে বোঝে যদি তার টাকা থাকে। বিলি সাঙ্কেজ তার এগারটা স্যুটকেস, ন'টা উপহারের বাক্স নিয়ে দশতলার তেকোণা চিলেকোঠাটি ভাড়া নিল। ঐ একটি ঘরই খালি ছিল। সিদ্ধ ফুলকপির গন্ধে ম'ম করছিল ঘোরানো সিঁড়িটি। সেটা বেয়ে সে যখন উঠে এল, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছিল। দেখল ঘরের দেয়ালে ম্যাড়মেড়ে কাগজ সাঁটা। তাতে একটি মাত্র জানালা। জানালায় কোনো জায়গা নেই। ওটা দিয়ে ভিতরের উঠোন থেকে অস্পষ্ট আলো আসে কেবল। ঘরে একটা দুজনের মতো খাট, লম্বা আলমারি, পিঠের দিকে খাড়া একটা চেয়ার, সরানো যায় এমন বিডেট, মুখ ধোবার টুলে একটা গামলা আর একটা কলসি। এমনভাবে জিনিসগুলো রয়েছে যে ঘরে থাকতে হ'লে বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ঘরের জিনিসগুলি কেবল পুরনো নয়, একেবারে বাতিল জিনিস সব, তবে পরিষ্কার ক'রে রাখা এবং সম্প্রতি ওষুধ ছড়ানো হয়েছে, ঘরে তার স্বাস্থ্যকর গন্ধ।

জীবনের বাকি সমস্ত সময়টা যদি বিলি সাঙ্কেজ কৃপণতার অসাধারণ ক্ষমতার উপরে প্রতিষ্ঠিত এই পৃথিবীর রহস্য উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যেত, তো ব্যর্থ হ'তে হ'ত তাকে। গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই কেন সিঁড়ির আলোটা নিভে গেল, সেই রহস্য সে কখনই বোঝেনি এবং কী ক'রে আলোটা আবার জ্বালাতে হবে আবিষ্কার করতে পারেনি সেই রহস্যও। পুরো অর্ধেকটা সকাল তার কেটেছে একথা জানতে যে বাড়ির প্রত্যেক তলায় উঠে যে দাঁড়াবার জায়গা, সেখানে একটি ছোট ঘর আছে। সেটাই টয়লেট। একটা চেন ধ'রে টানলে সেখানে জল আসে। সে ঠিক করেছিল অন্ধকারেই ওটা ব্যবহার করবে। কিন্তু আকস্মিকভাবেই দেখতে পেল যে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেই আলো জ্বলে ওঠে। পাছে কেউ আলোটা নিভিয়ে দিতে ভুলে যায় তাই ঐ ব্যবস্থা। হলের শেষ প্রান্তে স্নানের ঘর। সে চাইল স্বদেশে যেমন করত, তেমনি দিনে দুবারই স্নান করবে। সেজন্য প্রত্যেকবার

অবশ্য আলাদা পয়সা লাগবে এবং নগদ নগদ। সে লক্ষ করল গরম জল সরবরাহের ব্যবস্থা আপিস ঘর থেকে এবং তিন মিনিট মাত্র, তারপরেই গরম জলের সরবরাহ বন্ধ হ'য়ে যায়। তবু বিলি সাকেল চিন্তা ক'রে দেখল এখানে যদিও তাকে স্বদেশ থেকে একেবারে ভিন্নভাবে থাকতে হচ্ছে, তাহলেও, তাকে তো জানুয়ারির শীতে বাইরে কাটাতে হচ্ছে না, সুতরাং এই ভালো। তার এমন একলা লাগছিল, এমন বিচলিত বোধ করছিল সে যে ভেবে পাচ্ছিল না, কী ক'রে কখনও সে নিনা দাকোস্তের সাহায্য ছাড়া, তাকে নির্ভর না ক'রে জীবনযাপন করেছে।

বুধবার সকালে ঘরে ঢুকে কোট না খুলেই সে, ছুটি ব্লক বাড়ির ওধারে যে রহস্যময়ী প্রাণীটি রয়েছে, যার আঙুলে তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তার কথা চিন্তা করতে করতে বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল এবং কী আশ্চর্য, ঘুমিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। ঘুম যখন ভাঙল, দেখল ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। সে বুঝতে পারছিল না তখন সকাল না বিকেল অথবা সপ্তাহের কোন দিন সেটি। ঝড় আর বৃষ্টি জানালায় আছড়ে পড়ছে, এ কোন শহর? জেগে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকল সে। সর্বদা তার মনের মধ্যে একটিই চিন্তা—নিনা দাকোস্তে। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চয় ক'রে বুঝল, আসলে তখন সকাল হচ্ছে। প্রাতরাশ সারতে আগের দিনের কফিখানাতেই গেল। সেখানে জানল সেদিন বৃহস্পতিবার। হাসপাতালের আলোগুলি জ্বলছিল এবং বৃষ্টি থেমেছে। সে তাই প্রধান প্রবেশ পথের বাইরে একটা চেস্টনাট গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সাদা কোট গায়ে ডাক্তার ও নার্সেরা সেই পথ দিয়ে আসাযাওয়া করছিল। সে আশা করেছিল, যে এশীয় ডাক্তারটি নিনা দাকোস্তেকে ভর্তি করেছেন, এখানে তাঁর দেখা পেয়ে যাবে। কিন্তু তা হ'ল না। লাঞ্চের পরে সেদিন বিকেলেও না। শীতে সে জমে যাচ্ছিল, তাই সর্বক্ষণের সেই সতর্ক পাহারা স্থগিত রাখতে হ'ল।

দুদিন একই জায়গায় একই খাবার সে খেয়েছে, সেদিনও সাতটায় সে একটা কফি অ লেইত্‌, নিল। কাউন্টারে সাজানো থাকে ডিম, তা থেকে দুটি কড়া সিদ্ধ ডিম নিল। হোটেলে যখন ফিরে গেল ঘুমুবে ব'লে, দেখল, রাস্তার একদিকে কেবল তার গাড়িটিই দাঁড়িয়ে। গাড়ির উইণ্ডশিল্ডে একটা টিকিট লাগানো। আর অন্য গাড়িগুলো রাস্তার অন্যদিকে। হোটেল নিকলের দরোয়ান বহু কসরত ক'রে অবশেষে তাকে বোঝাতে পারল যে বেজোড় সংখ্যার তারিখে রাস্তার যেদিকে বেজোড় সংখ্যার বাড়ি সেদিকে গাড়ি রাখতে হবে এবং জোড় সংখ্যার তারিখে আবার সেরকম। এমন পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিতর্ক আত্তেলা-বংশধর

সাকেত্তের পক্ষে অনুধাবন করা দুঃসাধ্য হ'ল। দুবছর আগে সে মেয়রের অফিস-গাড়ি নিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এক মুক্তি থিয়েটারে ঢুকে গিয়েছিল এবং ভেঙেচুরে একটা বিধ্বংসী হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ ছিল, কিন্তু নিষ্ক্রিয় হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ্য লাগল, যখন দরোয়ান তাকে পরামর্শ দিল যে অর্থদণ্ডটা সে দিয়ে দিক, কিন্তু গাড়ি সরাবার দরকার নেই। নতুবা মধ্যরাত্রে গাড়ি তো আবার এদিকেই নিয়ে আসতে হবে। বিছানায় শুয়ে সে ছট্‌ফট্ করতে থাকল। এপাশ ওপাশ করল, ঘুমুতে পারল না। এই প্রথম সে নিনা দাকোস্তের কথা ছাড়াও অন্য কিছু ভাবল। তার মনে পড়ল ক্যারিবিয়ান কার্তাজেনায় সাধারণের বাজারের মধ্যে জমজমাট মদের দোকানে কত রাত্তেই কী নিন্দনীয় ভূমিকাই না ছিল তার। সব মনে পড়ল তার। ডকের ধার দিয়ে যে রেস্তোঁরাগুলি রয়েছে সেখানকার নারকেলভাত আর ভাজা মাছের স্বাদও মনে পড়ল, সেই যেখানে আরুবা থেকে স্কুনারগুলো এসে নোঙর করে। বাড়ির কথা মনে পড়ল তাঁর, ঘরের দেওয়াল যেখানে ঢাকা থাকে এমন সুন্দরভাবে যে শান্ত থাকে মন। রাত যখন সাতটা, তার মনে পড়ল, সিল্কের পাজামা প'রে তার বাবা ছাদবারান্দার ঠাণ্ডা হাওয়ায় ব'সে কাগজ পড়ছেন। মাকে মনে পড়ল। তার মনোহারিণী বাক্যবাগীশ মা। তিনি যে কখন কোথায় থাকবেন, কেউ জানে না। রাত হ'লে রবিবারের পোশাকটি পরবেন। কানের পাশে একটি গোলাপ গুঁজে নেবেন। সুন্দর পোশাকী কাপড়টি যত ভারীই হোক না, সেটি পরবেনই। গরমে ছট্‌ফট্ করবেন, তবু। একদিন সন্ধেবেলা তখন তার সাত বছর বয়স, দরজায় জানান না দিয়ে সে মার ঘরে ঢুকেছিল। দেখল তার মা তাঁর উপস্থিত প্রেমিকদের একজনের সঙ্গে বিছানায়, সম্পূর্ণ নগ্ন। সেই অঘটনের কথা দুপক্ষের কেউ কখনও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেনি। কিন্তু তার ফলে দুই অপরাধীর মধ্যে যেমন হয়, তাদের মধ্যেও তেমনি এক দুর্বোধ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এমন সম্পর্ক যা ভালবাসার থেকে বেশি কাজ দেয়। তবে সে সম্পর্কে সে যে অবহিত ছিল, তা নয়। তাছাড়া একমাত্র ও একাকী এক শিশুসন্তানের জীবনের আরও অনেক মারাত্মক অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও সে অবহিত ছিল না যে পর্যন্ত না সেই রাত্রে সে নিজেকে আবিষ্কার করল প্যারিসের এক বিষণ্ণ চিলেকোঠায়, বিছানায় ছট্‌ফট্ করছে, দুঃখের কথা বলবে এমন কোনো সঙ্গী নেই। কেন তার এমন অদম্য কান্না পাচ্ছে, ভেবে নিজের উপরে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল তার।

সে রাত্রে অনিদ্রা তার উপকারই করেছিল। শুক্রবার সে যখন ঘুম থেকে

উঠল, তখন একটা অশুভ রাত্রিযাপন ক'রে সে ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু সেই কারণেই সে প্রতিজ্ঞা করেছে এমন অর্থহীনভাবে আর সময় কাটাবে না। ঠিক করল স্যুটকেসের তালা ভাঙবে, তারপর পোশাক বদলে নেবে। সব চাবিগুলিই ছিল নিনা দাকোস্তের ব্যাগে, অধিকাংশ টাকাপয়সাও, ঠিকানা লেখা বইটিও। ওই বইটিতে হয়তো প্যারিসে তাদের পরিচিত কারুর ঠিকানা সে পেয়ে যেতে পারত। কফিখানায় এসে লক্ষ করল ফরাসিভাষায় 'হ্যালো' বলতে শিখে গেছে সে। হ্যামস্যাণ্ডুইচ ও কাফে অ লেইত চাইতেও। সে হয়তো মাখন বা কোনো রকম ডিমের রান্না কখনই চাইতে পারবে না, কারণ ঐ শব্দগুলি কখনই সে উচ্চারণ করতে পারবে না। তবে রুটির সঙ্গে সবসময়েই মাখন দেয় ওরা এবং সুসিদ্ধ ডিমও রাখা থাকে কাউন্টারে। চাইতে হয় না, নিজেই নিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া তিনদিন হ'ল তার, পরিবেষণকারীরা তাকে চিনে নিয়েছে। সে যখন কিছু বলতে চেয়েছে, তারাই সাহায্য করেছে তাকে। এভাবেই, মাথার মধ্যে চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিতে নিতে দুপুরের খাবারে সে নিল বাছুরের হাড়ছাড়ানো মাংস আর আলু ভাজা। সেই সঙ্গে এক বোতল মদ। খেয়ে সে এত ভালো বোধ করল, যে আরও এক বোতল চেয়ে নিল। সেটারও প্রায় অর্ধেক গেল। তারপর রাস্তা পার হ'য়ে এগিয়ে গেল, ঠিক করেছে হাসপাতালে সে জোর করেই ঢুকে পড়বে। সে জানত না নিনা দাকোস্তেকে কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই ঈশ্বরপ্রেরিত ডাক্তারের চেহারাটি তার মনে গাঁথা ছিল। ভাবছিল, তাকে সে পেয়ে যাবেই। প্রধান দরজা দিয়ে সে ঢুকল না, ইমার্জেন্সির প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকল, তার ধারণা ছিল এখানে তেমন পাহারা থাকবে না। কিন্তু নিনা দাকোস্তে তাকে যেখান থেকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছিল, সেই করিডোরে যাওয়ার অনুমতি পেল না সে। সে যখন হেঁটে যাচ্ছিল রক্তের দাগ-অলা অ্যাপ্রন পরা এক পাহারাওলা কী তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে কান পাতল না। ফরাসি ভাষায় বারবার একই কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে লোকটি তাকে অনুসরণ ক'রে এল। অবশেষে এমন জোরে তার বাহু ধ'রে টানল যে তখুনি থামতে বাধ্য হ'ল সে। বিলি সাঞ্চেজ শিকলবাজদের চিরাচরিত কৌশলে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাহারাওলাটি ফরাসি ভাষায় তার মার শ্লীলতাহানি করবে ব'লে তাকে গাল দিতে থাকল। আর তার হাতটা ঘাড়ের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে নিল। হাজার বার তার মাকে 'বেশ্যা' বলল আর বারবারই সেই বিশ্রী গাল দিতে থাকল। তারপর তাকে প্রায় তুলে নিয়ে গেল

দরজায়। তার তখন জোবোথমত অবস্থা। কিন্তু লোকটি তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সেদিন বিকেল থেকেই বিলি সাকেজ পরিণতবয়স্ক হ'য়ে উঠল, যে শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছে, তার যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে। সে সিদ্ধান্ত নিল তার দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করবে। নিনা দাকোস্তে তা-ই করত। হোটেলের দরোয়ানের চেহারাটি আপাতত ভালো মানুষের মতো নয়, তবু সে-ই তাকে সাহায্য করল। ধৈর্য ধ'রে তার ভাষা বুঝতে চেষ্টা করল, টেলিফোন-গাইড থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরের ঠিকানা ও ফোন নম্বর বের ক'রে দিল। ফোনে উত্তর দিলেন ভারি অমায়িক এক মহিলা। মহিলার ধীর নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শুনে বিলি সাকেজের বুঝতে দেরি হ'ল না যে এ ভাষাভঙ্গী আন্দিজ অঞ্চলের। প্রথমে সে তার পুরো নাম বলে পরিচয় দিল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তাদের দুই বিখ্যাত পরিবারের নাম মহিলাকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু টেলিফোনে কণ্ঠস্বরের কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। যেন পড়া মুখস্থ বলছেন, এমনভাবে তিনি জানালেন যে পরম সম্মানিত রাষ্ট্রদূত মহাশয় এই মুহূর্তে তাঁর আপিসে নেই। পরদিনের আগে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, তার সঙ্গে দেখা করতে হ'লে আগে থেকে তার কাছে দিন নিতে হবে। যদি কোনো অসাধারণ পরিস্থিতিতে তেমন প্রয়োজন হয়, তবেই তা পাওয়া যাবে। বিলি সাকেজ বুঝল যে এপথে নিনা দাকোস্তের সন্ধান পাওয়া যাবে না। যেমন অমায়িকভাবে ভদ্রমহিলা তাকে সংবাদ দিলেন অনুরূপ অমায়িকতার সঙ্গে বিলি সাকেজ তাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের দিকে রওনা হ'ল।

পররাষ্ট্র দপ্তর ২২ রু দেস্ চাম্প্‌স এলিসিজ-এ। এটি প্যারিসের সবচেয়ে নিরিবিলি অঞ্চল। কিন্তু যা বিলি সাকেজকে অভিভূত করেছিল তা হ'ল, এদেশে পৌঁছবার পর এই প্রথম সে এমন উজ্জ্বল সূর্যালোক দেখল যা ক্যারিবিয়ান সূর্যালোকের মতো। আর তাকে অভিভূত করল আলোকিত আকাশের পটে শহরের উপরে ঝুঁকে থাকা আইফেল টাওয়ার। একথা সে কার্তাজেনা দি ইন্দিয়াসে অনেক বছর পরে আমাকে বলেছিল। রাষ্ট্রদূতের হ'য়ে যে কর্তব্যরত ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা বললেন, মনে হচ্ছিল সম্প্রতি তিনি কোনো মরণান্তিক অসুখ থেকে উঠেছেন। অমন যে দেখাচ্ছিল, তার কারণ কেবল এই নয় যে তিনি কালো স্যুট, বিশ্রী কলার আর শোকজ্ঞাপক টাই পরেছিলেন। অমন লাগছিল, তিনি কেমন বিবেচক ভঙ্গীতে, চাপা কণ্ঠস্বরে কথা বলছিলেন ব'লে। বিলি সাকেজের প্রয়োজনের গুরুত্ব তিনি বুঝলেন, তবু জানালেন যে তারা সভ্য দেশে বাস করেন,

এ দেশের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা অতি প্রাচীন ও জ্ঞানী বিচারশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এদেশ বর্বর আমেরিকাস নয়, যেখানে দরোয়ানকে ঘুষ দিয়ে হাসপাতালে ঢোকা যাবে। এখানে তার বিপরীত। 'না বাছা' তিনি অবশেষে বললেন, 'আপনাকে মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাত্র চারদিন তো বাকি।' তারপর তিনি পরামর্শ দিলেন, 'ইতিমধ্যে আপনি বরং লুভ্‌্ বেড়িয়ে আসুন, দেখার মতো জায়গা।'

বেরিয়ে এল বিদি সাকেন্দ। দেখল সে যেখানে এসেছে তার নাম প্লেস দি লা কনকর্দ। কী করবে বুঝতে পারছিল না। মাথার উপরে দেখল, আইফেল টাওয়ার। এত কাছে মনে হ'ল যে জেটির পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটেই সেখানে চ'লে যেতে পারবে সে। কিন্তু অচিরেই বুঝল, যত কাছে তাকা গিয়েছিল, তত কাছে নয় সেটি। যতই সে সেদিকে এগুচ্ছে, ততই সেটা জায়গা বদল করছে যেন। সুতরাং এবার সে সীন নদীর পাড়ে একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়ল। নিনা দাকোস্তের কথা ভাবতে বসল। আর দেখল ব্রিজের তলা দিয়ে গুণটানা নৌকোরা চ'লে যাচ্ছে। ওগুলোকে তার নৌকো মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল চলমান বাড়ি সব। লাল ছাদ, জানালায় তাকে ফুলের টব এবং ডেকের উপরে কাপড় শুকোবার দড়ি টাঙানো। অনেকক্ষণ ধ'রে সে দেখল একটি জেলে জলে একটি ছিপ ফেলে স্থির হ'য়ে ব'সে আছে। ছিপটি নড়ছে না, স্রোতের মধ্যে ছিপের দড়িটিও নড়ছে না। কোথাও কিছু একটা নড়বে, এ জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল সে। তারপর অন্ধকার হ'লে সে ঠিক করল ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলেই ফিরে যাবে। তখনি তার খেয়াল হ'ল যে হোটেলের নাম তার মনে নেই, ঠিকানাও জানে না, এবং জানে না প্যারিসের কোথায় সেই হাসপাতাল।

আতঙ্কে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল সে। প্রথমেই যে কফিখানা পেল সেখানে ঢুকে কন্‌ঞাক নিল একটা। চিন্তা হচ্ছিল তার, আর নিজের একই প্রতিবিম্ব দেখছিল বারবার, দেয়ালের অসংখ্য আয়নায়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাওয়া তার নিজের ছায়া। সে দেখল তাকে কেমন ভীত আর নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে। জন্মের পরে এই প্রথম মৃত্যুর বাস্তব চেহারাটা কী সেই ধারণা হ'ল তার। কিন্তু দ্বিতীয় গ্লাস কন্‌ঞাক পান ক'রে একটু ভালো বোধ করল সে এবং সৌভাগ্যক্রমে দূতাবাসেই ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল। পকেটে ঠিকানা লেখা কার্ডটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করল কার্ডের উল্টো দিকেই হোটেলের নাম আর ঠিকানা লেখা রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তাকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিল যে সেই সপ্তাহের শেষ দিকে আর

কখনই সে ঘর থেকে বেরুল না। কেবল খেতে বেরুত আর গাড়িটাকে সময়-মতো রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রাখত। তিনদিন ধ'রে এক নাগাড়ে অনন্ত বৃষ্টি চলল, সেই দিনের মতো যেদিন সকালে এসে তারা পৌছেছিল। বিলি সাঞ্চেজ কখনই পুরো একখানা বই প'ড়ে শেষ করেনি। কিন্তু এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে যখন তার একঘেয়ে লাগছিল, তখন তার মনে হ'ল একটা বই পেলে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু নিনা দাকোস্তের স্যুটকেসে যে বইগুলো পাওয়া গেল, তার কোনোটিই স্প্যানিশ ভাষায় লেখা নয়। সুতরাং মঙ্গলবারের অপেক্ষায় থাকল সে, দেয়ালে সাঁটা কাগজে একই ময়ূরের অসংখ্য ছবির দিকে তাকিয়ে আর সর্বক্ষণ নিনা দাকোস্তের কথা ভাবতে ভাবতে। সোমবার সে ঘরটাকে একটু গুছিয়ে নিল, নাহ'লে ঘরের দশা দেখে কী ভাববে নিনা দাকোস্তে? তার চোখে পড়ল নিনার মিঙ্ককোটে রক্তের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। নিনা দাকোস্তের রাত কাটাবার ব্যাগে যে সুগন্ধি সাবান পেল, তাই দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেলল সেই দাগ, যতক্ষণে না মাদ্রিদের উড়োজাহাজে যেমন দেখাচ্ছিল তেমন দেখাল। এই করতে তার সারা বিকেল গেল।

মঙ্গলবার সকাল হ'ল মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এবং বরফপাত নিয়ে, তবে বৃষ্টি ছিল না। বিলি সাঞ্চেজের ঘুম ভাঙল ছটায়। হাসপাতালের প্রবেশপথে আরও অনেকের সঙ্গে সে অপেক্ষায় থাকল। রোগীদের আত্মীয়স্বজন এসেছে ফুলের তোড়া, উপহার ইত্যাদি নিয়ে। ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও ভিতরে ঢুকল, মিঙ্ক কোটটা হাতে নিয়ে। সে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিল না, তার কোনো ধারণাও ছিল না কোথায় থাকতে পারে নিনা দাকোস্তে। তবে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সেদিন সে এশীয় ডাক্তারটিকে দেখতে পাবেই। একটা খুব লম্বা ভিতরদিকের উঠোন দিয়ে সে হেঁটে গেল। সেখানে কিছু ফুলের গাছ আর গাছে বুনো পাখিরা রয়েছে দেখল। তার দুদিকে রোগীদের থাকবার জায়গা। ডানদিকে মহিলাদের এবং বাঁ দিকে পুরুষের। অন্য দর্শনার্থীদের পিছু পিছু সে মহিলাদের দিকে ঢুকল। দেখল হাসপাতালের গাউন প'রে রোগিণীদের লম্বা সারি। তারা যার যার বিছানায় ব'সে। জানালা দিয়ে আলো ঢুকছে ভিতরটিতে, জায়গাটা তাই ভারি উজ্জ্বল। তার এখনও মনে হ'ল বাইরে থেকে কেউ ভাবতেই পারবে না, এমন আনন্দময় পরিবেশ এখানে। সে করিডোরের শেষ পর্যন্ত চ'লে গেল, আবার ফিরে এল। তখন সে নিশ্চয় ক'রে বুঝল যে এই রোগীদের মধ্যে কেউ নিনা দাকোস্তে নয়। বাইরের গ্যালারি আবার ঘুরে এল পুরুষের দিকের জানালায় উঁকি দিতে দিতে,

যতক্ষণ না তার মনে হ'ল, যে ডাক্তারকে সে খুঁজছিল তাকে দেখতে পেয়েছে।

যথার্থই সে তাঁকে দেখেছে, আরও কজন ডাক্তার ও কিছু নার্স সঙ্গে নিয়ে তিনি তখন একজন রোগীকে পরীক্ষা করছিলেন। বিলি সাঞ্চেজ সেখানে ঢুকে গেল। একজন নার্সকে ঠেলে সরিয়ে এশীয় ডাক্তারটির মুখোমুখি দাঁড়াল। ডাক্তার রোগীর দিকে ঝুঁকে ছিলেন। বিলি সাঞ্চেজ তাকে কিছু বলল। ডাক্তার তার বিষণ্ণ চোখ দুটি তুললেন, এক মিনিট কী ভাবলেন। তারপর চিনতে পারলেন তাকে।

'কী আশ্চর্য! কোন জাহান্নামে ছিলেন আপনি?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

বিলি সাঞ্চেজ হতভম্ব। বলল, 'হোটেলে ছিলাম, এখানেই। ঐ রাস্তার মোড় ঘুরে ওধারে।'

তখন সে জানল ৯ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা সাতটা দশে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছে নিনা দাকোন্তে। ফরাসিদেশের সবচেয়ে বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা ষাট ঘণ্টা ধ'রে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিনা দাকোন্তের জ্ঞান ছিল পরিষ্কার, এতটুকু সে ভেঙে পড়েনি। সে তাদের নির্দেশ দিয়েছে প্লাজা আথেনিতে তার স্বামীর খোঁজ নিতে, কেননা সেখানে বিলি সাঞ্চেজ ও তার জন্য থাকবার জায়গা ঠিক করা ছিল। তার বাবা-মাকে পেতে হ'লে কী করতে হবে সে সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছে। শুক্রবার পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে জরুরি তারবার্তায় দূতাবাসকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে নিনা দাকোন্তের বাবা-মা বিমানে প্যারিসে রওনা হয়েছেন। পররাষ্ট্রদূত স্বয়ং অন্ত্যেষ্টির এবং মৃতদেহে সুগন্ধি ওষুধ লেপন ইত্যাদি সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নিয়েছেন এবং বিলি সাঞ্চেজকে যখন খুঁজে বের করার চেষ্টা চলেছে, প্যারিসের পুলিশমহলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। শুক্রবার রাত থেকে রবিবার বিকেল পর্যন্ত রেডিও টেলিভিশনে তার বর্ণনা দিয়ে জরুরি বুলেটিন বেরিয়েছে। ঐ চল্লিশ ঘণ্টা সে ছিল প্যারিসের সবচেয়ে প্রার্থিত ব্যক্তি। নিনা দাকোন্তের হাতব্যাগে পাওয়া তার ফটোগ্রাফ সর্বত্র প্রদর্শিত হয়েছে। একই মডেলের তিনটি বেন্ট্‌লে গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তাদের কোনোটিই বিলি সাঞ্চেজের নয়। বিলি সাঞ্চেজের বাবা-মা শনিবার দুপুরে পৌঁছেছেন। হাসপাতালের চ্যাপেলে তাঁরা মৃতদেহের সঙ্গে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশা করেছেন, বিলি সাঞ্চেজকে পাওয়া যাবে। তার বাবা-মাকেও জানানো হয়েছিল, তাঁরাও বিমানে প্যারিসে চ'লে আসার জন্য তৈরি ছিলেন। কিন্তু টেলিগ্রামে কিছু অস্পষ্টতা ছিল, তাই শেষ

পর্যন্ত আসেন নি। রবিবার বিকেল ছুটোয় নিনা দাকোস্তের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। তার বিচ্ছেদে কাতর বিলি সাকেঞ্জ তখন মাত্র দুশো মিটার দূরে, হোটেলের নিরানন্দ ঘরে শুয়ে একাকিত্বের যন্ত্রণা ভোগ করছে। দূতাবাসে যে কর্তব্যরত ব্যক্তির সে দেখা পেয়েছিল, ক'বছর পরে তার মুখে আমি শুনেছি, বিলি সাকেঞ্জ সেই অফিস থেকে চ'লে আসবার একঘণ্টা পরেই বিদেশ দপ্তর থেকে নিজে সে সেই টেলিগ্রাম পায়। ক দু ফবোর্গ-সেইন্ত হনোরে ধ'রে সমস্ত দামী পানশালায় সে নিজে তাকে খুঁজেছে। আমার কাছে সে স্বীকার করেছিল যে বিলি সাকেঞ্জের দিকে প্রথমে সে তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। কেননা সে ভাবতেই পারেনি যে যাকে মনে হচ্ছিল তীরভূমি অঞ্চল থেকে আসা কোনো ছেলে, প্যারিসের জাঁকজমক দেখে যার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, শার্লিং কোটটি যার গায়ে অমন বেমানান ঠেকছিল, তার পক্ষে এমন নামী পরিবারের সন্তান হওয়া সম্ভব।

সেই রাত্রেই যখন রাগে দুঃখে বিলি সাকেঞ্জের কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু সহ্য করেছে, তখনই নিনা দাকোস্তের বাবা-মা তার অনুসন্ধান বন্ধ করেন। এবং ধাতুর কফিনে ক'রে সুগন্ধি ওষুধে সংরক্ষিত নিনা দাকোস্তের দেহ নিয়ে চ'লে যান। যারা তাকে সেদিন দেখেছিল বহু বছর ধ'রে তারা বলাবলি করেছে, জীবিত বা মৃত অমন সুন্দর কোনো কন্যা তারা আর কখনও দেখেনি। সুতরাং যখন বিলি সাকেঞ্জ অবশেষে মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে ঢুকেছে, লামাঞ্চার শোকবিধুর সমাধিস্থলে তখন নিনা দাকোস্তের সমাধি দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ। তাদের সুখের চাবিকাঠিটি তারা খুঁজে পেয়েছিল যে বাড়িটিতে, সে জায়গাটি তার থেকে মাত্র অল্প ক'মিটার দূরে। এশীয় ডাক্তারটি যিনি বিলি সাকেঞ্জকে দুঃসংবাদ দিলেন, তিনি হাসপাতালের অপেক্ষাঘরে দাঁড়িয়ে তাকে কিছু ওষুধ দিতে চেয়েছিলেন, যা তার মনোবেদনা লাঘব করবে। কিন্তু সে নেয়নি। বিদায় না জানিয়ে, ধন্যবাদ জানানো বোঝায়, এমন কিছু না ব'লে চ'লে এসেছে সে। সে শুধু ভাবছিল, তার খুব দরকার এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া, যাকে সে শিকল দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিতে পারে। নিজের দুর্ভাগ্যের প্রতিশোধ সে এভাবে নিতে চেয়েছিল।

হাসপাতাল থেকে সে বেরিয়ে এল, তার চোখে পড়ল না যে আকাশ থেকে বরফ পড়ছে, তাতে রক্তের দাগ নেই। উজ্জ্বল মসৃণ পাতলা বরফ। দেখাচ্ছিল উড়ন্ত পায়রার ঝ'রে পড়া পালকের মতো। সে খেয়াল করল না যে প্যারিসের রাস্তায় তখন উৎসবের বাতাস উঠেছে, কেননা গত দশ বছরে এই প্রথম হ'ল বড় রকমের বরফপাত।

প্রসঙ্গ-কথা

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এখন এমন এক বিশ্বজোড়া নাম, যে নামে পাঠক বিস্মিত আলোড়িত, কখনও গভীর ও নির্ধান্ত কোনো যন্ত্রণায় অভিভূত। এর কারণ তাঁর লেখায় অসামান্যতা, তাঁর বর্ণিত পৃথিবীর আশ্চর্য রঙ, রেখা ও মূর্তি। কারণ, তাঁর দ্বারা বর্ণিত জীবনের অতি নিগূঢ়তা।

মাটির উপাদানে রসে যেমন গাছের চরিত্র চেহারা, মার্কেজের উপন্যাসপাদপও তেমনি কোন্ মৃত্তিকায় রসে জীবন পেয়েছে তা জানিয়ে দেয়। ঠিক জানিয়ে দেয় না, ইঙ্গিত দেয়। কেননা, অমনই তাঁর রচনারীতি। এই মাটি ও মাটির সৃষ্টি বহুদিন পৃথিবীর মানুষের অগোচরে ছিল। মার্কেজের রচনা তাকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছে প্রবল মমতার সঙ্গে, গভীর দুঃখে, বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তুলে। অথচ. কী আশ্চর্য সাহিত্যিক মূল্যমান রক্ষা ক'রে। তাই মার্কেজ পাঠককে এমনভাবে নাড়া দেয় (সঙ্গে লাতিন আমেরিকার অন্য লেখকও আছেন, স্বীকার করি)।

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ জন্মেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার কলোম্বিয়ায় ক্যারিব সমুদ্রতীরবর্তী আরাকাতাকা গ্রামে, ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে। বোগোতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশুনো ক'রে তিনি কলোম্বিয়ার 'এল এস্‌পেক্তাদর' পত্রিকার রিপোর্টার হন। পরে সাংবাদিকের জীবিকা উপলক্ষেই রোম, প্যারিস, বার্সেলোনা, কারাকাস এবং নিউইয়র্কে পত্রিকার পক্ষ থেকে সংবাদ সংগ্রহের কাজ করেন বহুদিন।

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে Doce Cuentos Peregrinos নামে মার্কেজের বারোটি গল্পের এক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লেখক স্বয়ং ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে কার্তাহেনায় ব'সে এই গল্পগুলির রচনার ইতিহাস লিখেছিলেন। তাদের সৃষ্টির রহস্য এতে আছে, আছে কোন্ সূত্রে তারা একত্র গ্রথিত হয়েছে, কীরূপে তারা সংখ্যায় বারোটি হ'ল এবং কেনই বা তাদের তীর্থযাত্রী বলা হয়েছে।

আমরা জানি পাঠকসমাজে মার্কেজ এই গ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগে থেকে সুবিদিত, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। সেই উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁর অসাধারণ ভাষণটিও আমাদের গোচরে এসেছে। আমরা আরও জানি নোবেল পুরস্কার-

প্রাপ্তিতেই এই লেখকের পরিচয় নয়, তবে সেই উপলক্ষে দেওয়া ভাষণটিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। গল্পে উপন্যাসে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি যাঁর বেদনার্ত ও সাগ্রহ দৃষ্টিপাত, আশৈশব ইতিহাসে যিনি আলোড়িত, কখনও ক্ষুব্ধ, দেশের রাজনীতি-সমাজ-অর্থ-সংস্কৃতি এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিশ্বাস ও সংস্কারের কাছে যিনি সত্যবদ্ধ, নোবেল পুরস্কার উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে তিনি সরাসরি এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই কারণেই নোবেল পুরস্কার ঘটনাটির এখানে প্রাসঙ্গিকতা।

এই মানুষটি, প্রতিষ্ঠিত লেখক গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর বারোটি গল্পের জন্মকথা ভারি সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে আমাদের শুনিয়েছেন। বলেছেন, এ হ'ল সৃষ্টির এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যারা লেখক হতে চায়, এ থেকে তারা বুঝবে লেখার অভ্যেস কী ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত করে, কী অতৃপ্তি তাতে।

মার্কেজ তখন বার্সেলোনায়। পাঁচবছর হ'ল আছেন সেখানে। সেটা ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ, স্বপ্ন দেখলেন নিজের শবযাত্রায় চলেছেন। নিজেরই শবযাত্রায় শ্মশান-সঙ্গী হ'য়ে চলেছেন স্বদেশাগত বন্ধুপরিবৃত হ'য়ে, সানন্দে। সানন্দে, কারণ এই উপলক্ষে, বহুদিন যাদের দর্শন পাননি, স্বদেশের সেই প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে কষ্ট দিল। সমাধির কাজ সম্পূর্ণ হ'লে বন্ধুরা তাঁকে সেই নির্বান্ধব সমাধিক্ষেত্রে একাকী রেখে চলে গেল। তিনিও যে তাদের সঙ্গে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন! লেখকের মনে হ'ল এই স্বপ্ন তাঁরই পরিচয়ের ইঙ্গিত। তখনি স্থির করলেন, য়ুরোপে প্রবাসের কালে লাতিন আমেরিকানদের যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, তা নিয়ে গল্প লিখবেন। তারপর থেকে দুবছর ধ'রে তিনি গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। লেখক এদের বলেছেন 'সাংবাদিকের তথ্যপঞ্জি'। যদিও, তার পরেও আঠারো বছর লেগেছিল তাদের গল্পের আকার পেতে ও প্রকাশ হতে। অথচ লেখক তখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এমন হওয়ার কারণ ছিল, বলেছেন লেখক। প্রথমে চৌষট্টিটি গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, ভেবেছিলেন এদের নিয়ে একখানি উপন্যাস লিখবেন। পরে ভাবলেন, উপন্যাস নয়, গল্পই লিখবেন। ভাবলেন এরা গল্পই হোক, সব গল্পের মতো নিটোল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে থাক। গল্পগুলির মূল সুর, যা কোনোমতেই কেবল আবহসংগীত নয়, বিস্ময় ও তার আস্বাদ্য রসের প্রবাহে উত্থিত, সেই সুরই যে তাদের সম্পর্কিত ক'রে দেবে, সে তো প্রথমাবধিই স্থির ছিল। লেখক রচনারীতিতেও ঐক্য রক্ষা করবেন ভাবলেন।

লিখলেন। প্রথম লেখা গল্পদু'টির মধ্যে একটি বাংলায় অনুবাদিত বর্তমান

গল্প-গ্রন্থের 'বরফে তোমার রক্তের দাগ ধ'রে'। এখানে ব'লে নিই, এই গ্রন্থে সকলের শেষে তার স্থান হয়েছে, কারণ লেখক স্বয়ং তাঁর সংকলনটিতে সবার শেষে একে রেখেছিলেন। যদিও তার আগে অন্যান্য দেশে পত্র-পত্রিকায় এটি প্রকাশ পেয়েছিল। তার পরে স্বপ্নে লব্ধ ঘটনাটি নিয়ে গল্প লেখায় বসলেন। কিন্তু গল্পটি হ'য়ে উঠল না। ওটি ছিল পরিকল্পিত তৃতীয় গল্প। চতুর্থ গল্পের আয়োজনও ব্যর্থ হ'ল। তখন কিছুকাল গল্প লেখা স্থগিত রাখলেন। গল্পের ঐ দুটি উপাদানও বর্জন করলেন এই বিশ্বাসে যে, গল্প স্বতঃই হ'য়ে ওঠে। হয় অথবা হয় না। গল্প উপন্যাস নয়, সংশোধন ক'রে ক'রে তাকে দাঁড় করানো যায় না।

ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। যে খাতাটিতে 'সাংবাদিকের তথ্যপঞ্জি' লিখে রাখা ছিল, সেটি হারিয়েছে। হয়তো স্থানবদলের কালে বা অন্য অনবধানতায়। চার বছর সেটিকে সন্ধান করেননি। কিন্তু যখনি খুঁজে দেখলেন সেটি নিরুদ্দেশ, তখন হারিয়ে যাওয়া উপাদানগুলিকেই অবশ্য প্রয়োজন ব'লে মনে হ'ল। এবারে স্মৃতিকে আশ্রয় করলেন লেখক। প্রথমে ছিল চৌষট্টিটি গল্পের উপাদান, স্মৃতি তাঁকে ত্রিশটি ফিরিয়ে দিল। তারপরেও আঠারোটির বেশি পুনরুদ্ধার সম্ভব হ'ল না। ইতিমধ্যে গল্প লেখার উৎসাহ লেখক হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা জানি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার মতো স্বেচ্ছাচারী এই লেখকেরা। সংগৃহীত উপাদান-গুলি নিয়ে লেখক এবার বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে কলম লিখতে শুরু করলেন, মুভির চিত্রনাট্য লিখলেন, টি. ভি. ধারাবাহিকও। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত এভাবে অতিবাহিত হ'ল। পরে লেখকের মনে হ'ল, তার সংগৃহিত উপাদানগুলি গল্পেই অধিক সফল ও যোগ্য রূপ পাবে। এক বছর ধ'রে সেই চেষ্টার ফলে আবার ছ'টি গল্পের উপাদান বাতিল হ'ল। বাতিল হ'ল এই কারণে যে, লেখকের অভিমত ছিল, যদি কোনো লেখা ঠিক তৃপ্তি দিতে না পারে তো তাকে বাতিল কাগজের বাক্সে ফেলো। এ ছিল ভাবী লেখকদের কাছে তাঁর উপদেশ।

এভাবে বারোটি গল্প লেখা শেষ হ'ল। যেন তীর্থযাত্রার মতো অস্থির পদযাত্রা এটি। তবু শেষ লয়ও নিশ্চিতভাবে যাত্রাশেষের প্রতীতি দিল না। প্রকাশকের হাতে না দিয়ে, বাতিল কাগজের বাক্সেও না ফেলে লেখক তাঁর স্মৃতি সম্বন্ধে *সংশয়ের পরীক্ষা নিতে ফিরে গেলেন য়ুরোপে, তাঁর গল্পের কাহিনীপটে। বার্সেলোনা, জিনিভা, রোম, প্যারিসে। দেখলেন স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।* স্মৃতি থেকে যা লিখেছেন, মেলেনি। বরং বিস্মৃতি সত্ত্বেও যা বানিয়ে নিয়েছিলেন, তা সত্য প্রতীয়মান হয়েছে।

ফিরে এসে আবার লিখতে বসলেন, প্রথম থেকে নতুন ক'রে প্রতিটি গল্প। এবারে লিখলেন যেন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে। লেখা চলল দ্রুত, অনায়াসে। আট মাস ধ'রে নিরবধি লিখে, কখনও একাধিক গল্প একসঙ্গে লিখে বারোটি গল্প লেখা হ'ল। প্রতিটি গল্পে থাকল য়ুরোপপ্রবাসী লাতিন আমেরিকান মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পরবাসে থাকা মানুষের অভিজ্ঞতা, যাদের গল্পরূপ নানা বিভ্রাটে, কখনও পথ হারিয়ে (যে কটি উপাদানকে মুভি বা টেলিভিশনের জন্য নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, প্রয়োজনবোধে অথবা সেই সেই পরিচালকের অভিপ্রায়ে তারা কি পথভ্রষ্ট হয়নি? গল্প লেখার সময়ে লেখক সযত্নপ্রয়াসে তাদের মূল সুরের অন্তর্গত ক'রে দেন), কিন্তু অবিরত অন্বেষণে এবং অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরে তীর্থযাত্রীর উপমা পেয়েছে।

—